হিজলীর মসনদ্-ই-আলা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ
প্রণীত

শ্রীযদুনাথ সরকার, অনারারী ডি. লিট,
লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর আজীবন মাননীয় সদস্য,
ইংলণ্ডের রয়াল হিষ্টরিকাল সোসাইটীর বিদেশী সদস্য,
আমেরিকান হিষ্টরিকাল এসোসিয়েশনের আজীবন
মাননীয় সদস্য
কর্তৃক সংশোধিত, মার্জিত এবং সজ্জিত

সমাজ সেবক সংঘ
মেদিনীপুর

প্রকাশক :

সমাজ সেবক সংঘ

পোঃ ফুলগেড়িয়া, (ডহরপুর)

জেলা মেদিনীপুর

অঙ্কন :

শ্রীবুলবুল চৌধুরী

দমদম

ব্লক :

শ্রীশৈলেন ঘোষ

রয়েল হাফটোন কোম্পানি

৪, সরকার বাই লেন,

কলিকাতা—৬

বাঁধাই :

আলি আস্রফ্ অ্যাণ্ড সন্স্

৯৬, বৈঠকখানা রোড,

কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :

শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা—১২

মূল্য : দশ টাকা

আমাদের কথা

মানুষ ও সমাজ, দুইই চলমান। সমষ্টিকেন্দ্রিক মানুষ-জীবনে সমাজ দানা বাঁধে, তার ভালমন্দ, অভাব-অভিযোগ, ঘাত-প্রতিঘাত নানাভাবে ছন্দায়িত হতে থাকে। দীর্ঘ কালরেখার মধ্যে ইতিহাস রূপ নেয়। সমসাময়িক ঘটনা, অঞ্চল তখন ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।

হিজলীর মসনদ্-ই-আলার হিজলী মেদিনীপুরের আঞ্চলিক গণ্ডীতে ঘেরা কিন্তু ভারত ইতিহাস তথা বিশ্ব-ইতিহাসের চিরবিবর্তিত সমাজনাট্যের এক অতীত রঙ্গভূমি। তাই এর গুরুত্ব স্থান কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করেছে। সর্বোপরি ইতিহাস সম্রাট আচার্য যদুনাথের অমর লেখনী একে নতুন রূপ দিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় লেখক মহেন্দ্রনাথের শ্রম ও সাধনাকে আচার্য যদুনাথ সার্থক করেছেন। এই প্রচেষ্টায় আমাদের পরিষদ এগুতে পেরেছে বলে নিজদিগকে ধন্য মনে করছি।

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদের পত্তনের ইতিহাসে বন্ধুবর শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, শ্রীকোহিনুরকান্তি করণ ও শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্নার শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা চির জাগরূক হ'য়ে থাকবে। বিশেষভাবে শ্রীযুত কয়ালের পরিশ্রমে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তাড়াতাড়ি সংস্কৃতি পরিষদের হাতে এসেছে।

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ
৩৫ খেলাত বাবু লেন
কলিকাতা-২।
৩০. ১২. ৫৮.

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক

10, Lake Terrace, Calcutta 29
11 Nov. 1955.

কল্যাণবরেষু—

হিজলীর ইতিহাসের সংশোধিত প্রেস কপি অর্দ্ধেক হইয়াছে, আর সাত দিনের মধ্যে কার্য্যটি শেষ করিয়া তোমার হাতে ছাপিবার জন্য দিব।

তৎপূর্ব্বে ৺ মহেন্দ্রনাথের বংশপরিচয় এবং জীবনীর যথা সম্ভব সংবাদ লিখিয়া আনিবে —তাহা হইতে একটা সংক্ষিপ্ত চরিত লিখিয়া পুস্তকের প্রথমেই বসাইতে একখানি ফটো ও আবশ্যক।

আশী:—শ্রীযদুনাথ সরকার

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকের প্রাক্‌কথন।

হিজলী একটি বড় গ্রাম (কস্‌বা) মাত্র, এবং তাহাও এখন প্রায় লোপ পাইয়া অনেকটা শস্যক্ষেত্র ও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই হিজলীর যে ইতিহাস মহেন্দ্রনাথ করণ প্রকাশ করেন তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে; ইহা আকারের বৃহত্ত্বের জন্য নহে, বিষয়বস্তুর মহত্ত্বের জন্য নহে, এই গ্রন্থে লেখক যে মনোবৃত্তি ও মেধার পরিচয় দিয়াছেন তাহার জন্যই ইহা স্থানীয়-ইতিহাস-শ্রেণীতে আদর্শ হইতে পারে।

হিজলী সম্বন্ধে ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি সব বিভাগে যত কিছু টুকরা টুকরা তথ্য বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসিক ভাষায় পাওয়া যায় তাহা অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থে একত্র করা হইয়াছে।

শ্রমশীলতা অপেক্ষা আরও একটি মহত্তর ও দুর্লভ গুণ মহেন্দ্রনাথের ছিল। তিনি প্রত্যেক তথ্যকে পরীক্ষা করিয়া, তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, অতি নির্মমভাবে জনপ্রিয় মিথ্যা প্রবাদকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকে হয়ত নীরস করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে ইহার স্থায়ী মূল্য বাড়িয়াছে।

মহেন্দ্রনাথের এই কঠোর সত্যসন্ধানব্রতের প্রমাণ পাইয়া আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই; সে ১৯২৪-২৬ খৃষ্টাব্দ যখন আমি পাটনা কলেজে কাজ করিতেছিলাম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিয়া, কখন বা আলোচনা দ্বারা সংশোধন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাই। এইরূপে পুস্তকখানির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু উপাদান সংগ্রহের পর সেগুলি সাজাইয়া সাহিত্যের রূপ দিবার অবসর গ্রন্থকার পাইলেন না। ভগ্ন স্বাস্থ্যের মধ্যেই পাঁচ বৎসর ধরিয়া চেষ্টার ফলে যখন সব ঐতিহাসিক তথ্যগুলি হাতে আসিয়া জুটিল, তখন যে যে অংশ যখন যখন লিখিয়াছিলেন, ঠিক সেই আকারেই তাড়াতাড়ি একত্র করিয়া ছাপাইলেন। ইহার ফলে লেখা অংশগুলি সাজাইয়া বইখানিকে সুপাঠ্য সাহিত্যের আকার দেওয়া সম্ভব হইল না, কিন্তু এতদিনের সাধনায় সংগৃহীত উপকরণরাশি এত চিন্তা ও আলোচনার ফলগুলি বিক্ষিপ্ত, নষ্ট হইতে পারিল না। এরূপ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কাল্পনিক নহে, কারণ পুস্তকখানি ১৯২৬ সনে বাহির হইল, আর তাহার তিন বৎসর পরেই চিররুগ্ন

গ্রন্থকার ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অথচ এই কাঁচা আকারেই গ্রন্থখানি প্রকৃত সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল।

এতদিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথের জীবনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতীকস্বরূপ এই গ্রন্থখানি জগতের সম্মুখে উপস্থিত রাখার জন্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপান আবশ্যক। কিন্তু প্রথম সংস্করণের অবিকল পুনর্মুদ্রণ করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। লেখক আজ বাঁচিয়া থাকিলে ইহা আবার ছাপিতে দিবার পূর্বে নিশ্চয়ই প্রথম সংস্করণের অধ্যায়গুলি ঢালিয়া সাজিতেন, নিজ রচনাকে সাহিত্যের আকার দিতেন, এবং ইতিমধ্যে প্রাপ্ত নূতন তথ্যগুলি ইহাতে যোগ করিতেন।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময় আমি তাহাই করিয়াছি। প্রথমতঃ অধ্যায়গুলির পূর্বক্রম ভাঙ্গিয়া বিষয়ের ক্রম-বিকাশ অনুসারে তাহাদের নূতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছি। যথা—প্রথমবারের অধ্যায় নং ১, ৪, ৮, ৫, ৭, ২, ৩, ৬, ১১, ৯, এবং ১০ দ্বিতীয় সংস্করণে এক হইতে এগার ধারাবাহিক গণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক একটি অধ্যায় পত্রিকার প্রবন্ধাকারে রচনা করেন, পরে সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে ছাপিবার সময় তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও এক-সূত্রের সংযোগ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন নাই, একথা রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ভূমিকা (পূর্বাভাস) লিখিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আমি সব পুনরুক্তি বাদ দিয়াছি, সমস্ত আভ্যন্তরীণ অমিল দূর করিয়াছি ; কাহিনীর মধ্যে সজীব একতা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ এবার অসংখ্য অনাবশ্যক অথবা অবাস্তব পাদটীকা এবং মৌলিক গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ধৃত বাক্যগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া গ্রন্থভার লাঘব করিয়াছি। ইহার ফলে ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকে কোনই ক্ষতি হয় নাই, অথচ বইখানি এখন বেশী সহজপাঠ্য হইবে। প্রথমবার অনেক স্থলে ইংরাজী মূল সাক্ষ্য এবং ঠিক তাহার বাংলা অনুবাদ একত্র ছাপা হইয়াছিল, ইহার আবশ্যকতা কি ? এক ভাষাই যথেষ্ট, এবং আমি তাহাই রাখিয়াছি।

১৯২৬ সালে প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার পর হইতে এই ৩০ বৎসরের মধ্যে সেই যুগের বঙ্গদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনখানি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে,—(১) পাদ্রী মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীর

ইংরাজী অমূল্য টীকাদ্বারা অলংকৃত *Travels of Sebastien Manrique*, translated by Col. Luard with the assistance of Father Hosten (Hakluyt Society's Series) London, 2 vols. 1927. কিন্তু তৎপূর্বে পত্রিকায় অংশতঃ প্রকাশিত কার্ডন ও হষ্টেন কৃত অনুবাদ ও টীকা যাহা মহেন্দ্রনাথ নিজ গ্রন্থে ব্যবহার করেন তাহাই একত্র ও মার্জিত আকারে লুয়ার্ডের পুস্তকে স্থান পাইয়াছে; সুতরাং এক্ষেত্রে নূতন সংযোগ করিবার মত কিছুই পাইলাম না।

(২) অধ্যাপক বোরা **বহরিস্তান্-ই-ঘাইবী** নামক অমূল্য পারসিক ইতিহাসের সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ আসাম গভর্ণমেণ্ট ছাপিয়াছেন, *Baharistan-i-Ghaybi*, tr. by Borah, pub. by the Handiqui Historical Institute, Gauhati, (1936), 2 vols. কিন্তু এই পুস্তকে হিজলী সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহা দশ বৎসর পূর্বে আমি মূল পারসিক হস্তলিপি হইতে অনুবাদ করিয়া মহেন্দ্রনাথকে পাঠাই। সুতরাং এখানেও নূতন কিছু দিবার নাই।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal*, vol. II. ed. by Jadunath Sarkar (1949). ইহাতে কিছু কিছু নূতন তথ্য এবং সত্য তারিখ ও নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা যথাস্থানে বসান হইয়াছে।

চতুর্থ পরিবর্তন এই যে—অনেক টীকা এবং গ্রন্থমধ্যে অবান্তর কথা, যাহার সঙ্গে হিজলীর কোন সংশ্রব নাই, স্থানে স্থানে বৃথা বাগাড়ম্বর বা উচ্ছ্বাস (যেমন প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারকে সার্টিফিকেট দিবার জন্য লেখক "নিবেদন") —যাহার মধ্যে হিজলীর নিজস্ব ইতিহাস এক বিন্দুও পাওয়া যায় না,—তাহা এবার ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের দীর্ঘ জীবনীর স্থান অন্যত্র, এই পুস্তকে নহে।

এখন ছাপার খরচ পূর্বাপেক্ষা চারিগুণ বাড়িয়াছে, একথা মনে রাখিয়া সব অবান্তর লেখা এবং অনাবশ্যক অথবা অস্পষ্ট ছবিগুলি বাদ দিয়া তবে এই দ্বিতীয় সংস্করণকে মুদ্রণ-ব্যয়- সহন-শীল করা সম্ভব হইল।

শ্রীযদুনাথ সরকার

১৫ নবেম্বর, ১৯৫৬।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহেন্দ্রনাথ করণের জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি সব-ডিভিজনের মধ্যে খেজুরী থানার অধীন ভাজনমারী গ্রাম; সময় শুক্রবার ৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার মাতা সুভদ্রা দেবী স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার ও সমাজনেতা গঙ্গানারায়ণ মিশ্র চৌধুরীর কন্যা। পিতা ক্ষেমানন্দ করণ (জীবনকাল ১২৭৫—১৩১৭), স্বীয় বুদ্ধিবলে পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। এই অঞ্চলে তিনি একজন খ্যাতনামা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক লোক বিষয় কর্ম ও মোকর্দমায় তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিত এবং বেশ ভাল ফল পাইত। তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি জীবনে উন্নতি করে। তিনি ১২৯৮ সালে বিষ্ণু মন্দির এবং দু বৎসর পরে প্রকাণ্ড নিজ বসতবাটী নির্মাণ আরম্ভ করেন। ভোজ দেওয়া তাঁহার জীবনের প্রিয়তর কার্য ছিল। কিন্তু অজস্র দানের ও অমিত ব্যয়ের ফলে একমাত্র পুত্রের উপর আট দশ হাজার টাকার দেনা রাখিয়া ইহজগত ত্যাগ করেন।

এই বংশ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়। মহেন্দ্রনাথ হইতে আট পুরুষ উর্দ্ধে (মোটামুটি আওরংজীবের রাজত্বের প্রারম্ভে) তাঁহার পূর্বপুরুষ সাগর দ্বীপ ত্যাগ করিয়া হিজলী আসিয়া নূতন বসতি করেন। এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে ইঁহাদের কিছু জমিজমা রহিয়াছে। মহেন্দ্রনাথ বংশের একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতা-পিতামহের অত্যধিক স্নেহের ফলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য দূরে যাইতে পারিলেন না। নিকটে খেজুরী গ্রামের স্কুল হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা পাশ করিবার পর এক বৎসর ঘরে বসিয়া নষ্ট করিলেন। পরে ১৯০২ সালে জেদ করিয়া কাঁথি হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হইয়া কয়েক বৎসর শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি পাইলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনে গা ঢালিয়া দিবার ফলে পড়াশুনা না করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তাহার পর কলিকাতা আসিয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বেসরকারী পরীক্ষা প্রশংসার সহিত পাশ করেন। ইহার বেশী আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া হইল না। কিন্তু ঘরে বসিয়া অনেক বাংলা ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকা কিনিয়া ক্রমাগত তাহা পড়িয়া, এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া নিজের জ্ঞান ও রচনাশক্তি আশ্চর্য বাড়াইলেন। তাঁহার ২১ বৎসর বয়সে বিবাহ এবং ২৪ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়। এর পর শিক্ষক-

শ্রেণীতে নাম লিখাইয়া ঐরূপে প্রাইভেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন, প্রথম বিভাগে ১৯২০ সালে।

স্বদেশী আন্দোলনের ব্রত সমগ্র দেশের সেবার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ একটি অতি নিকটস্থ সৎকার্য ও সংকল্প করেন,—সেই কার্য ঐ অঞ্চলবাসী নিজ হিন্দু শ্রেণী পৌণ্ড্র জাতিকে সাহায্য করা, উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া এবং জাগ্রত করা। বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম সমাজের অনুন্নত অসহায় বর্ণগুলিকে পিশিয়া, ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল. মহেন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মিগণ আজীবন যুদ্ধ করিলেন এই পীড়িত আত্মবিস্মৃত জাতিটিকে আবার মাথা তুলিয়া খাড়া হইবার জন্য। তাহাদের প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা, স্কুল, চিকিৎসালয়, পাঠাগার স্থাপন, নিজস্ব মুখপত্র পত্রিকা প্রকাশ, প্রদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার দ্বারা জাতির অতীত আত্মসম্মান জাগ্রত করা—এই সব পথে ধাবিত হইল এবং আশ্চর্য সফলতা লাভ করিল। মহেন্দ্রনাথের রচনাগুলির তালিকা হইতে তাঁহার চিন্তের ভাবধারায় নিদর্শন পাওয়া যায়। সেগুলি এই (১) A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (1919) (২) হিজলীর মসনদ্-ই-আলা (১৯২৬) এবং দুই নম্বরের সংস্পৃষ্ট (৩) খেজুরী বন্দর। প্রথম দুটি আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও মনীষীগণ কর্তৃক প্রশংসিত, স্থায়ী মূল্যবান ইতিহাস। (৪) কসবা হিজলীর বিবরণ (এই ইতিহাস-মালার তৃতীয় ফুল) কিন্তু ১৩৪৯ সালে পাণ্ডুলিপি ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। (৫) সমাজ রেণু (পদ্য)। (৬) বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা (পুস্তিকা)। (৭) দুর্ভিক্ষের গান। (৮) দুন্দুভি (কবিতা)। (৯) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ।

ইনি অনেক বাঙ্গলা পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন, কিন্তু এই চারিখানি স্বজাতি সেবক পত্রিকা তাঁহার দ্বারা সময় সময় পরিচালিত হয়—ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব, প্রতিজ্ঞা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার, এবং সত্যযুগ (সাপ্তাহিক)।

কঠিনশ্রমে অবশেষে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবং মঙ্গলবার ১লা শ্রাবণ ১৩৩৫ সাল, জুলাই ১৯২৯ তে ৪১ বৎসর আট মাস বয়সে সব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৌস্তভ কান্তি বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য ছিলেন; অকস্মাৎ ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ম্যানেঞ্জাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। কন্যাদের মধ্যে মঞ্জুলা দেবী বি, এ পাস করিয়া উচ্চতর শিক্ষায় নিযুক্ত।

—সম্পাদক

গ্রন্থকারের পূর্বাভাস

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩২৮ সালে হিজলীর ইতিহাস সঙ্কলনের সঙ্কল্প লইয়া রোগশয্যাগত হইয়া পড়ি। এই রুগ্ন অবস্থাতেই হিজলীর মসনদ্-ই-আলা সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি—তাহা বর্তমান পুস্তকে প্রকটিত হইল। বর্তমান গ্রন্থে মসনদ্-ই-আলার সমসাময়িক হিজলীর ইতিহাস মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ইহা হিজলীর ইতিহাসের প্রথম অংশ মাত্র। চাকলা বা জিলা হিজলীর ইতিহাস সুবিস্তৃত—বিস্তীর্ণ মেদিনীপুর জিলার ইতিহাসের এক প্রয়োজনীয় অংশ।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই;—কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি, ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড, উৎকীর্ণ শিলালিপি,—শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন,—প্রাচীন মুদ্রা, জীর্ণ মন্দির পঙ্কপূর্ণ জলাশয় এবং ইষ্টকের জঙ্গালস্তূপের মধ্যে দেশের যে অজ্ঞাত ইতিবৃত্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বাঙ্গালীকে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। এই জন্যই বিখ্যাত মনীষী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাত্মা এইচ্, বিভ্রিজ্ (H. Beveridge I. C. S.) তাঁহার **District of Backergunge** পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন —"My idea always has been that the proper person to write the history of a district is one who is a native of it, who has lived all his life in it and who has abundance of leisure to collect information. It is only a Bengali who can treat satisfactorily of the productions of his country, or of its social condition, its castes, leading families, peculiarities of language, customs etc." অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান স্ব জিলায় আজীবন অতিবাহিত করিয়াছে এবং তথ্য সংগ্রহে যাহার প্রচুর অবসর আছে— সেই ব্যক্তিই উক্ত জিলার ইতিহাস লিখিবার যোগ্য পাত্র বলিয়া আমার বরাবরের ধারণা। কেবলমাত্র বাঙ্গালীই তাহার স্বদেশ, সমাজ জাতি, বংশ এবং ভাষা ও আচার ব্যবহারাদির বৈচিত্র্যপ্রসূত উপাদানগুলির সম্যক্ ব্যবহার করিতে সমর্থ।" সুখের বিষয়, বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বশবের সাধনায় জননীর সুযোগ্য সাধক সন্তানগণ আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন।

ভাগিরথী-বাহ্না-বাহু-বেষ্টিতা—সাগর-তরঙ্গ-বিধৌত-চরণা শ্যামাঙ্গিনী কস্‌বা হিজলী বহু শোভার আধার। ইহার অনতিদীর্ঘ জীবন-নাট্যে মুসলমান ও কোম্পানীর রাজত্বের বহু সুখ-দুঃখের কাহিনী অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ভাগিরথীর পলিতে সংগঠিত—কাউখালী নদীদ্বারা বিচ্ছিন্ন খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয় কালক্রমে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কস্‌বাহিজলী পরগণা নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই যমজ ভগিনীর বহু কাহিনী ইতিহাসের বিস্মৃত পত্র উজ্জ্বল করিয়া আছে। সাগরপথে বঙ্গদেশ-প্রবেশের সিংহদ্বারে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ বর্তমান। এই হিজলীর বক্ষে কত স্বার্থময় শোণিতপাতের রোমাঞ্চকর কাহিনী,—উত্থান-পতনের কত বিচিত্র ইতিহাস সুপ্ত রহিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই!

বহুদিন পরিত্যক্ত ধ্বংস ও বিস্মৃতির স্তূপ হইতে হিজলীর অতীত ইতিহাসের কঙ্কাল টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি; আশা আছে—ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিল্পীর হস্তে এই কঙ্কালে রক্তমাংস যোজিত হইয়া একটি জীবনের শ্রীসৌষ্ঠব আত্মপ্রকাশ করিবে,—আমার শত সহস্র ত্রুটি ও অসামর্থ অবহেলা করিয়া নিপুণ স্থপতি আমার কষ্টসংগৃহীত এই সমস্ত দীন উপকরণ দেশের ইতিহাস-হর্ম-নির্মাণে গ্রহণ করিবেন। যেরূপ পর্যবেক্ষণ শক্তি, জ্ঞান ও অধ্যবসায় থাকিলে এইরূপ দুঃসাধ্য কর্তব্যে ব্রতী হওয়া যায়,—আমি বিনয়ের সহিত আমার পক্ষে তাহার অভাব স্বীকার করিতেছি। আমার জ্ঞানের অল্পতা, অক্ষমতা ও অযোগ্যতা পদে পদে মনে পড়িয়া আমাকে লজ্জিত করিয়াছে।

মেদিনীপুর জিলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এতাবৎ যতগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের "মেদিনীপুরের ইতিহাসই" প্রকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত। তিনি তাঁহার পুস্তকে হিজলীর মস্‌নদ্‌-ই-আলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রোমলীন্‌ সাহেবের মস্‌নদ্‌-ই-আলা সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক পত্রাবলম্বনে নিপুণ যুক্তিবত্তার সহিত তিনি মস্‌নদ্‌-ই-আলার ঐতিহাসিক ভিত্তি দণ্ডায়মান করাইতে যে উদ্যম করিয়াছেন,—তাহা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। মৎ সংগৃহীত উপকরণগুলি দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া তিনি ক্রোম্‌লীন সাহেবের ভ্রমই নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম,—ক্রোম্‌লীন্‌ সাহেবের মূল চিঠি ও মস্‌জিদ গাত্রের শিলালিপির অনুলিপি তিনি মেদিনীপুর কালেক্টরীতে দেখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি ক্রোম্‌লীন্‌ সাহেব শিলালিপ্যোক্ত অব্দটী

মৃত্তিকা খননে স্তূপীকৃত ঘোড়ার পুতুলপূর্ণ একটি পীরের আস্তানা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সম্প্রতি জনৈক কৃষক অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের প্রস্তরগোলক প্রাপ্ত হইয়াছিল,—তাহার কয়েকটি লেখকের নিকট রক্ষিত আছে। জানিনা এই সমস্ত প্রস্তরের গোলা সে সময় কামানে ব্যবহৃত হইত কিনা

এই পুস্তক প্রণয়ন-সম্বন্ধে আমি বহু ব্যক্তির সাহায্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। ইহাদিগের ঋণ অপরিশোধ্য। ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিক-সম্রাট্ 'রয়াল সোসাইটি'র মনোনীত সদস্য পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম. এ. পি. আর. এস্, সি. আই. ই. মহাশয় এই অযোগ্য গ্রন্থকারের প্রতি যে স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহারই কৃপায় 'বহারিস্তান', 'মরকৎ-ই-হাসান' ও 'পাদিশাহ্ নামা' প্রভৃতি দুর্লভ ফার্সী হস্তলিপি হইতে হিজলী সম্বন্ধীয় কতিপয় বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি। হিজলীর হস্তলিখিত ফার্সী ইতিহাসের মর্মানুবাদ তাঁহার দ্বারা পরিদৃষ্ট ও পরীক্ষিত হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহপূর্বক হিজলীর ধারাবাহিক রাজাগণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্রে আলোচনা করিয়া এ দীনের সিদ্ধান্তই অনুমোদন করিয়াছেন; —শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার তাঁহার সযত্ন পরিদর্শনে সংশোধিত হইয়াছে। তিনিই অনুগ্রহপূর্বক প্যারিসের Bibliotheque Natfonale নামক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত 'বহারিস্তান' নামক সুদুর্লভ ফার্সী হস্তলিপির একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার আলোকচিত্রানুলিপি (Photograph) এই পুস্তকের জন্য ব্লক্ করিতে প্রদান করিয়াছেন। ফার্সী নামগুলির বিশুদ্ধ অনুলিখনে (transliteration) এই মহাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহার নিকট আমি নানা উপদেশ ও সাহায্যলাভে অশেষ প্রকারে ঋণী। 'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থ প্রণেতা ও প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে পাটনা কলেজে আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপক মৌলভী শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাদুর মুহম্মদ্ ইয়াসীন্ মহোদয় সযত্নে আমার সংগৃহীত শিলালেখগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে আমার অধ্যয়নের জন্য ডাকযোগে পুস্তক পাঠাইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট বহু প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছে; তিনি অনুগ্রহপূর্বক কয়েকটি প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে আমার আবশ্যকীয় কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া বিশেষ

আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' ব্যবহৃত হিজলীর মসজিদ্ ও প্রস্তরলিপির ব্লক্ দুইখানি এই পুস্তকে মুদ্রণার্থে প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইয়াছি। ইঁহাদের সকলের নিকটেই আমি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

কলিকাতা রাজকীয় গ্রন্থশালার (Imperial Library) মাননীয় গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, এ চ্যাপ্‌ম্যান মহোদয় আমাকে আবশ্যকীয় গ্রন্থাদি ডাকযোগে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া আমার এই রুগ্নভগ্ন শরীরে ইতিহাসচর্চা ও এই গ্রন্থপ্রণয়নের যথেষ্ট সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাসে' প্রকাশিত দুইটি চিত্রের ব্লক্ এই পুস্তকে ব্যবহারার্থে প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। মেদিনীপুর শহরের মহাতাপ্‌পুর পল্লীর অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পরলোকগত মৌলবী মুহম্মদ্ সমীন্ উদ্দীন্ মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক হিজলীর খাজা শিব্‌লীর মস্‌জিদের শিলালিপিখানির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। কাঁথির অবসরপ্রাপ্ত খাসমহলের সব্ ম্যানেজার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বসু' মহাশয়ের নিকট এই শিলালিপিখানির মেদিনীপুর শহরে নীত হইবার সন্ধান অবগত হইয়াছিলাম।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত অধিকাংশ ছবির আলোকচিত্র মেদিনীপুর সুব্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ জানা ও কাঁথির বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সতীকিঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়গণ যথেষ্ট শ্রমস্বীকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে —এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট সবিশেষ ঋণী। আমার সকল উদ্দেশ্যের অকৃত্রিম সহায়ভাবক অগ্রজপ্রতিম চরস্নেহশীল কাঁথির লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি, এল, মহাশয় আমাকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ পাত্র, শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ করণ শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ পাত্র ও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মণ্ডল প্রভৃতি স্নেহাস্পদগণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকার্যে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র চৌধুরীর নিকট মানচিত্র অঙ্কনে সাহায্য পাইয়াছি। য়ুনিভার্সিটি কলেজের ছাত্র, খুলনাবাসী উদীয়মান যুবক শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ, এই পুস্তক সঙ্কলন ও মুদ্রণাদি নানা বিষয়ে প্রকারে অবিশ্রান্ত সাহায্য করিয়াছেন। আশুতোষ কলেজের প্রতিভাবান্ চিত্রকলা নিপুণ ছাত্র শ্রীমান্ পাঁচকড়ি রায় মণ্ডল এই পুস্তক মুদ্রণবিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার

নহে। প্রায় সমস্ত প্রুফ্‌গুলি ইনি দেখিয়াছেন, মানচিত্রগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। মেদিনীপুর জিলার পলাশপুর নিবাসী পরলোকগত মৌলবী সৈয়দ্‌. শেহা মুহ্‌ম্মদ্‌ আবুল হসন্‌ সাহিব্‌ হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। মস্‌নদ্‌-ই-আলার ইতিবৃত্ত প্রকাশে এই ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধের অফুরন্ত উৎসাহ ছিল।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। হিজলীর মস্‌নদ্‌-ই-আলার মস্‌জিদ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৮৬৪খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার জলপ্রবাহ যাহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই,—মস্‌জিদ-সংলগ্ন সেই ইঁদারাটি সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ বায়ুতে উড্ডিয়মান প্রতিবন্ধকবিহীন বালুকারাশি মস্‌জিদের পশ্চাদ্দেশে স্তূপীকৃত হইয়াছে,—অচিরে ইহা মস্‌জিদটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। নিকটস্থ ইমাম্‌ হুসেনের আস্তানাটি ইতিমধ্যেই বালুকা-সমাধিলাভ করিয়াছে। উহার গুম্বজস্থ সূচ্যগ্র লৌহদণ্ডটির কিয়দংশমাত্র এখন দৃষ্টিপথে বর্তমান। দূরাগত ফকীর ও দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের জন্য যে 'মোশাফির্‌ খানা' বা অতিথিশালাদি ছিল, তাহা কয়েক বৎসর পূর্বে ভূমিসাৎ হইয়াছে। মস্‌জিদের ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি খাদিমগণের নিকট ন্যস্ত আছে। বর্তমান খাদিম সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি; মস্‌জিদের পূজার আয়ও নিতান্ত অল্প নহে বলিয়া শুনিয়াছি। সুতরাং ইঁহারা একটু যত্ন ও স্বার্থত্যাগ করিলে এই প্রাচীন কৃতিটি আশু বিনাশের পথ হইতে রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ক্ষেমানন্দ কুটির
ভাঙ্গনমারি, পোঃ জনকা, মেদিনীপুর
১লা বৈশাখ, ১৩৩৩।
(April. 1926)

শ্রীমহেন্দ্র নাথ করণ

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার একটী গ্রাম হিজলী, রসুলপুর নদীর মোহনার নিকটবর্ত্তী। ইহার উত্তরে ২১°৪৭′৩০″ ও ২১°৪৮′২১″ এবং পূর্ব্বে ৮৭°৫৩′১৪″ ও ৮৭°৫৪′২২″ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম 'নিজ কস্‌বা'। ফার্সী 'কস্‌বা' অর্থে শহর। এই স্থানে পূর্ব্বে হিজলী শহরের অবস্থান ছিল। এককালে 'হিজলী' নাম অতি বিখ্যাত ছিল;—মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ চাক্‌লা বা জেলা হিজলী নামে অভিহিত হইত। লোকে এখনও কাঁথি অপেক্ষা 'হিজলী-কাঁথি'র সহিতই অধিক পরিচিত। হিজলী গ্রাম এককালে তাজ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই আলার

হিজলী

---

* পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসিত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন, "মস্‌নদ্‌-ই-আলাই ব্যাকরণসঙ্গত শব্দ,—অর্থ 'যাহার আসন উচ্চ,'—যেমন শাহজহানের উপাধি 'আলা হজরৎ' ছিল। 'আলী' ব্যক্তি বিশেষের নাম,—যদিও তাহাও ঐ মূল শব্দ হইতে আগত। আরবীতে আলী এবং আলা প্রায় একরূপে লিখিত হইলেও দ্বিতীয় শব্দটি যে আকারান্ত (ইকারান্ত নহে) তাহা বুঝাইবার জন্য উহার "ঈ"র উপর আকারের মাত্রা টানা হয়। 'আলা' বিশেষণের আকার,—'আলী' নহে।" *cf.* Sarkar's *History of Aurangzib, ch. xxxv. p. 307*—"The Guru was treated as a temporal king and girt round by a body of courtiers and ministers called *masnads*, which is the Hindi corruption of the title *masnad-i-ala* borne by nobles under the Pathan Sultans of Delhi"

রাজধানী ছিল। এখনও এখানে তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার মস্জিদ্ ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান।

হিজলীর মসৃজিদ্-ই-আলা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ অনেক ভ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই মসৃনদ-ই-আলার প্রকৃত নাম ও আবির্ভাবকাল উভয় বিষয়েই স্বদেশীয়ও বিদেশীয়ও ইতিবৃত্ত লেখকগণ নানারূপ ভ্রম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিজলীর মসৃনদ্-ই-আলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভ্রম

হিজলীর মসৃনদ্-ই-আলার সর্ব প্রথম বিবরণ বোধ হয়—১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে সদর বোর্ড্ অব্ রেভিনিউর নিকট হিজলীর * তদানীন্তন কালেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রোম্লীন্ (Crommelin) সাহেবের একখানি পত্রে প্রকাশিত হয়। যতদুর জানা যায়,—ইংরাজদের সরকারী কাগজ-পত্র বা ইতিহাসাদিতে ইহার পুর্বে হিজলীর মসৃনদ্-ই-আলা সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না। ক্রোম্লীন্ সাহেব হিজলীর মসৃজিদের 'খাদিম্' বা সেবকের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পত্রখানির মর্ম এই :—

ক্রোম্লানের পত্র

* বৈদেশিকগণের স্ব স্ব ভাষাসুলভ উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহাদিগের গ্রন্থাদিতে হিজলী নামের ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিলক্ষিত হয়,—যথা—গ্যাস্টল্ডি Ingili ; ডি ব্যারো, পাচ্চা ও ডি লেট—Angeli ; ম্যান্রিক্-Angelim ; ক্রোমোয়লী-Angelino ; ভ্যান্ডেন্ব্রুক্-Hingeli ; ক্ল্যাভেন্-Angelin ; র‍্যাল্ফ্ফীচ্-Angeli : জর্জ্হিরোণ-Kedgeli ; বৌরী-Ingilee ; ওয়ারেন ও উড—Ingeily ; হেজেস্, রেণেল্, অর্ম্ম্ ও সেটন্কার—Ingelee ; লং ও হ্যামিল্টন্—Ingelie ; চার্ণক্—Hidgley ; ১৭০৩ সালের নাবিকদিগের মানচিত্রে-Kedgelie ; গ্র্যাণ্ট্-Hidgelee ; ষ্টুয়ার্ট্—Injelee ইত্যাদি—*Hobson-Jobson s. v. Hidgelee,—Midnapore District Gazetteer p. 191* প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হিজলী জেলা ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। vide Govt. Order, dated 1st Sept . 1834.

"হিজলীতে মসনদ্-ই-আলী শাহ্ অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিকন্দর পালোয়ান্ বিলায়তী* ৯১২ ও ৯৫২সালের (খ্রীষ্টাব্দ ১৫০৫ ও ১৫৪৫) মধ্যবর্ত্তী সময়ে সমগ্র হিজলী জেলা বিজিত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। কারণ তিনি ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন,—যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল না। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ রাজশক্তির সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্বক বিলায়তী ৯৬৩ সালে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) এই জেলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভীমসেন মহাপাত্র নামক তাঁহার এক দেওয়ান্ ছিলেন,—তিনি তাঁহার পিতার সময় হইতে এই কার্য করিতেন। এই ব্যক্তির কৃষ্ণ পণ্ডা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পাচক এবং ঈশ্বরী পট্টনায়ক নামক জনৈক সরকার ছিল। ভীমসেন মহাপাত্র বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সমুদয় পরিবার-বর্গের সহিত বাহিরিমুঠার একটী পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর এই কৃষ্ণ পণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক মসনদ্ আলীর জামাতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজার নিকট বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। বাহাদুর এই সূত্রে বিলায়তী ৯৭০ সালে (১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) কারারুদ্ধ হইলে জাইন্ খাঁ হিজলীর আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু বাহাদুর কারামুক্ত হইয়া স্বক্ষমতায় পুনরুদ্ধার পূর্বক বিলায়তী ৯৮০ সালে (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) জাইন্‌কে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ৯৯০ সালে (১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) বাহাদুরের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণ পণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক স্ব স্ব প্রভাবে রাজার নিকট কতকগুলি পরগণার জমিদারী লাভ করেন। এইগুলি বর্ত্তমান জলামুঠা ও মাজনামুঠার জমিদারীভুক্ত।" †

* বিলায়তী বা আমলী সন উড়িষ্যায় প্রচলিত ; ভাদ্রমাসে নববর্ষারম্ভ হয়, ইহার তারিখ বাঙ্গালা তারিখের একদিন অগ্রগামী।

† Crommelin's (the Collector of Hidgelee) letter, dated 3rd October, 1812, as reproduced in Bayley's *Jellamootah Report (1844), p. 148 and Majnamootah Report (1844), pp. 302—303.*

উত্তরকালে এই কাহিনী কেহ অবিকল—কেহবা একটু পরিবর্তিত-ভাবে স্ব স্ব লিখিত ইতিহাসে স্থান দিয়াছেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত বেলী সাহেব (H. V. Bayley. Esq.) উপরোক্ত আখ্যান সম্পূর্ণ-গ্রহণ ব্যতীত পশ্চাল্লিখিত উক্তি অতিরিক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন ;—যথা,—

অন্যান্য লেখকগণের বিবরণ

সম্রাট্ রাজস্বপ্রদান ও বশ্যতা স্বীকারের জন্য মসনদ্-ই-আলার নিকট লোক প্রেরণ করিলে সিকন্দর শাহ্ সমস্ত লোককে বলেন—যদি তাহারা তাহাদের ছাগলকে তাঁহারই প্রক্রিয়া অনুযায়ী আহার করাইতে পারে,—তবে তাঁহার রাজস্বপ্রদানে বা বশ্যতাস্বীকারে আপত্তি নাই। সম্রাটের লোকগণ ইহাতে সম্মত হইলে তিনি একটি বৃহৎ ও উচ্চ বৃক্ষের শাখা অবনমিত করিয়া ছাগলের মুখের নিকট আহারার্থ ধরেন। ইহা দেখিয়া সম্রাটের লোকগণ মসনদ্-ই-আলাকে স্বাধীন স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। সিকন্দর কিস্‌মৎ শিবপুর ও কিস্‌মৎ পটাশপুর নামক দুইটি পরগণা মারাঠাদিগের নিকট বিজিত করিয়া ভ্রাতৃরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন বলিয়া কথিত আছে। * বেলী সাহেব মসনদ্-ই-আলার মস্‌জিদের লোকগণের নিকট শুনিয়াছিলেন—তিনি একটী পাহাড়ের (rock) উপর হইতে সমুদ্রে ঝম্পপ্রদানে প্রাণত্যাগ করেন।

* এই উক্তির কোনও ভিত্তি নাই। নবাব আলীবর্দিখাঁর সময়ে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা নাগপুরের ভোস্‌লেরাজার দেওয়ান ভাস্করপণ্ডিতের নেতৃত্বে চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহিসহ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়। মিঃ বেলীর উক্তি অনুসারে সিকন্দর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ব্যক্তি ; কিন্তু মারাঠারা দুইশত বৎসর পরে (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে) পটাশপুর অধিকার করিয়াছিল। এমন কি, প্রাগুক্ত সময়ে মারাঠারা উড়িষ্যায় পদার্পণই করে নাই,—পটাশপুর দখল ত দূরের কথা।

হাণ্টার ও ব্লকম্যান্ সাহেব মিঃ বেলীর উক্তিরই অবিকল অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।* ইম্পিরীয়াল্ গেজেটীয়ার ও উইল্‌সন্ সাহেবের ঐতিহাসিক কাহিনীতে এই বৃত্তান্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে।† 'গৌড়ের ইতিহাস,' শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে মস্‌নদ্-ই-আলা সম্বন্ধীয় মিঃ বেলীর এই কাহিনীই আলোচিত হইয়াছে।‡ ইত্যাদি।

তারপর যশোহরের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্যের সহিত হিজলীর ইসাখাঁ মস্‌নদ্-আলী নামক কোনও ব্যক্তির যুদ্ধবিবরণ ৺রামরাম বসু মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—"রূপবসু নামে একজন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ তিঁহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলে যে কয়েদি বালকের দিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না বিনা রাজার পাগড়ী বদল বন্ধু দক্ষিণ দেশীয় রাজা ঈছা খাঁ মছন্দরী তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন মছন্দরী খেদান্বিত হইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্ত হইল।" §

ইসা খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলা।

---

* Hunter's *Statistical Account of Bengal*, vol. iii, *p. 199*; Blochmann's *Contribution to the Geography and History of Bengal. p. 17, Geographical and Historical notes by* the same author in Hunter's *S. A. B., vol. i, p. 386.*

† *Imperial Gazetteer, vol. xiii. p. 116.* Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol. i, p. 105.*

‡ গৌড়ের ইতিহাস—(নবাবী আমল), রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—১২১ পৃঃ; প্রতাপাদিত্য, ১২৩ পৃঃ।

§ প্রতাপাদিত্য—সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী। এই ঈছাখাঁ বিক্রমপুর ভাটির জমিদার।

উত্তরকালে এই কাহিনী কেহ অবিকল—কেহবা একটু পরিবর্তিত-ভাবে স্ব স্ব লিখিত ইতিহাসে স্থান দিয়াছেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত বেলী সাহেব (H. V. Bayley. Esq.) উপরোক্ত আখ্যান সম্পূর্ণ-গ্রহণ ব্যতীত পশ্চাল্লিখিত উক্তি অতিরিক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন ;—যথা,—সম্রাট্ রাজস্বপ্রদান ও বশ্যতা স্বীকারের জন্য মসনদ্-ই-আলার নিকট লোক প্রেরণ করিলে সিকন্দর শাহ্ সমস্ত লোককে বলেন—যদি তাহারা তাহাদের ছাগলকে তাঁহারই প্রক্রিয়া অনুযায়ী আহার করাইতে পারে,—তবে তাঁহার রাজস্বপ্রদানে বা বশ্যতাস্বীকারে আপত্তি নাই। সম্রাটের লোকগণ ইহাতে সম্মত হইলে তিনি একটি বৃহৎ ও উচ্চ বৃক্ষের শাখা অবনমিত করিয়া ছাগলের মুখের নিকট আহারার্থ ধরেন। ইহা দেখিয়া সম্রাটের লোকগণ মসনদ্-ই-আলাকে স্বাধীন স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। সিকন্দর কিসমৎ শিবপুর ও কিসমৎ পটাশপুর নামক দুইটি পরগণা মারাঠাদিগের নিকট বিজিত করিয়া ভ্রাতৃরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন বলিয়া কথিত আছে। * বেলী সাহেব মসনদ্-ই-আলার মসজিদের লোকগণের নিকট শুনিয়াছিলেন—তিনি একটী পাহাড়ের (rock) উপর হইতে সমুদ্রে ঝম্পপ্রদানে প্রাণত্যাগ করেন।

অন্যান্য লেখকগণের বিবরণ

* এই উক্তির কোনও ভিত্তি নাই। নবাব আলীবর্দিখাঁর সময়ে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা নাগপুরের ভোস্‌লেরাজার দেওয়ান ভাস্করপণ্ডিতের নেতৃত্বে চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহিসহ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়। মিঃ বেলীর উক্তি অনুসারে সিকন্দর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ব্যক্তি ; কিন্তু মারাঠারা দুইশত বৎসর পরে (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে) পটাশপুর অধিকার করিয়াছিল। এমন কি, প্রাগুক্ত সময়ে মারাঠারা উড়িষ্যায় পদার্পণই করে নাই,—পটাশপুর দখল ত দূরের কথা।

হান্টার ও ব্লক্‌ম্যান্‌ সাহেব মিঃ বেলীর উক্তিরই অবিকল অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।* ইম্পিরীয়াল্‌ গেজেটীয়ার ও উইল্‌সন্‌ সাহেবের ঐতিহাসিক কাহিনীতে এই বৃত্তান্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। † 'গৌড়ের ইতিহাস,' শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে মস্‌নদ্‌-ই-আলা সম্বন্ধীয় মিঃ বেলীর এই কাহিনীই আলোচিত হইয়াছে। ‡ ইত্যাদি।

ইসা খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা।

তারপর যশোহরের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্যের সহিত হিজলীর ইসাখাঁ মস্‌নদ্‌-আলী নামক কোনও ব্যক্তির যুদ্ধবিবরণ ৺রামরাম বসু মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—"রূপবসু নামে একজন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ তিঁহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলে যে কয়েদি বালকের দিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না বিনা রাজার পাগড়ী বদল বন্ধু দক্ষিণ দেশীয় রাজা ঈছা খাঁ মছন্দরী তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বক কহিলেন মছন্দরী খেদান্বিত হইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত হইল।" §

---

* Hunter's *Statistical Account of Bengal*, vol. iii, *p. 199*; Blochmann's *Contribution to the Geography and History of Bengal. p. 17, Geographical and Historical notes by* the same author in Hunter's *S. A. B., vol. i, p. 386.*

† *Imperial Gazetteer, vol. xiii. p. 116.* Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol. i, p. 105.*

‡ গৌড়ের ইতিহাস—(নবাবী আমল), রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—১২১ পৃঃ; প্রতাপাদিত্য, ১২৩ পৃঃ।

§ প্রতাপাদিত্য—সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী। এই ঈছাখাঁ বিক্রমপুর ভাটির জমিদার।

তৃতীয়

হিজলী দ্বীপের আধুনিকতা

বর্তমান হিজলী বা নিজকস্‌বা গ্রামে তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার মস্‌জিদাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দক্ষিণাংশে ম্যান্‌রিক্ বর্ণিত প্রায় নয় মাইল স্থান সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে, * এতৎসহ হিজলী রাজধানীর প্রায় সমুদয় অংশ লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের বা ভাগীরথীর মোহানার ঠিক তীরদেশেই তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার স্মৃতির একমাত্র ক্ষীণ রশ্মি তাঁহার সংস্থাপিত মস্‌জিদ্‌টী বর্তমান। এই হিজলী গ্রামের কতকাংশ অরণ্যসংকুল এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টকরাশিতে পরিপূর্ণ। হিজলী দ্বীপের জীবন-নাট্য অতি সংক্ষিপ্ত; প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ভূত হইয়া—অচিরেই নগরী ও রাজধানীর যৌবনশ্রী সম্ভোগ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহার শ্রীসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়াছিল; † সমুদ্রের বুভুক্ষু তরঙ্গ আবার হিজলীকে ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। পোর্তুগীজ ও মগদস্যু-দিগের অত্যাচারে হিজলীরাজধানীর ক্ষীণ অবশেষ জনশূন্য হইয়া পড়ে। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাজ খাঁ বংশকর্তৃক অধ্যুষিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে, কস্‌বাহিজলী নামক শহর যে কেবল ধীবর-পল্লী ও

ষোড়শ শতাব্দীতে হিজলী দ্বীপের অবস্থা

* এই নয় মাইলের কতকাংশ সমুদ্রতীরবর্তী চর ভূমি হইতে পারে, কারণ এই চরের নিকটে ম্যান্‌রিক্ উঠিয়াছিলেন।

† সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জব চার্ণকের হিজলী-অভিযান সময়ে ও (১৬৮৭-৮৮) হিজলী আদ্রতার জন্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় বাহাদুর খাঁর পতনের পর ২৬ বৎসর মাত্র হইলেও তখন ইহার সে শোভাসম্পদ্ ছিল না। Wilson's *Early Annals of the English in Bengal*, vol. i, pp. 103-111

অরণ্যভূমি ছিল—তাহা ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত রহিয়াছে। অন্যত্রও ইহার সমর্থক বিবরণ পাওয়া যায়; রামপুর রাজ্যের নবাবের লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'মরকৎ-ই-হাসান' নামক হস্তলিখিত ফার্সী গ্রন্থে উক্ত আছে যে, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর জমিদার বাহাদুর বিদ্রোহী হইলে উড়িষ্যার শাসনকর্তা খান্-ই-দৌরাণ্ হিজলী জলাভূমি বলিয়া পথঘাট সম্পূর্ণ শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত হিজলীতে যুদ্ধাভিযান স্থগিত রাখিয়াছিলেন।* সুতরাং ইহার দেড়শত বৎসর পূর্বে যে হিজলীর অবস্থা আরও মন্দ ছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।† প্রত্যুতপক্ষে হিজলী ভাগীরথীর পলিতে ব-দ্বীপ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মনুষ্যবাসোপযোগী ও স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

ডি ব্যারোর মানচিত্রে (১৫৫৩) বর্তমান কসবাহিজলী পরগণা স্থানে একটী দ্বীপ উৎপন্ন হইতেছে ইহাই সূচিত হইয়াছে। ব্লেভের মানচিত্রেও (১৬৬০) হিজলী দ্বীপাকারে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। ভ্যাণ্ডেনব্রুক্ (প্রায় ১৬৬০) ও বৌরির (১৬৮৭)‡ মানচিত্রে হিজলী ও খেজুরী দুইটী স্বতন্ত্র দ্বীপরূপে চিহ্নিত আছে। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের জর্জ হিরোণের

সমসাময়িক মানচিত্রে
হিজলী দ্বীপ

* "The other Zemiuders report that the country of Hijili is now covered with mud and water, and not to speak of cavalry, even foot-soldiers can not traverse it. After a time when the roads of the districts become dry again, the campaign should be opened." J. N. Sarkar's '*Studies in Mughal India*,' *p.* 206.

† —"the low marshy lands of Hijilee, anciently called Batty, as being in a great part subject to the over-flowing of the tide." Grant's *Analysis, Fifth Report, vol. ii, p.* 179.

‡ Bowrey's chart of the Hughli River in his '*A Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal*', **Appendix.**

মানচিত্রেও এই দুইটী দ্বীপ স্পষ্টই বর্তমান দেখা যায়। * ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের ন্যাবিকের মানচিত্রে এই দুইটী দ্বীপ অঙ্কিত আছে। † ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের হুইট্‌চার্চের ‡ এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের বোল্টের মানচিত্রে § এই দুইটী দ্বীপের অবস্থান দৃষ্ট হয়। একটি ক্ষুদ্র নদীধারা এই দ্বীপ-দ্বয় স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ॥ যাহা হউক, ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে দ্বীপের উৎপত্তি সূচিত হয়,—১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মনুষ্যবাসোপযোগী ছিল না ইহা সহজেই সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানকালে হিজলীর দক্ষিণাংশে ভাগীরথীর মোহানার নিকট বঙ্গোপসাগরের গর্ভে এক সুবৃহৎ চর উৎপন্ন হইতেছে, ইতিমধ্যে ইহাতে বৃক্ষাদিও জন্মিয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে যে উহা মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়া স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইবে ও বঙ্গদেশের আয়তনবৃদ্ধি করিবে তাহা বেশ মনে হয়। সুদূর ঐতি-হাসিক যুগে বঙ্গোপসাগর তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের সন্নিহিত ছিল; ††

* The chart of Goerge Heron of 'Pt. Palmyras to Hughly in the Bay of Bengal' in *Hedges' Diary*, **vol. iii, Appendix**.

† *Midnapore Dt Cazetteer, p.* 9.

‡ Whitchurch's Map of Bengal from actual survey, reproduced by Captain Melville in Surveyor General's Office, Calcutta, May, 1866

§ *Midnapore Dt, Gazetteer, p.* 9.

॥ ইহাই বর্তমান কুঞ্জপুর খাল। "The Kunjapur khal was then a deep broad stream which completely cut off Khajri and Hijili from main land" Wilson's *Early Annals, vol. i, p.* 109. "—possibly the khal follows the line of the old branch which made Hijili an island". A. K. Jameson's *Final Report on the survey and settlement of Midnapore, p. 6.*

†† প্রাচীনকালে তমলুকের সমুদ্র-সন্নিধি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালি-মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে, ৩০৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রতীরবর্তী তমলুক

পরে ক্রমান্বয়ে এইরূপ দ্বীপাবলী গঠিত হইয়া মহিষাদল, গুমগড়, দোরো, কেওড়ামাল ও হিজলী পরগণার সৃষ্টি করিয়াছে। এই দ্বীপগুলিকে দেশভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারক জলস্রোতের আভাস এখনও নদী বা খালরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এখন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক সমুদ্র হইতে বহুদূর ব্যবধানে অবস্থিত। আমরা মসনদ্-ই-আলা সম্বন্ধীয় যে ফার্সী হস্তলিপির কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি,—তাহাতে দেখা যায়, যে প্রথম মসনদ্-ই-আলার পিতামহ রহ্‌মৎ (ইখ্‌তিয়ার খাঁ) ভ্রাতার ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া গুমগড়ে * সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হন। গুমগড় পরগণা হিজলী পরগণার অদূর-উত্তরবর্তী ; ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, হিজলী দ্বীপ বা পরগণা সে সময় বঙ্গোপসাগরের চর মাত্র ছিল, এবং গুমগড় পরগণা দেশভাগের সর্বশেষ প্রান্ত অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের কূলবর্তী ভাগীরথীর মোহনামুখে অবস্থিত ছিল। তখনও (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) হিজলী মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়া উঠে নাই।

বন্দর হইতে অর্ণবপোতে মহাবোধিদ্রুমের শাখা বুদ্ধ গয়া হইতে আনীত হইয়া সিংহলে প্রেরিত হয়। ইউয়ান্ চুয়াং বলিয়াছেন, "তাম্রলিপ্ত রাজ্যের তটভূমি সমুদ্রের সহিত মিলিত,—বস্তুতঃ তাম্রলিপ্ত উপসাগরের তীরে অবস্থিত।" শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, "প্রাচীন ভারত", ২৮৪ পৃঃ। ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরবর্তী, ও একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণে ও বামে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ বর্তমান ছিল।

* গুমগড় = গুপ্তগড় ? রহ্‌মতের পলায়ন দ্বারা আত্মগোপনের সহিত 'গুমগড়' নামের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না বিবেচ্য। গুমগড়ে কোনও রূপ গড় অর্থাৎ পরিখা প্রাকারাদি বেষ্টিত স্থানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। 'গুম্‌ঘর' (গুপ্ত গৃহ) হইতে ইহার উদ্ভব কি না কে জানে! গুমগড়ে গড়বেড়িয়া ও গড়চক্রবেড়িয়া নামক দুইটী গ্রাম দৃষ্ট হয় ;—গড়চক্রবেড়িয়া গড়ের ন্যায় বাঁশ-জঙ্গল বেষ্টিত।

১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে মস্‌নদ্-ই-আলার হিজলীতে আবির্ভাব-কল্পনার আরও একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে,—

মালজেঠিয়া দণ্ডপাট

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে * আমরা জানিতে পারি—শ্রীচৈতন্যের প্রিয় শিষ্য রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ক মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন। 'আইন-ই-আক্‌বরী'তে† উক্ত জলেশ্বরে সরকারের অন্তর্ভুক্ত মালজেঠিয়া মহালের কতকাংশই তদানীন্তন হিজলী। ‡ গোপীনাথ দুই লক্ষ কাহন কড়ি § বাকি রাজস্বের জন্য মহারাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় শিষ্যবর্গের চেষ্টায় তিনি পরিত্রাণ পাইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত হন। উড়িষ্যার সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ

---

* "গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই। সর্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই॥
মালজাঠা দণ্ড পাঠে তার অধিকার। সাধি পড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঁই বাকি হৈল। দু'লক্ষ কাহন কড়ি রাজা ত' মাগিল॥

* * * * * *

কৌড়ি নাহি দিবে এই ঘোড়া ছদ্ম করি। আজ্ঞা কর চাঙে চঢ়াইয়া লই কৌড়ি॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—অন্ত্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

† Jarret, *Ain*, *II*, *p*. 143.

‡ *J A. S. B.*, 1900, *p*. 186.

"—the mahal of Maljhata which probably extended from the river Haldi to the boundary of Contai thana finds entry in the Ain-i Akbari". *Midnapore Dt Gazetteer p*. 188.

"Malchhata or Maljikta—portions of Hijili, the tract on the sea-coast of Midnapore from the mouth of the Rasulpur River to the Rupnarayan". *J A. S.B.*, 1916, *p*. 54.

§ এশিয়ার দক্ষিণাংশ এবং আফ্রিকার কোনও কোনও প্রদেশে মুদ্রারূপে কড়ির ব্যবহার ছিল। এদেশে পূর্বে রাজকর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে কড়ি প্রচলিত হইত।

পর্যন্ত রাজত্ব করেন। * সুতরাং এতদ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলমান কর্তৃক এ প্রদেশ বিজিত হয় নাই—ইহা বেশ সিদ্ধান্ত করা যায়। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় সুলেমান্ কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার তদানীন্তন হিন্দুরাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়া এই প্রদেশে সর্বপ্রথম মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। † ইহার পূর্বে উড়িষ্যায় মুসলমান সংশ্রব ছিল না। মুকুন্দদেবের রাজ্য উত্তর দিকে ত্রেবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হিজলীতে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনও মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়া অতীব অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। ‡

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস—২য় ভাগ, শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১৯ পৃঃ।

† J. A. S. B., Old series, vol. lxix, 1900, Part I, *p.* 186.

Cf. "দক্ষিণপশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, মেদিনীপুরের কিয়দংশ ও হিজলী বহুকাল উড়িষ্যার হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। পাঠান শাসনের শেষ দশায় সুলেমান কররাণীর সময়ে কালাপাহাড়ের কৃতিত্বে উড়িষ্যার সহিত এই ভূভাগ পাঠান-অধিকারে আসিয়াছিল।"—
মধ্যযুগে বাঙ্গালা—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১ পৃঃ।

‡ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পাঠানেরা কয়েকবার উড়িষ্যা আক্রমণের নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুলতান্ গিয়াস্-উদ্দীন্ প্রথমতঃ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ আক্রমণ শুধু লুণ্ঠনে পর্যবসিত হইয়াছিল, (বাঙ্গালীর বল,—শ্রী রাজেন্দ্রলাল আচার্য, ১৩৬ পৃঃ)। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে ইজুদ্দীন্ তোগ্রল্ তোঘান্ খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন (*Tabakat-i-Nasiri. vol. ii. p. 138*)। ইহার কয়েক বৎসর পরে মালিক্ ইখ্তিয়ার উদ্দীন্ য়ুজ্বক্ দুইবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া দুইটি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে,—কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। চতুর্থ আক্রমণে ইখ্তিয়ার উদ্দীন্ কর্তৃক উড়িষ্যার রাজধানী অধিকারের বিষয় জানা যায় (*Ibid, p.* 763). কিন্তু এ অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইহার পর মুগীশ-উদ্দীন্ তোগ্রল্ (১২৭৮-৮২), উলূগ্ খাঁ (১৩২৪) ও শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ্ (১৩৩৯-৫৮) কর্তৃক জাজনগর বা উড়িষ্যা আক্রমণের অল্পবিস্তর বৃত্তান্ত

ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত হইয়াছে, তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার পিতামহ রহ্মৎ হিজল গাছের প্রাচুর্য দেখিয়া নিজ রাজ্যের নাম 'হিজলী' রাখিয়াছিলেন।

'হিজলী' নামের উৎপত্তি

হিজল গাছ হইতে হিজলীর নামকরণ সম্ভব হইতে পারে ; * কিন্তু ইহা জনপ্রবাদ। রহ্মৎ বা ইখ্তিয়ার খাঁর রাজত্বের পূর্বেও ইহার 'হিজলী' নামের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই হিজলী কেবলমাত্র 'হিজলী দ্বীপকে' বুঝাইত না, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব অংশকে হিজলী বলা হইত। র‍্যাল্ফ্ফীচ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমনকাহিনীতে উক্ত হইয়াছে—'পোর্টো পিকুইনো' † হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে 'অঞ্জেলি' (হিজলি) নামক পোতাশ্রয় আছে ;—ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। ইহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, এবং এই রাজ্যের নরপতি বৈদেশিকগণের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন। পরে ইহা নিকঠবর্তী পাঠান রাজ কর্তৃক

পাওয়া যায় (*Elliot's History of India, vol. iii, p.* **112**; রাখালবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস—২য়, ৯৭ পৃঃ; *Riaz-us*-salatin, *p. 99*)। ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়ের সুলতান্ আলাউদ্দীন্ হুশেন শাহ্ কর্তৃক উড়িষ্যার সীমান্ত হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা আক্রান্ত ও অল্পকালের জন্য অধিকৃত হইয়াছিল বটে,—কিন্তু দামোদরের উত্তরে মুসলমানেরা গমন করেন নাই (*Midnapore Dt. Gazetteer, pp.* 21-22; cf. Hunter's *Orissa, vol. ii, p.* 10)। ঐতিহাসিক ৺রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন—হুশেনশাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃঃ)।

* cf. "—evergreen Indian oak from which Hijili is said to take its name." Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol. i, p.* 105. কিন্তু বর্তমান সময়ে হিজলীতে হিজল গাছ দেখা যায় না।

† পোর্তুগীজেরা হুগলীকে 'পোর্টো পিকুইনো' অর্থাৎ ক্ষুদ্র বন্দর এবং চট্টগ্রামকে 'পোর্টো গ্রাণ্ডো' বা বৃহৎবন্দর বলিত।

অধিকৃত হয়। ইহা অধিক দিন পাঠানরাজের অধিকারভুক্ত ছিল না; কারণ ইহা আগ্রা, দিল্লী ও কাম্বের অধিপতি জেলালুদ্দিন আকবরের অধীনস্থ হয়।" * ফীচেরও পূর্বে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমসাময়িক ভ্রমণকারী ডি ব্যারোর কাহিনীতে হিজলীর নাম পাওয়া যায়। † ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত গ্যাস্‌টল্ডীর মানচিত্রে হিজলী আছে। কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতি পুঁথিতে আছে,—মুকুট রায়ের সেনাপতি সুন্দরবনের শাসনকর্তা দক্ষিণ রায়ের সহিত বড়খাঁন্ গাজির যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে হিজলী হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৬শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীতে" হিজলীর নাম দৃষ্ট হয় এই সমস্ত

* J. Horton Ryley's *Ralph Fitch*, London, Unwin, 1899, *pp*. 113-114.

† "The first of these rivers (from the E. side of the Ghaut) rises from two sources to the coast of Chaul, about 15 leagues distant and in an altitude of 18 to 19 degrees. The river from the most northerly of these sources is called Crushna and this river discharges into illustrious stream of the Ganges between the two places called Angeli and Pichalda in about 22 degrees." *Barros*. 1. *ix-i*.

প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ 'দিগ্বিজয়প্রকাশে' হিজলী 'হৈজল' বলিয়া কথিত হইয়াছে,—যথা 'মণ্ডলঘট্ট দক্ষিণেচ হৈজলস্তু চহ্যন্তরে। তাম্রলিপ্তাখ্য দেশশ্চ বণিজানাং নিবাসভূঃ॥ ৪৪' এই পুস্তক কবিরাম কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর 'দেশাবলীবিবৃতি' প্রভৃতি পুস্তকাবলম্বনে সঙ্কলিত। 'দেশাবলীবিবৃতি'তে হিজলী 'হিজ্জল্' নামে উক্ত আছে বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। 'বিশ্বকোষে' হিজলী-প্রসঙ্গে তিনি তাহাই লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতির 'দেশাবলীবিবৃতি'র সময় ১৪০৬ বা ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ, এবং পরবর্তী জগমোহনের 'দেশাবলীবিবৃতি' সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত (সাহিত্য, ১৩২৭, অগ্রহায়ণ)। কোন্ 'দেশাবলীবিবৃতি'তে হিজ্জল্ আছে জানিতে পারি নাই।

ইখ্তিয়ারের রাজত্বের পূর্ববর্তী। হিজলীদ্বীপ বা বর্তমান কস্‌বা হিজলী পরগণার পশ্চিমাংশ চাক্‌লা বা জেলা হিজলীর সংলগ্ন সমুদ্রোদ্ভূত চর বলিয়া ইহার নামও 'হিজলী' হইয়াছিল ;—হয়ত' 'হিজলীর চড়া' নাম ক্রমে লোকবসবাসের যোগ্যতালাভের সহিত 'হিজলীতে' পরিণত হইয়াছে।

একটি গ্রাম্য কবির বা ফকিরের গানে এই সত্যই ইঙ্গিত করিতেছে—

"বন্দিব............করি কৃতাঞ্জলি
হিজলীর বন্দিব তাজ খাঁ মছন্দলি।
পেকাম্বর মোকান করিল যার হেটে
ফর্জন্দ পয়দা হৈল কেউটালের পেটে।
নাম তার তাজ খাঁ থুই পেকাম্বর
অধিকার দিল তার দরিয়া ডফর।
জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল
দশ যোজন দরিয়া হুকুমে পাছু হৈল।
পাতশাই পুত্রে দিয়া গেলা পেকাম্বর।"

(সুকুমার সেনের "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী"তে উদ্ধৃত)।

তৃতীয় অধ্যায়

তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলা বংশের পূর্ববর্তী হিজলীর রাজগণ

হিজলীর রাজাগণের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। মস্‌নদ্-ই-আলা বংশের পূর্ববর্তী হিজলীর যে সমস্ত রাজাগণের পরিচয় আমরা নানা সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, এই অধ্যায়ে তাঁহাদিগের উল্লেখ করিব। এই সমস্ত রাজা সম্বন্ধে আলোচনা তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার রাজত্বের আমাদিগের নিরূপিত সময়ের সত্যতাই সমর্থন করিবে। আলোচ্য হিজলী রাজগণের রাজত্বকাল সম্যক্ জানা যায় নাই, এজন্য কোনও খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবিশেষের সহিত তাঁহাদিগের রাজত্ব ঐ সময়ের নিকটবর্তী কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া ধরিয়াছি।

রাজা হরিদাস

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী তদীয় "গৌড়ের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার সুলতান "সিকন্দর সসৈন্যে হিজলী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।*" সিকন্দর্ শাহ ১৩৫৯ হইতে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন; সুতরাং এই ঘটনা এই সময়ের মধ্যে যে কোনও খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল মনে করিতে হয়। এই হরিদাস কে জানা যায় না। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাল্‌ফ্ ফীচের বর্ণনায় জানা যায়,—

* গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—৬০ পৃঃ; এই হরিদাস সম্বন্ধীয় বিবরণের প্রামাণিক জানা যায় না।

পাঠান অধিকারের পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।*
সম্ভবতঃ হরিদাস হিজলীর অন্যতম স্বাধীন রাজা। মাহিষ্যগণ তাঁহাদের সামাজিক পুস্তকে ইহাকে স্বসম্প্রদায়স্থ সুজামুঠা রাজবংশের আদি পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† ইহাদের মতে হরিচরণ দাস হিজলীর আদি রাজা 'মুকুন্দ দাস' হইতে একবিংশতিতম এবং সুজামুঠা রাজবংশে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুকুন্দ দাসের বংশীয় ৩৬ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন।† "মাহিষ্য বিবৃতি"কার প্রতি এক শত বৎসরে তিন পুরুষ বংশবিস্তৃতি গণনা করিয়াছেন। এই গণনা ঐতিহাসিক সম্মত। সিকন্দরের আক্রমণকাল হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচ শত বৎসরে ১৫ জন রাজার রাজত্বক্রম এই মতই সমর্থন করে। তাহা হইলে মুকুন্দ হইতে হরিচরণ দাস পর্যন্ত ২২ জন রাজার রাজত্বকাল সাত শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে 'হিজলীর রাজা মুকুন্দ দাসে'র রাজত্ব আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে সিদ্ধান্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ৩৬শ রাজা গোলকেন্দ্রর সময় ‡ হইতে গণনা করিলেও মুকুন্দ দাসের রাজত্ব ঠিক প্রাগুক্ত সময়েই ঘটে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীতে হিজলীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান্ চুয়াং তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী দৃষ্টে জানা যায় সে সময়ে তমলুক নিম্নভুমি ও সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর ছিল। ঐ সময়ে আগত অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং (I-tesing) এবং

* "It was a kingdom of itself, and the king a great friend to strangers, afterwards it was taken by the king of Patan wich was their neighbours". *J. Horton Ryley's Ralph Fitch, p.* 113.

† আর্য প্রভা, ১১৩ পৃঃ; মাহিষ্যবিবৃতি, ২১৪ পৃঃ; মাহিষ্য তত্ত্ব-বারিধি, ১৩৪ পৃঃ, প্রভৃতি। মাহিষ্যবিবৃতি, ৯৮ পৃঃ।

‡ গোলকেন্দ্র—১৮৭৩—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ;—আর্যপ্রভা, ১২৪ পৃঃ।

কোরিয়াবাসী হুই-লুঁ (Hwui-Lun) তমলুকের সমুদ্রকূলবর্ত্তিতারই সমর্থন করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বিষ্ণুপুরাণে তমলুকের সমুদ্রকূলে অবস্থিতির বিষয় লিখিত আছে। * এমন কি ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া গোপনে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন একথা কল্যাণী নগরের শিলালিপিতে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। † সুতরাং সুপ্রাচীন তমলুক রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী হিজলী রাজ্যে তখন সমুদ্র গর্ভেই নিহিত ছিল; পরবর্ত্তী যুগে ভাগীরথীর পলিতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজা মুকুন্দ দাসের বংশলতা-দৃষ্টে নবম রাজা নিতাইচরণ দাস ও একাদশ রাজা বেচারাম দাসের নাম পাওয়া যায়। ‡ এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ বংশ-বিস্তৃতি ধরিলে এই দুইজন রাজার রাজত্ব-কাল দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটে। কিন্তু 'নিতাই,' 'বেচারাম' প্রভৃতি আধুনিক দেশজ ও বিকৃতি উচ্চারণজ নাম এই সুদূর যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। 'নিতাই' নামের সৃষ্টি বোধ হয় শ্রীচৈতন্যীয়-যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, মাহিষ্যগণ ৮২২ শকাব্দে অর্থাৎ আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে আগমন করেন। §

---

* S. Beal's *Budhist Records of Western world, vol. ii, pp. 221.* 220. Cunningham—*Ancient Geography of India, p. 504.* "—তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেব রক্ষিতো রক্ষিষ্যতি,"-বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়।

† মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষন, ৮ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; ২৫৬ পৃঃ।

‡ আর্য্য প্রভা, ১১৮ পৃঃ।

§ "—tradition assigns their first appearance in the district of Midnapore to Sakabda 822".

Dist. Census Report of Midnapore, 1891, p. 4.

ইহা সত্য হইলে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে মুকুন্দ দাসের এ দেশের রাজারূপে বিদ্যমানতা সমর্থিত হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখরভূমি বা পঞ্চকোটের * রাজার প্রিয় কবি রামচন্দ্র 'পাণ্ডব দিগ্বিজয়' নামে একটি সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি ও জগমোহনের 'দেশাবলী বিবৃতি' এবং বিক্রমবিজ্জলের 'বিক্রমসাগর' নামক দেশবিবরণমূলক গ্রন্থাবলীর প্রবর্ধিত সংস্করণ।† ইহাতে তমলুকের রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে:—

তমলুক রাজ্য

ভীমাদেবীর প্রসাদে দেবদত্ত ‡ নামক ব্যক্তি তাম্রলিপ্তে রাজা হইয়াছিলেন, তৎপুত্র ধনদত্ত দশ কোটি মুদ্রার অধিস্বামী হইয়া তাম্রলিপ্তবাসীর আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। ধনদত্তেরপত্নী শিবানীর গর্ভে কুলিশ দত্তের জন্ম হয়; তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণরেখা-তীরবর্তী বালিশ (বালেশ্বর অথবা বালিশাহী?) ও কাশযোষ (কাশিযোড়া?) এই তিনটি প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন

* ব্লকম্যান সাহেবের মতে শেখরভূমের বর্তমান নাম শেরগড়—"Sikharbhum or Sergarh, the mahall to which Raniganj belongs." Blochmann's *Contributions to the Geography and History of Bengal, p. 16.*

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পচেট্ রাজ্য পঞ্চকোটের অপভ্রংশ।

† বিদ্যাপতি ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক, তৎপরে বিক্রমবিজ্জল; জগমোহন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক। সাহিত্য, ৩০শ বর্ষ, ৫৩৯পৃঃ।

‡ বিষ্ণু, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতিতে জানা যায়, দেবরক্ষিত ও তদ্বংশীয়গণ তাম্রলিপ্তাদি জনপদের রাজা হইবেন ("কোশলোড্র তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেব রক্ষিতো রক্ষিষ্যতি"—বিষ্ণু, ৪।২৪; "কোশলাংশ্চাড্র পৌণ্ড্রাংশ্চ তাম্রলিপ্তান সসাগরান। চম্পাঞ্চৈব পুরীং রম্যাং ভোক্ষ্যন্তি দেবরক্ষিতম্॥" বায়ু, ৯৯।৩৮৫)। 'হর্ষচরিতে' আছে—দেবাসুরক্তা দেবকী বিষচূর্ণচুম্বিত মকরন্দকর্ণেন্দীবর দ্বারা সুহ্মপতি দেবসেনকে বিনষ্ট করেন। তাম্রলিপ্ত সুহ্মের অন্তর্গত। তাম্রলিপ্তরাজ দেবদত্ত, দেবরক্ষিত ও দেবসেন হয়ত একই ব্যক্তি হইতে পারেন।

ছিল। কুলিশদত্তের অধস্তন একত্রিংশ পুরুষ পর্যন্ত যশোর সহিত তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর পরশুধার নামক চিত্রগুপ্ত-বংশীয় এক অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ কায়স্থ তাম্রলিপ্ত ও কাশযোরাদির রাজা হন। ইনি বহুদূর হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞকালে কৌশিকী নদীর তীরস্থ মাড়বপুর হইতে জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত সনাঢ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করেন। রাজা পরশুধার ব্রাহ্মণকে 'দূর দূর' করিয়া বিমুখ করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি কন্যা উৎপাদন করিয়াছ, আমি তাহাদের বিবাহে লক্ষ মুদ্রা কেন প্রদান করিব?" ব্রাহ্মণ ইহার পরও পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে রাজা মহাশয় তাঁহাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন:— অদ্য হইতে তাম্রলিপ্তের সমুদ্রে চড়া পড়িবে, ভূমি শস্যহীনা হইবে, লবণ উৎপাদিত হইবে না, কলির ৫৫০০০ বর্ষ শেষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, পরশুধারের বংশ নির্বংশ হইবে, ভীমাদেবী নিজ ধামে গমন করিবেন, অধিবাসিগণ অর্থ ও বলহীন হইবে ইত্যাদি। * তারপর, 'পাণ্ডব-দিগ্বিজয়' বা 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' পাঠে জানা যায়, তাম্রলিপ্তে গোপীচন্দ্র নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি

* দেবদত্তাদয়ঃ প্রায়াভাগ্যবন্তোহি তত্রবৈ।
তাম্রলিপ্তেমহীপত্যং প্রাপুর্ভীমাপ্রসাদতঃ ॥৭৪
দেবদত্তস্য পুত্রোহভূদ্ধনদত্তো মহীপতিঃ।
দশকোটিপতিভূত্বা ননন্দ তাম্রলিপ্তকে ॥৭৫
ধনদত্তস্য ভার্য্যায়াং শিবাখ্যাং তাম্রলিপ্তকে।
জাতকুলিশদত্তস্তু ত্রীণ্ দেশান্ প্রশশাস সঃ ॥৭৬
হুণংদিদেশং স্বর্ণরেখা তটিনী পার্শ্বতো নৃপ।
বালিশভূমিং মহীপঃ শাসনং কৃতবান্ স চ ॥৭৭
সমবাহী তটিনীপার্শ্বে বালিশ গ্রাম এবহি ॥৭৮
কাশযোষশ্চ দেবশ্চ পালিতস্তেনভূভৃতা ॥৭৯
কুলিশদত্তস্য বংশেষু একত্রিংশচ্চ পুরুষাঃ।
তাম্রলিপ্তং চভুক্তাহি জগ্মুস্তে যশোমন্দিরং ॥৮০

ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুখে ক্রোধে এক ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন করিলে ছত্রেশ্বরী অধোমুখী হইয়া থাকেন। কিছুদিন পরে রাজা গোপীচন্দ্র পাংগা ভূমিতে* গিয়া গঙ্গাসাগরের স্রোতে মন্ত্রেশ্বরের† কাছে সপরিবারে জলে ডুবিয়া যান। সেই সময়ে কাঁথির পশ্চিমে কাকড়

অতঃপরং চিত্রগুপ্তবংশে পরশুধারাখ্য সংজ্ঞকঃ।
জাত কায়স্থকুলে মতিমান্ চাঙ্কবিদ্যা বিশারদঃ ॥৮১
কাশগোষাদি দেশাংশ্চ পরশুধারো মহীপতিঃ।
শাসনং সংযতশ্চক্রে তাম্রলিপ্তি স্থিতঃ সচ ॥

* * * * * * *

অদ্য প্রভৃতি তাম্রলিপ্তে সমুদ্রোহি মমাজ্ঞয়া।
মধ্যে মধ্যে স্রোতসাচ পুরয়িষ্যতি ভূমিকাং ॥৯৭
শস্যহীনা বসুমতী ভবিষ্যতি হি দুর্মতে।
ক্ষারভূমিঃ ক্রিয়াহীনা নরাণাং শ্রীপদ প্রদা ॥৯৮
বিবৃদ্ধশ্চরসো নিত্যং শুষ্কো বদ্ধশ্চতে গলে।
মহান্ হ্রস্বশ্চ পঙ্গুশ্চ সর্বজন্তষু জায়তে ॥ ৯৯
স্কন্ধাবাররূপাচেয়ং কুভূপস্য সরিদ্বরা।
ভঞ্জনং নাশনং চাস্যাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১০০
ফলে বর্ষাণি যাস্যন্তি সহস্রাণি চ বৈ সদা।
বেদ সংখ্যানি বাণসংখ্যকানি শতানি চ ॥১০১
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তোহি ভাবিনঃ।
তব বংশাহি নির্বংশাভবিষ্যন্তি তদা খলু ॥১০২
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলহীনা ভাবিণো মনুজাঃ সদা ॥১০৩

—পাণ্ডব দিগ্বিজয় বা দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।

* পাংগাভূমি লবণ প্রস্তুত স্থানের নাম। পাংগা অর্থে গুঁড়া লবণ। হিজলী অঞ্চলে দেশজ লবণকে পাংগা লবণ বলিত। 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' আছে "মালবংগিকদেশাচ্চ দ্বাবিংশ যোজনত্রয়ে। পাংগাভূমি মধ্যভাগে লবণং বহুজীবতে ॥"৯০৪।

† শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আছে—শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তমযাত্রার পথে তমলুকে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রেশ্বরকুলে বিষ্ণুদর্শন করিয়া সুবর্ণরেখা পার হইয়া বারাসতে

দেশের কৈবর্ত রাজা এক হাজার কৈবর্ত সেনা সঙ্গে লইয়া তিন দিন ধরিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া পুড়াইয়া দিয়া যান।* সম্ভবতঃ অতঃপর তমলুকে মাহিষ্য-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশ চন্দ্র বসু অনুমান করেন—তমলুকের মাহিষ্য রাজবংশের স্থাপয়িতা কালুভূঞাই এই কৈবর্তরাজা, এবং কাকরাচোর পরগণাই কাকড় দেশ।† 'কাকরাচোর' যে কাকড়ঃচোরের পরিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'চৌর' উড়িষ্যার এক প্রকার দেশ বিভাগ। কালুভূঞা হইতে পঞ্চম রাজা ভাঙ্গড় ভূঞা রায় ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।‡ সুতরাং কালুভূঞা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুজামুঠার মাহিষ্যরাজবংশ তমলুক রাজবংশের পরবর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। এই সামাজিক ইতিবৃত্তগুলির মতে হিজলীর মসনদ্-ই-আলাই সমগ্র হিজলীরাজ্য জয় করিয়া হিজলীর মাহিষ্যরাজগণের নিরবিচ্ছিন্ন রাজত্বক্রম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা মসনদ্-ই-আলার পূর্বে করণজাতীয় হিন্দু এবং কয়েকটী মুসলমান রাজাকে হিজলীতে আধিপত্য করিতে দেখিতেছি। হিজলীর হরিচরণ দাসের ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রকৃত পরিচয় এইরূপ নানা কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

(বারাজিত ?) এ বৈষ্ণবাচার্য রসিকানন্দের জন্মভূমিতে পৌঁছিয়াছিলেন। এই গ্রাম ও পরগণা মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার বর্তমান রোহিনী গ্রামের ঠিক সম্মুখীন সুবর্ণরেখার পশ্চিম পারে অবস্থিত। [পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৯৫]। প্রথমোক্ত মন্ত্রেশ্বর কোথায় ? বর্ধমান জেলায় একটি মন্ত্রেশ্বর বা মন্তেশ্বর আছে,—কিন্ত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলোক্ত মন্ত্রেশ্বর সুবর্ণরেখার নিকটবর্তী।

* মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের ৪র্থ. বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

† মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১০০ পৃঃ।

Hunter's *Orissa, vol, i, pp.* 113-14, Hunter's *S, A, B., vol. iii, p.* 67 ; *Midnapore Dt. Gazetteer, p.* 225.

‡ Bayley's *Memoranda of Midnapore, p. 33.*

প্রতাপরুদ্রদেবের উড়িষ্যায় রাজত্বকালে (১৪৯৭—১৫৪০) রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন, ইতি-

গোপীনাথ পট্টনায়ক

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উড়িষ্যার রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে 'বিষি' (সংস্কৃত, বিষয়) নাম প্রদত্ত হইত। উহা একজন 'বিষয়ী'র অধীনে থাকিত। এই 'বিষি' স্থানভেদে 'খণ্ড,' 'ভুম,' 'চৌর' নামে অভিহিত হইত। কতকগুলি 'বিষি,' 'খণ্ড,' বা 'চৌর' মিলিয়া একটী দণ্ডপাট হইত অর্থাৎ দেশের কতকাংশ লইয়া একটী দণ্ডপাট অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত ভুক্তি' শব্দে যেরূপ প্রাচীন দেশবিভাগ বুঝাইত—ইহা ঠিক তদনুরূপ। উড়িষ্যার শ্রীমন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা পাঁজী' দৃষ্টে জানা যায়—সমগ্র উৎকল রাজ্য ৩১টী দণ্ডপাট ও ১১০টী 'বিষি'তে বিভক্ত ছিল। মালজেঠিয়া দণ্ডপাট রসুল্‌পুরের মোহানা হইতে রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী ভুমিকে বুঝাইত।* ইহা পরবর্তী হিজলী চাক্‌লার অধিকাংশ—সে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের লবণরাজস্ব হইতে পুরীর শ্রীমন্দিরে সাহায্য প্রদান করা হইত। গোপীনাথ পট্টনায়ক করণ-জাতীয়। গোপীনাথ রাজস্ব বাকীর জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যস্থতায় নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহা ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত হিজলী গোপীনাথ পট্টনায়ক বা তদ্বংশীয়গণের অধিকারে ছিল। ইঁহারা উড়িষ্যার সম্রাটের করদস্বরূপ ছিলেন।

* Rai Bahadur M. M Chakravarti's '*The Geography of Orissa in the sixteenth century.—J. A. S. B.; New. Series vol. xii,* 1916, no. 1.

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের 'বারভূঞা' পাঠে জানা যায়—

'খামার খাঁ'

পাঠানেরা উড়িষ্যা বিজয় করিয়া পট্টনায়ক বংশের পরিবর্তে 'খামার খাঁ' নামক পাঠানের উপর হিজলীর ভার অর্পণ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"হিজির ৯৭৬ সালে (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে) আকবর বাদ্‌শাহের বঙ্গাধিকারের প্রাক্কালে মোরাদ্ খাঁ কাক্‌সাল সুবেদার দায়ুদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারি * (তুকারাম বা তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে)। তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর খামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ, এবং সাতগাঁর মীরাজান্‌দাদ্ খাঁ সহজেই মোগলরাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে পর পাঠান কৎলু খাঁ একবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে। বিশেষতঃ যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল বাদশাহের শরণাগত হইয়াছিল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।"†

আমরা ইতিহাসে খামার খাঁ নাম পাই নাই। 'আকবর নামা' ও

কমর্ খাঁ

'আইন-ই-আকবরী'তে 'কমর্ খাঁ' (Qamar Khan) দেখা যায়। ইনি মুঘল সেনাপতি নকীব্ খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং নিজেও সেনাপতি ছিলেন। দাউদ্ শাহ্ বিদ্রোহী হইলে আকবর যখন নিজে সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত সেনাপতি ছিলেন তন্মধ্যে উক্ত কমর্ খাঁ একজন। দাউদ্ যখন পরাজিত হইয়া পাটনা হইতে সাতগাঁয়ের পথে উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন, তখন যে সকল মুঘল সেনাপতি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কমর্ খাঁ অন্যতম।‡ এই সময়ে মুরাদ্ খাঁ

---

* বর্তমান নেকুড়সেনি ষ্টেশনের নিকট; আসলে ইহা মোগল-মাড়ি। কেননা মাড়ি অর্থে পথ বুঝায়।

† বারভূঞা, ২৭ ও ১৩৬ পৃঃ।

‡ *Akbarnama* (Beveridge) *vol. iii, pp.* 123, 169.

ফতেয়াবাদের দিকে প্রেরিত হন। টোড়ল্‌মল্ল বর্ধমান-মান্দারণের পথে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিতুয়া পরগণায় পৌঁছেন; তথায় তাঁহার নির্দেশমত মুনেম্‌ খাঁ আসিয়া যোগদান করেন। মেদিনীপুর হইতে জলেশ্বর যাইবার পথে তুকারো নামক স্থানে দাউদের সহিত যুদ্ধ হয়। পরাজিত দাউদ ভদ্রকে পলায়ন করেন; পূর্ব হইতে তিনি কটকে সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। টোড়ল্‌মল্ল ও মুনেম্‌ উভয়ে সৈন্য লইয়া কটকে উপস্থিত হইলে দাউদের সহিত সন্ধি হয়। কমর্‌ খাঁ তুকারোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি টোড়ল্‌মল্লের সহিত কটকে যান। মাসুম্‌ খাঁর বিদ্রোহ দমনকালে তিনি শাহ্‌বাজ খাঁর অধীনে যুদ্ধ করেন দেখিতে পাওয়া যায়। * কিন্তু কমর্‌ খাঁর সহিত হিজলীর কোন সম্বন্ধ জানা যায় না।

'খামার খাঁ' নামের অসম্ভাব্যতা

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল—"কোন মুসলমানের নাম খামর খাঁ হইতে পারে না। কারণ 'খামর' অর্থ 'মদ'। শব্দটী 'কমর্‌' অর্থাৎ 'চন্দ্র'। 'আকবর নামায়' যে কমর্‌ খাঁর কথা আছে, তিনি হিজলীর পাঠান নহেন, সুদূর পারস্য হইতে আগত বংশের পুত্র এবং দিল্লীর মনসবদার; বাঙ্গালী জমিদার নহেন। অসম্ভব নহে যে হিজলীর এক কমর্‌ খাঁ ছিল, কিন্তু ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। আকবরের বিশাল রাজ্যের ইতিহাসে এক কোণে ছোট পুঁটি মাছের গণনা করা হয় নাই।" আমরা আনন্দবাবুর কথিত 'হিজলীর খামার খাঁ'কে প্রমাণের অভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

বলভদ্র মহাপাত্র

সম্ভবতঃ ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে বা ইহার কিছু পরে গোপীনাথ পট্টনায়ক-বংশীয়গণের অধিকার লোপ পাইয়া থাকিবে। তৎপরে বলভদ্র মহাপাত্র নামক জনৈক করদ

* *Akbarnama* (Beveridge), *vol. iii, p* 483.

রাজাকে হিজলীর অধিপতিরূপে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈষ্ণবকবি গোপীজন বল্লভ দাসকৃত 'রসিক মঙ্গল' নামক পুস্তক হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়,—বৈষ্ণব-কুল-তিলক রসিকানন্দ হিজলীর 'মণ্ডল অধিকারী'* বলভদ্র মহাপাত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বলভদ্রের ভ্রাতার নাম সদাশিব এবং খুল্লতাতের নাম বিভীষণ মহাপাত্র; তিনি 'নানারত্ন হীরা মতি পলা', 'অসংখ্য টাকা' ও 'অপ্রমিত ধান্যে'র অধিকারী ছিলেন। তাঁহার 'সম্পত্তি দেখিয়া' 'মহারাজা চমকিত' হইতেন। শ্রীমৎ শ্যামানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ মল্লভূমির অন্তর্গত রোহিণীর রাজা অচ্যুতের পুত্র। এই মল্লভূমি † মেদিনীপুর জেলায়। বলভদ্রের অতুলনীয় রূপগুণসম্পন্না কন্যা ইছাই দেবীর সহিত রসিকানন্দের বিবাহ সংঘটিত হয়। রসিকানন্দ উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারদ্বারা বহু ব্যক্তিকে

---

* "চতুর্যোজন পর্যন্তমধিকারং নৃপস্যচ। যোরাজ তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।" ব্র, বৈ, পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ৮৬ অধ্যায়।

"মণ্ডলাধিপতিগণ বা মাণ্ডলিকগণ রাজাধিরাজের সামন্ত রূপে পরিগণিত হইতেন।" সাহিত্য, ১৩১৫, বৈশাখ ৪১ পৃঃ।

হিজলীর মণ্ডলাধিপতিরূপে তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের (Vassals) উপর প্রধান (chief) স্বরূপে বলভদ্রের কর্তৃত্ব থাকাই সম্ভব। তিনি অধীন জমিদার-দিগের নিকট কর প্রাপ্ত হইতেন। সুবাদারের সহিত একমাত্র বলভদ্রেরই সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল। তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বশ্যতা স্বীকার ও করপ্রদানের জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অধীনে অনেক করদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে (ফার্সী হস্তলিপি)। সুতরাং ঐ সময়ে হিজলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের উপর একজন সর্বাধিকারী থাকিতেন;—তিনিই হিজলীর অধিপতি, মণ্ডল-অধিকারী ও নবাব ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়া থাকিবেন।

† বাঁকুড়ার অন্য নাম মল্লভূমি হইলেও এই মল্লভূমি স্বতন্ত্র। রোহিণীগ্রাম সুবর্ণরেখা ও তৎশাখা দোলং নদীর সংযোগস্থলে বর্তমান শাঁকরাইল থানায় অবস্থিত। সম্ভবতঃ ঝাড়গ্রামের মল্লরাজগণের নামানুসারে এই দেশভাগের নাম মল্লভূমি হইয়াছে। 'ভারতবর্ষ', ১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ;—লেখক কর্তৃক আলোচিত 'মল্লভূমি বা মল্লরাজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই প্রেমধর্মের অনুবর্তী করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভপুরের শ্রীপাট গোস্বামিগণ রসিকানন্দের বংশধর। রসিকানন্দের বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে 'লক্ষ টাকা' বাকী রাজস্বের জন্য বলভদ্র মেদিনীপুরে সুবাদার কর্তৃক বন্দী হন। সুবাদারের নিকট অচ্যুতের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তিনি জামিন হইলে বলভদ্রের মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।† এই সময়ে হিজলীতে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রসিকানন্দ ১৫৯০ হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অল্প বয়সে কৈশোরের প্রারম্ভে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল ইহা রসিকমঙ্গল পাঠে জানা যায়।* সুতরাং তাঁহার বিবাহ ১৬।১৭ বৎসর বয়সে বা ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশবাবুও রসিকের অল্প বয়সে বিবাহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় হিজলী

† "সে দেশের রাজার আজ্ঞায় বলভদ্র।
কড়কড়ি দ্রব্য লঞা যায় আর নানা দ্রব্য ॥
মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবা স্থানে।
কড়কড়ি দ্রব্য লঞা করিল দর্শনে ॥
বাকী লক্ষ টাকা আছে হিজলী মণ্ডলে।
দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিলা তাহারে ॥
* * * * *
অচ্যুতের বচন ভাঙ্গিতে নারে সুবা।
কোটি কোটি দোষ ক্ষমে হইলে সে উভা ॥
কহিলেন সুবাস্থানে বলভদ্র কথা।
আমি এই তঙ্কা দিব ছাড়িয়া সর্বথা ॥
শুনিয়া অচ্যুত বোল ছাড়িল তখনে।
বলভদ্রে লঞা গৃহে করিল গমনে ॥"
রসিক মঙ্গল, পূর্ব বিভাগ—১০ম লহরী।

* "কিশোর প্রবেশে রূপ অতি মনোহর।
অচ্যুত জানিল চিতে বৈকল্য উদয়।
বিবাহের কারণ চিন্তিয়া মনে মনে।
যথাযোগ্য বধূ খুঁজে করিয়া যতনে।"
রসিক মঙ্গল, পূর্ব বিভাগ—১০ম লহরী।

বলভদ্রবংশের হস্তচ্যুত হয়। কারণ অতঃপর আমরা হিজলীতে জনৈক মুসলমান রাজার পরিচয় পাইতেছি। বলভদ্র মালজেঠিয়া মহালের অধীশ্বর গোপীনাথ পট্টনায়কের বংশীয় ছিলেন বলিয়া যোগেশবাবুর ধারণা। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। গোপীনাথ ও বলভদ্র উভয়েই করণবংশীয়। গোপীনাথ বংশীয়ের আভিজাত্য ও যোগ্যতা দেখিয়া মুঘলেরা পুনরায় তাহাদিগকে রাজত্ব প্রদান করিয়া থাকিবেন।

হিজলীর রাজধানী

তখন হিজলীর 'রাজপাট' বোধ হয় বাহিরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ ইহার পরে ইখ্‌তিয়ার খাঁ কর্তৃক হিজলী দ্বীপ বা বর্তমান কস্‌বা হিজলীতে রাজধানী স্থাপিত হয়। কাঁথি হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তর পূর্বে বাহিরী গ্রাম; এই স্থানে মহাপাত্রবংশের কীর্তি-চিহ্ন আছে। বলভদ্রের খুল্লতাত বিভীষণ কর্তৃক বাহিরীতে যে মন্দির নির্মিত হয় তাহা এখনও বর্তমান। ইহার শিলালিপিতে বিভীষণের নাম আছে।* জনপ্রবাদও বাহিরী গ্রামে মহাপাত্রগণের রাজধানী ছিল বলিয়া সমর্থন করে। যাহা হউক শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৫০৬ শকাব্দে বা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গদাধর নামক গুরুর হস্তে দেউলবাড় নামক গ্রামসহ দান করা হয়।† সম্ভবতঃ বলভদ্র সুবাদারের বাকী রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হওয়ায় হিজলীরাজ্য এই বংশের হস্তচ্যুত হইয়া থাকিবে। মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশীয়গণের মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাত্র বলভদ্রের বংশীয় ছিলেন। হিজলীর প্রাচীন অভিজাত বংশজ এবং রাজকার্যবোধক্ষম বলিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ

---

* "কাশিদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাভাত্মজঃ।
শ্রীমান্ ধরভূদচিকর দশৌ প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্ ॥
গোপাল প্রতিমাংচ সদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজো।
রামচেহ সুভদ্রয়া সহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি ॥"
মেদিনীপুরের ইতিহাস—১৫৭ পৃঃ।

† "শকাব্দে রসশূন্যবাণ ধরণীমানে তৃতীয়া তিথৌ।
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ সিতে ॥

কর্তৃত্বস্বরূপ মন্ত্রিত্বলাভ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বাহিরী গ্রামে ভীমসেনের প্রতিষ্ঠিত 'ভীমসাগর' নামক একটী পুষ্করিণী আছে; জনপ্রবাদ, ভীমসেন এই পুষ্করিণীতে নিমজ্জনে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।* ইহা যে অমূলক,—ভীমসেন যে অতি পরিপক্ক বয়সে সান্নিপাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন—তাহা ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত হইয়াছে। হিজলীতে ভীমসেনের স্থাপিত ৺ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্তমান আছে।†

সলীম খাঁ।

বলভদ্রবংশের রাজ্যচ্যুতির পর সলীম খাঁ নামক এক মুসলমান হিজলীর মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বঙ্গের দেওয়ান আসফ্ খাঁর অনুচর ও সঙ্গী আবদুল লতীফের ভ্রমণকাহিনীর ফার্সী হস্তলিপি হইতে সংকলন পূর্বক প্রবাসীতে লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালার নবাব ইস্‌লাম খাঁ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ফতেপুর * হইতে কুচ্ করিয়া তাণ্ডাপুরে † পৌঁছিয়া উড়িষ্যার

শ্রীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে।

দত্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়াখ্যকম্॥'' ঐ—১৫৭ পৃঃ

* Bhim Sen Mahapatra is stated at very advanced period of life to have sunk himself with his whole family in a large tank in Bahirimutha."

Collector Crommelin's letter, dated 13*th Oct,* 1822.

† দাক্ষিণাত্যে ৺ভীমেশ্বর নামক দেবতার মন্দির আছে। কোকনদের দক্ষিণ পশ্চিমে 'দক্ষরাম' নামক গ্রামে ৺ভীমেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির আছে। (*Dairy of Streynsham Master,* 1, *p.* 115, *n.* 8)। কিন্তু হিজলীর 'ভীমেশ্বর'—ভীমসেনের নাম হইতে সৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

* ফতেপুর 'পদ্মার পূর্ব তীরে রামপুরবোয়ালিয়া হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।'—প্রবাসী, ১৩২৯, ভাদ্র, ৬৪৫ পৃঃ।

† তাড়া বা তাণ্ডা-'তোড়্‌লমল্লের বন্দোবস্তে ইহা একটি সরকার বলিয়া পরিচিত হয়। ইহার রাজস্ব ছিল ২৪০৭৯৩৯৯ দাম। এতদ্ভিন্ন রেণেল গৌড়ের নিকটে পাগলা নদীর তীরে তাণ্ডার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বে গঙ্গা এই

অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলীম খাঁ, পচেটের রাজা ‡ ইন্দ্র নারায়ণের ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্যপুত্র, একুনে ১০৯টী ছোট বড় হাতী লইয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন। নবাবের বিশ্বাসী প্রিয় কর্মচারী শেখ্ কমাল্ তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিল।" § অধ্যাপক সরকার মহাশয় কর্তৃক প্যারিস হইতে সংগৃহীত 'বহারিস্তান' নামক হস্তলিপিতেও সলীম খাঁর বিরুদ্ধে ইস্লাম খাঁর অভিযান নিম্নলিখিত-রূপে বর্ণিত আছে ঃ—"ইস্লাম খাঁ বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া শেখ্ কমাল্কে হিজলী আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। বীরভূমের রাজা (বীর হাম্বার) ও পচেটের রাজা (শমস্ খাঁ)†† বশ্যতাস্বীকার করিলে শেখ্ কমাল্ হিজলী আক্রমন করিয়া তত্রত্য জমিদার সলীম্ খাঁকে বিজিত করিতে চেষ্টা করেন। উপদ্রবপ্রিয় পাঠানেরা মুঘলের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও বিজ্ঞ সলীম্ খাঁ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা নাই সুতরাং তিনি পাঠানদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া হিজলী হইতে আসিয়া শেখ্ কমালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বহু উপঢৌকন প্রদানদ্বারা তাঁহার সুদৃষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন। শেখ্ কমাল্ এই জমিদারত্রয়ের স্বাধিকারভুক্ত

স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত তাণ্ডার রাজস্ব ২১৪৪৪৩ দাম।'—বারভূঞা, ২০২ পৃঃ।

‡ ইহা মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার অন্তর্ভুক্ত পচেট নহে। এই পচেট বা পঞ্চকোট বরাকর নদীর নিকটবর্তী।

§ প্রবাসী, ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫২—৫৩ পৃঃ।

†† সম্ভবতঃ 'বহারিস্তানে'র লেখক ভ্রমক্রমে শমস্ খাঁ করিয়াছেন। ইহা ইন্দ্র নারায়ণ হইবে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসিত হইয়া লিখিয়াছেন, 'বহারিস্তানে দুইবার পচেটের জমিদারকে শমস খাঁ বলা হইয়াছে। কিন্তু এটা লেখকের বৃদ্ধ বয়সের ভুল হওয়া সম্ভব। আব্দুল লতীফের উল্লিখিত 'ইন্দ্রনারায়ণ' নাম বেশী বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তিনি 'বহারিস্তানে'র রচয়িতা অপেক্ষা বেশী বিদ্বান ছিলেন, এবং ডায়েরী লিখিতেন। শিতাব্ খাঁর গ্রন্থ তাঁহার কেরাণী লিখেন, এবং শিতাব খাঁ নিজে মৌখিক বর্ণনা করিয়া যান, এরূপ স্থলে ভুল হওয়া সহজ।'

রাজ্যগুলি তাঁহাদিগকে সমর্পন করিয়া রাজস্ব ও উপঢৌকনসহ সুবাদারের নিকট গমন করিলেন।"* বলভদ্রবংশের হিজলীর মণ্ডল-স্বামিত্ব হারাইবার পর এই সলীম্‌খাঁর হস্তে তাহা ন্যস্ত হইয়াছিল—ইহা বেশ উপলব্ধি হয়। সলীম্ খাঁর সহিত নবাব ইস্‌লাম খাঁর সাক্ষাৎকারের উপরোক্ত সময় আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক।† সলীম্ খাঁ কোন খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিজলীর জমিদার ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।‡ অতঃপর আমরা বাহাদুর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে হিজলীর জমিদারীতে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

এই বাহাদুর খাঁ সম্ভবতঃ সলিম্‌খাঁরই বংশধর ও উত্তরাধিকারী। ইহাকে আমরা হিজলীর প্রথম বাহাদুর খাঁ নামে অভিহিত করিব কেননা তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার পুত্র বাহাদুর খাঁ পরবর্তী সময়ে হিজলীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সলিম্ খাঁর মৃত্যুর পর প্রথম বাহাদুর খাঁই হিজলীর জমিদারী লাভ করেন। এই বাহাদুর খাঁ সম্বন্ধে প্রাগুক্ত ফার্সী 'বহারিস্তান' হস্তলিপিতে উক্ত আছে যে ইব্রাহিম খাঁ যখন বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন—সেই সময় সম্রাটের কার্য করিবার জন্য হিজলীর বাহাদুরকে আহ্বান করা হয় (১৬২০ খৃঃ); কিন্তু উড়িষ্যার সুবাদার মুকর্‌র্‌ম্ খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইতে অবহেলা করিলেন। এইজন্য সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুরকে বুঝাইয়া আনিবার জন্য অথবা তাহাতে অকৃতকার্য হইলে তাঁহার রাজ্য

প্রথম বাহাদুর খাঁ।

---

* 'বহারিস্তান' হস্তলিপি ৬খ পৃঃ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

† শেখ্ ইসলাম্ খাঁ ১৬০৮—১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের নবাব ছিলেন।

‡ হিজলীতে 'খাজা শিবলীর আস্তানা' বলিয়া একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তূপপূর্ণ স্থান লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে; 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশবাবু বলেন—এই শিব্‌লী ও সলীম্ একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রবাদে জানা যায় ঐ স্থানে উক্ত নামধেয় জনৈক সাধুপুরুষের আস্তানা ছিল। এই স্থানের বিধ্বস্ত মস্‌জিদের প্রস্তরলিপির পাদোদ্ধারে ইহা জানা যায়।

লুণ্ঠন পূর্বক তাঁহাকে বন্দী বা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিবার জন্য মুহ্‌ম্মদ বেগ্‌ আবাকস্‌কে * প্রেরণ করিলেন। বিক্রমপুরে মুসাখাঁর ২০০ রণতরী মুহ্‌ম্মদবেগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইল। মুহ্‌ম্মদবেগ্‌ সৈন্যসহ বর্ধমান হইতে কুচ্‌ করিয়া যাত্রা করিলেন। পরে বাহাদুর মুকর্র্‌ম খাঁর নিকট পত্র লিখেন। হিজলী উড়িষ্যার সুবাদারের অধীন ছিল না, বাঙ্গালার অধীন ছিল। এই পত্র গ্রাহ্য না করিয়া মুকর্র্‌ম ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্য বাহাদুরের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিম স্বয়ং যশোহর নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে খাগার ঘাটার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং সম্রাটের কর্মচারী মুসাখাঁ ও বারভূঞার নেতৃত্বে হিজলীতে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়া, বাহাদুরকে পরামর্শ দিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। মুঘলেরা হিজলী দুর্গ অবরোধ করিল; বাহাদুর খাঁ অত্যন্ত নির্যাতিত হইলেন। বাহাদুর নিরাশ হইয়া মুহ্‌ম্মদ বেগের নিকট আত্মসমর্পন করিলেন। তিনলক্ষ টাকা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া বাহাদুর জমিদারীতে পুনরভিষিক্ত হইয়া সুবাদারের সহিত ঢাকা গমন করিলেন।

* 'মুহম্মদ্‌বেগ' সম্ভবতঃ 'আহ্‌মদ্‌বেগ' হইবে। জাহাঙ্গীর কর্তৃক নূরজহানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ১০২৭ হিজরী বা ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আহ্‌মদ্‌বেগকে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করেন (রামপ্রাণবাবুর রিয়াজ্‌ উস্‌ সালাতিন, বঙ্গানুবাদ, ১৭২ পৃঃ)।

'রসিকমঙ্গলে' লিখিত আছে—"আহম্মদ বেগ বড় দুষ্ট যবন। উড়িষ্যা দেশেতে যত রাজা ভূঞা বৈসে। সবাকার ঘর দ্বার ভাঙ্গিল বিশেষে॥ ঘরবাড়ি ভাঙ্গিল কাটিল সব বন। সবাকারে সঙ্গে ধরি লইল যবন॥ বড়ই প্রতাপ দুষ্ট যবন রাজন। থরহর কাম্পে সব ভূঞারাজাগণ॥" (র. ম. পশ্চিম বিভাগ, ৭ম লহরী)। রসিকানন্দ ১৫৯০—১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহলোকে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং রসিকমঙ্গলোক্ত আহ্‌মদ্‌ বেগ্‌ যে ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'রিয়াজে' ইঁহার জমিদার-শাসন-প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় (বঙ্গানুবাদ, ১৭৯ পৃঃ)।

চতুর্থ অধ্যায়

মস্‌নদ্‌-ই-আলার বংশ পরিচয়

আমরা হিজলীর মস্‌জিদের সেবকগণের বাটীতে একখানি প্রাচীন জীর্ণ হস্তলিপি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে মস্‌নদ্‌-ই-আলাবংশের বিবরণ আছে। ইহা ফার্সী ভাষায় লিখিত।*

মস্‌নদ্‌-ই-আলা সম্বন্ধীয় ফার্সী হস্তলিপি

এই পুস্তকের লেখকের নাম মুন্‌শী শেখ্‌ বিস্‌মিল্লা সাহিব, সাং সরোঁ, জেলা বালেশ্বর। আমলী ১১৯২ সালের (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১লা জমদি-উস্‌-সানীতে লিখিত। অনুলিপি প্রস্তুতকারকের নাম পহ্‌লুয়ান্‌ আলী, সাং কস্‌বা পরগণা অমর্শি। পুস্তকের রচয়িতা বিস্‌মিল্লা সাহিব্‌ স্বীয় আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন, যে সময়ে তাঁহার ভ্রাতা মিয়াঁ খৈরৎ-উল্লাহ্‌ চাক্‌লা হিজলীর দেওয়ানী-আদালতে মুন্‌শীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ ও মস্‌নদ্‌-ই-আলার আস্তানায় 'জিয়ারৎ' করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহার দ্বারা

* এই হস্তলিপির বঙ্গানুবাদের জন্য আমি পটাশপুরনিবাসী পরলোকগত মৌলবী সৈয়দ শেহা মুহম্মদ্‌ আবুল-হসন্‌ সাহিবের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক অনুবাদের সারাংশটী মূল হস্তলিপি অনুযায়ী দেখিয়া দিয়াছেন। সোরোঁ—বালেশ্বর ও ভদ্রক হইতে সমদূরবর্তী এবং রেল রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। Sarkar's *Studies in Mughal India p. 229.*

অনুলিপিও ঐ সময়ে একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। কারণ এই পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠার এক পার্শ্বে আমলী ১১৯২ সালের একটী সাংসারিক জমাখরচের লিপি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রচয়িতা বিস্‌মিল্লা সাহিব্‌ স্বলিখিত মূল পুস্তকখানি স্বীয় ব্যবহারের জন্য রাখিয়া একটী নকল দিয়া গিয়াছিলেন।

মস্‌নদ্‌-ই-আলার বিবরণ [illegible] হইয়া কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। একদিন কাঁথি-নিবাসী মুন্‌শী নাসির্‌ উলাহ্‌ ও দরিয়াপুর-নিবাসী শেখ মুহম্মদ্‌ দায়েম তাঁহাকে মস্‌নদ্‌-ই-আলার একখানি ইতিহাস পুস্তক আনিয়া দেন. তিনি সেই পুস্তক হইতে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি নির্বাচন করিয়া এবং স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট কতক বিবরণ অবগত হইয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলেন।

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি পংক্তি আছে। লেখা, বিদ্যাবত্তা ও ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে বেশ বর্ণনা-চাতুর্য দৃষ্ট হয়। পুস্তকখানির অধিকাংশ প্রাচ্যদেশীয় লেখকের স্বভাবসুলভ প্রচুর অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে পরিপূর্ণ। মধ্যে ঐতিহাসিক বিবরণ যাহা পাওয়া যায়—তাহা অত্যল্প হইলেও মূল্যবান। আমরা বিস্তৃত ও অতিরঞ্জিত আখ্যানগুলি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া এই পুস্তক হইতে হিজলীর মস্‌নদ্‌-ই-আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

হস্তলিপ্যোক্ত বিবরণ

"বঙ্গদেশে হুসেন শাহ্‌ বাদ্‌শাহের রাজত্ব সময়ে উড়িষ্যার সীমায় লবণ সমুদ্রের ধারে চণ্ডীভেটী * মৌজায় মনসুর ভূঞা নামে জনৈক ক্ষমতাপন্ন মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—জমাল্‌ ও রহ্‌মৎ। জমাল্‌ বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন,—রহ্‌মৎ কুস্তি, শিকার প্রভৃতি লইয়া থাকিতেন।

There was another Hijli which the natives called 'Tukt Ingilee' five kos from Caunty from which it was divided by the Rasulpur river. It was here that the cutchery used formerly to be held until it was removed to Caunty.'

Notes on the History of Midnapore, by J. C. Price, vol, i, p. 79.

* চণ্ডীভেটী (চণ্ডীর ভিটা বা ভিটী ?) কাঁথির সন্নিকট। এইস্থানে প্রাচীন মুসলমান বসবাসের চিহ্ন আছে। এই গ্রামের দুইটি অংশ,—একটিতে হিন্দু ও

লোকের কুপরামর্শে জমাল্ রহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বয়ং আধিপত্যলাভের ষড়যন্ত্র করেন। রমণীসুলভ স্নেহপরবশ হইয়া জমালের স্ত্রী এই ষড়যন্ত্রের বিষয় রহ্মতের নিকট প্রকাশ করায় রহ্মত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক পলায়ন করিয়া গুমগড় পরগণায় সমুদ্রের ধারে * অরণ্যে ধীবরপল্লীতে উপনীত হন। তিনি ঐ স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিনাশসাধন করিয়া সেই ধীবরপল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন, এবং পাঁচশত ধীররকে লাঠিয়ালীতে শিক্ষিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধীবরগণের সাহায্যে অরণ্যের কতকাংশ আবাদ করিয়া—বাসস্থানাদি নির্মাণ করিলেন। একদা হিজলীর নিকট দিয়া চাঁদ্ খাঁ নামক বণিকের বাণিজ্য-জাহাজ যাইতেছিল। জাহাজের লোকগণের পানীয় জল সংগ্রহের জন্য হিজলীতে অবতরণ করিলে বণিকের সহিত রহ্মতের পরিচয় হয়। তিনি চাঁদ খাঁর সাহায্যে

অন্তটীতে মুসলমানের বাস। মুসলমানের বসতি অংশের নাম 'মকান্ গোড়া' (ফার্সী মকান্—গৃহ, গোড়া—আদি); এখানে একটী জীর্ণ মস্‌জিদ বা পীরের আস্তানা আছে। লোকে মস্‌নদ্-ই-আলার বাসস্থান বলিয়া ঐখানে একটি স্থান দেখাইয়া থাকে। জনশ্রুতি,—হিজলীর মস্‌নদ্-ই-আলার মসজিদে যেরূপ এখনও সমুদ্রগামী নাবিকেরা 'শিরনি' ও পূজা দিয়া থাকে, এই আস্তানায়ও বহুপূর্বে লোকে তাহাই করিত।

* হিজলী ঐ সময়ে অনধ্যুষিত জলাভূমি ও ধীবরপল্লী ছিল। বর্ত্তমান জেলেঘাটা, ভাঙ্গনমারী, ট্যাংরামারী প্রভৃতি গ্রাম এই ধীবর সংস্রবের পরিচায়ক। cf. "—inhabited by fishers, as are also Ingelie and Kidgerie two neighbouring islands on the west side of the mouth of the Ganges--A. Hamilton, 275 (Cal. 1744, ii, 2); তখনও গুমগড় পর্যন্ত সমুদ্রের সীমা ছিল। কাল সহকারে পরে হিজলী গুমগড়ের সহিত যুক্ত ও জলপূর্ণ হয়।

পশ্চিমে রসুলপুরের সীমা হইতে বীরবন্দর, পাটনা, আমজাদ্‌নগর, ঠাকুরচক, কামারদা, বাহারগঞ্জ, সেরখাঁচক, পানখাই প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া চুণপাড়া পর্যন্ত যে একটী নদী ছিল—তাহার জাজ্বল্যমান চিহ্ন এখনও বর্তমান।

কিছু ধনলাভ করিয়া হিজলীর অরণ্য পরিষ্কৃত ও জনপদে পরিণত করেন, এবং সেখানে একটি দুর্গও প্রস্তুত করেন। ভীমসেন মহাপাত্র তাঁহার কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তিনি স্বীয় শৌর্যপ্রভাবে পরগণা ভোগরাই, পটাশপুরের কতকাংশ, অমর্শি, ভূঞামুঠা, সুজামুঠা ও জলামুঠা হস্তগত করিলেন। বহুসংখ্যক 'হিজল' গাছের অস্তিত্বের জন্য এই স্থানের নাম 'হিজলী' রাখিলেন। জমিদারীর নাম 'চাকলে হিজলী সুবা মোতলকে উড়িষ্যা' রাখা হইল। কুমারপুরের জমিদার রহ্‌মৎ ভূঞার বন্ধু ছিলেন; তিনি কোনও কারণে বাহিরীমুঠার জমিদারকর্তৃক অপমানিত হইয়া রহ্‌মতের শরণ গ্রহণ করেন।* রহ্‌মত সসৈন্য বাহিরীমুঠার জমিদারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নববিবাহিতা পুত্রবধুকে বলপূর্বক 'নিকাহ্‌' করিয়া হিজলীতে আনয়ন করেন। ক্রমে চণ্ডীভেটী গ্রাম হইতে তাঁহার ভ্রাতা জমাল্‌ সপরিবারে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। স্বীয় খুল্লতাতের কন্যার সহিত রহ্‌মতের বিবাহ হইল।

"ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডা—এই কর্মচারিগণের পরামর্শে রহ্‌মৎ বাদ্‌শাহের নিকট হইতে স্বীয় জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন বাদ্‌শাহের আত্মীয় বাকর খাঁ খান্‌-ই-খানান্‌ বাহাদুর তাঁহার পক্ষ

দুই পার্শ্বে উচ্চ নদীপাড়ের অস্তিত্ব এখনও আছে। মধ্যবর্তী স্থান বর্তমান সময়ে চাষের উপযোগী গভীর বিলে পরিণত হইয়াছে। ঐ জমিকে স্থানীয় লোকেরা 'গাং (সমুদ্র) জমি' বলে। উভয় পাড়ে এখনও সমুদ্রোকুল-সুলভ বৃক্ষাদি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বীরবন্দর, পাটনা, কামারদা বা দহ ও বাহারগঞ্জ নামগুলি যে এই নদীউপকুলবর্তিতার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। বীরবন্দর এই লুপ্ত নদী ও রসুলপুর নদীর সংযোগস্থলে বলিয়া 'বন্দর' আখ্যা পাইয়া থাকিবে। এই নদী যে সম্মুখবর্তী সমুদ্রে নূতন চর উৎপন্ন হইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল এবং পরে দেশভাগে পরিণত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

* কাঁথিতে (হিজলী-কাঁথি) কুমারপুর নামক গ্রাম ও বাহিরীমুঠা নামক পরগণার অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। Survey of India Office হইতে

হইতে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া কটকে যাইতেছেন। * রহমৎ সামুচর মেদিনীপুরে গিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎপূর্বক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং জায়াঘাট ফুল্‌ওয়ার নদীর † তীরপথে কটকে গিয়া নবাবের নিকট সনন্দ গ্রহণে 'ইখ্‌তিয়ার খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জমিদারীর নাম 'সরকার বালেশ্বর' ‡ হইল। জমিদারীর এই বন্দোবস্ত হইল যে, যখন বাদ্‌শাহের পক্ষ হইতে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া কটকে যাইবেন, তখন গোয়ালপাড়া § সর্‌হদ্ হইতে বন্দর

ইখ্‌তিয়ার খাঁ।

প্রকাশিত কাঁথি মহকুমার মানচিত্রে (1820 edition) কাঁথি মহকুমার অন্য নাম কুমারপুর মহকুমা (Subdivision Kumarpur) লিখিত হইয়াছে। Vide *Bengal Sheet no. 73*

* মুঘল সম্রাট্ শাহজহানের সময়ে উড়িষ্যার প্রথম (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৬২৮—১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) মুঘল সুবাদার ছিলেন বাকর খাঁ নজম্-সানি (Sarkar's Studies *in Mughal India p. 199*)।

† ফুল্‌ওয়ার সম্ভবতঃ সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী কোনও স্থান; সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত বাশদা মহালের ফুল্‌ওয়ারা চৌর নামে বিভাগ দৃষ্ট হয়। (Rai Bahadur M. M. Chakravarti's *Geography of Orissa* in J. *A. S. B. vol. xii, 1916 no. 1, p. 41*)। ঐস্থানে নদীর পারঘাট থাকায় জনসাধারণ 'ফুল্‌ওয়ার্ নদী' বলিত বলিয়া বোধ হয়।

‡ বালেশ্বর নামে কোনও 'সরকার' দৃষ্ট হয় না। জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত 'বন্দর বালেশ্বর' চাকলা ছিল (Hunter's *S. A. B., vol. i, p. 358*; *J. A. S. B., vol. xii, 1916, no 1. p. 46*)। ইখ্‌তিয়ারের রাজ্য প্রধানতঃ জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

§ পাঁশকুড়ার নিকটবর্তী পরগণা কাশীযোড়া ও শাহাপুর (*Midnapur Gazetter, p, 46*)। সরকার জলেশ্বর শাহ্‌জহানের সময়ে শাহ্‌জাদা শুজা কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৭টি সরকারে বিভক্ত হয়,—গোয়াল পাড়া সরকার তাহার অন্যতম। (*J. A. S. B., N. S. 1916, p. 46*).

বালেশ্বর সরকার রামনা * পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন, এবং সুবাদার পদচ্যুত হইয়া বাদশাহের নিকট যাইবার সময়ে তাঁহাকে রামনা হইতে মেদিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বীয় জমিদারীতে ফিরিয়া আসিবেন।

"ইখ্তিয়ার খাঁর ঔরসে তাঁহার স্ত্রী নাজিরা খাতুনের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হয়, তাঁহার নাম দাউদ্ খাঁ। ইখ্তিয়ারের পরলোক গমনে দাউদ্ হিজলীর অধিপতি হন। ইনি বিবাহ ব্যতীত বহু স্ত্রীলোক নিকাহ্ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২২ জন পুত্রসন্তানের মধ্যে তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও সিকন্দর্ খাঁ বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ছিলেন; রসুল খাঁ, দরিয়া খাঁ প্রভৃতি অন্যান্য স্ত্রীর সন্তান। দাউদ্ খাঁ ইহাদিগকে তাজ্ খাঁ ও সিকন্দরের অনুগত থাকিতে উপদেশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী দিয়াছিলেন। † দাউদের মৃত্যুর পর মিয়াঁ তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা পিতৃপরিত্যক্ত সিংহাসনলাভ করেন। সিকন্দর্ প্রভূত বলশালী ছিলেন; তিনি ব্যায়াম ও কুস্তির চর্চায় সর্বদা অতিবাহিত করিতেন। তিনি এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে সূর্যোদয়ের এক প্রহর পূর্বে

দাউদ খাঁ ও তৎ-পুত্রগণ

* রামনা বা রেমুনা বর্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত। ইহা বালেশ্বরের উত্তরপশ্চিম দিকে ৫ মাইল দূরবর্তী। উড়িষ্যার মাদলা পাঁজীতে ২৮টী বিশিতে (বিষয়) বিভক্ত রেমুনা দণ্ডপাটের উল্লেখ আছে। শাহ্শুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে রেমুনা সরকার ২০টী মহালে বিভক্ত ছিল। রেমুনা এক সময়ে উত্তর উড়িষ্যার সর্বপ্রধান সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এই স্থানের ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য দেব ১৫০৯—১০ খ্রীষ্টাব্দে রেমুনায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

† এখনও নিজ কসবা বা শহর্ হিজলীর অতি নিকটেই রসুলপুর, দরিয়াপুর, বাহাদুর গড় প্রভৃতি গ্রাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ দাউদের এই সমস্ত পুত্রগণের নামানুসারে এই গ্রামগুলির নামকরণ হইয়াছিল। চাকলা হিজলীর মধ্যে ইখ্তিয়ারপুর, মসন্দলীপুর প্রভৃতি গ্রামের অস্তিত্ব মসনদ্-ই-আলা বংশের নামের স্মারক বলিয়া বোধ হয়।

বিছানা হইতেউঠিয়া দেপাল * হইতে ভীমসিন্ (?) পর্যন্ত বাদশা দিবসে কুচ করিবার পথ বেড়াইয়া আসিতে তাঁহার দেড়প্রহর লাগিত।

"সিকন্দর্ পরম্পরায় ময়ুরভঞ্জের 'রাউৎরাও ভঞ্জ' † সূর্যভঞ্জের শারীরিক বলের খ্যাতি শুনিতে পাইয়া তাঁহার সহিত বলপরীক্ষায় অভিলাষী হইলেন। তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা ময়ুরভঞ্জের রাজাকে তাঁহার অধীনতাস্বীকার ও কর প্রদানের জন্য পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম এই, 'এতদ্বারা ময়ুরভঞ্জের রাজা জ্ঞাত হও যে,—ঈশ্বরের কৃপায় আমি সুদৃঢ় কেল্লা সমুহ প্রস্তুত করিয়াছি; আমার ছোট ভাই সিকন্দরের বীরত্বে নিকটবর্তী সমস্ত জমিদার তাহাদের দেশের খাজনা আমাকে প্রদান করিয়া আমার 'তাবেদারী' করিতেছে। তুমি সামান্য জমিদার—কেন আমার 'তাবেদারী' কর নাই? আমার বিজয়ী সৈন্যদল সুবর্ণরেখার তীরে রহিয়াছে, ‡ আমার ছোট ভাই আমার আদেশের প্রতীক্ষা

সিকন্দরের ময়ুরভঞ্জ আক্রমণ

* দেপাল কাঁথি মহকুমার একটি গ্রাম; কসবাহিজলী হইতে ২৪ মাইল দূরবর্তী, রেণেলের মানচিত্রে (Sheet IX) দেপাল আছে।

† রাউৎরাও ভঞ্জ—ময়ূরভঞ্জের তৃতীয় রায় বা রাজ পুত্রের অভিধান।

'বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজা ছোট রায় সেন।
রউত্রা অনুজতার তিন ভাগ্যবান।'

—রসিক মঙ্গল, দক্ষিণ বিভাগ, ১২শ লহরী।

কৃষ্ণ ভঞ্জ ও তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার পুত্র বাহাদুর খাঁ ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। সিকন্দের সহিত সংসৃষ্ট রাউৎ রায় সূর্যভঞ্জ সম্ভবত: বৈদ্যনাথ ভঞ্জ অথবা জগন্নাথ ভঞ্জের ভ্রাতা হইবেন।

‡ সুবর্ণরেখার তীরে চাকলা হিজলীর সীমান্ত জলেশ্বর হইতে ময়ুরভঞ্জ রাজ্য বেশী দূরবর্তী নহে। মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখার তীরবর্তী নয়াবসান নামক গ্রাম ময়ুরভঞ্জ রাজার জমিদারীভুক্ত ছিল। নয়াবসান গোপীবল্লভপুর থানায়। এতদ্ব্যতীত হিজলী জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাঁথি মহকুমার বীরকুল পরগণাও বহুদিন ময়ুরভঞ্জের অধিকারভুক্ত ছিল—Hunter's *S. A. B., vol. vii, p. 194.*

করিতেছে তুমি পত্রপাঠ তিন বৎসরের খাজনাসহ আসিয়া আমার অধীনতা স্বীকার করিবে; নতুবা তোমার নিষ্কৃতি নাই জানাইলাম।' ময়ূরভঞ্জের রাজা পত্রপাঠে ক্রুদ্ধ হইয়া পত্রখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পদদলিত করিলেন। ইহার ফলে সিকন্দর ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ করেন। * রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধি স্থাপনার্থী হন এবং তাঁহার কন্যাকে সিকন্দরকে বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ (?) করেন। সিকন্দর্ কৌমার্যব্রতাবলম্বী ছিলেন, তজ্জন্য ময়ূরভঞ্জের রাজকন্যা মস্নদ্ ই-আলার সহিত পরিণীতা হন। †

"একদা তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলা নিয়মানুযায়ী বার্ষিক 'ভেট্' ইত্যাদি লইয়া কটকে সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কটকে তাঁহারা 'ফতেমুখ্ খাঁ' (?) নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। সিকন্দর্

* ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ নহে, সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জের রাজ্যভুক্ত বীরকুলকে লেখক ভ্রমক্রমে ময়ূরভঞ্জ করিয়াছেন। হয়তঃ এই বীরকুলে সপরিবারে 'রাউৎ রাও' অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহারই কন্যাকে মস্নদ্-ই-আলার বলপূর্বক গ্রহণ করিবার সুযোগ ঘটে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের নিয়মানুযায়ী 'রাউৎ রাও' দিগের জন্য ভিন্ন সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। এমনও হইতে পারে, বীরকুলই রাউৎ রাওয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

† তাজ্খাঁ মস্নদ্-ই আলা কুলাপাড়া গ্রামের হরি সাউ নামক তৈলিকের সৌন্দর্যশালিনী কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া হিজলী অঞ্চলে প্রবাদ আছে। ভিক্ষুক ফকিরেরা এখনও 'মসন্দলী ও হরি সাউর পালা' গান করিয়া থাকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। মস্জিদের নিকট একটি সমাধি আছে, তাহা হরি সাউর কন্যার বলিয়া এখনও মস্জিদের সেবকগণ দেখাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত উদ্ধব নামক ধীবরের কন্যা মস্নদ্-ই অন্তপুরে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই ধীবর-কন্যার সমাধির নির্দেশও পাওয়া যায়।

তাঁহার 'শাঁক্' নামক গুরুভার লৌহদণ্ড * হস্তে 'লালবাগে' ভ্রাতা তাজ্ খাঁ সমভিব্যহারে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের কুস্তিগির মল্লেরা সিকন্দরের লৌহদণ্ড লইয়া চালনায় অক্ষম এবং তাঁহার সহিত কুস্তিতে পরাজিত হয়। কটক হইতে সুবাদারের নিকট বিদায় লইয়া হিজলী প্রত্যাবর্তনের পথে জলেশ্বরে পরলোকগত কৎলু শাহের মাতা শাহী বেগমের সহিত তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার সাক্ষাৎ হয়। ইনি সেখানে অনুচরবর্গের সহিত দীনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। মস্‌নদ্-ই-আলা তাঁহার দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া স্বীয় পরিবারবর্গের বাদ্‌শাহী আদব্‌কায়দা শিক্ষার্থ তাঁহাকে সসম্মানে আজীবন প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সমুদয় অনুচরবর্গের সহিত রাজধানীতে আনয়ন করেন।

তাজ্ খাঁর সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ

"দেওয়ান্ ভীমসেন মহাপাত্র, দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকাদাস ('রাজুকায়েত') নামক কর্মচারিগণ তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। তাজ্ খাঁ সিকন্দরকে জীবনাধিক স্নেহ করিতেন। এই স্নেহ ও পক্ষ-পাতিত্বের জন্য এই সমস্ত কর্মচারী ঈর্ষান্বিত হইয়া সিকন্দরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিলেন। তাজ্ খাঁর মহিষী † এবং ভাগিনেয় ও জামাতা জৈন্ খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া উঁহারা সিকন্দরের প্রাণবিনাশ সাধন করেন।

সিকন্দরের হত্যা

"ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শোকার্ত হইয়া মস্‌নদ্-ই-আলা স্বীয় একমাত্র পুত্র বাহাদুরকে রাজত্বের ভারার্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং অমর্শি পরগণার কস্‌বা নামক স্থানে হজ্‌রৎ মখ্‌দুম্ শেখ্-উল্-মশায়েখ্ শাহ্

বাহাদুর খাঁ

---

* মস্‌নদ্-ই-আলার মস্‌জিদে একটী লৌহদণ্ড এখনও রহিয়াছে, উহা সিকন্দরের 'আসা বাড়ি' বলিয়া কথিত হয়; উহাই সম্ভবতঃ এই 'শাঁক্' হইতে পারে।

† ইনি ময়ূরভঞ্জ রাজকন্যা নহেন।

আবুল-হক্-উদ্দীন্ চিশ্‌তির * নিকটে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি সুবাদারের নিকট সনন্দ হাসিল করিয়া আপনার পুত্রকে নবাবপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বীয় পুত্র বাহাদুরসহ জহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পিঙ্গলা গ্রামে 'চুহি সাগর' পুষ্করিণীর † নিকট অবস্থান করেন। সেখানে হজ্‌রৎ খুন্দকার শাহ্‌ আলা নামক বিশেষ ক্ষমতাশালী জনৈক সাধু পুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা জহাঙ্গীর নগরে গিয়া শাহ্‌জহানের ‡ সহিত সাক্ষাৎকার পূর্বক 'দরবার খরচ' ও 'নজরানা' টাকা দিয়া সনন্দ হাসিল করিলেন এবং

* এখনও মেদিনীপুর জেলায় অমর্শিতে এই নামধেয় পীরের আস্তানা বর্ত্তমান আছে।

† পিঙ্গলা মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার একটী থানা ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পিঙ্গলার পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে অনুসন্ধিৎসু হইয়া লেখায় তিনি অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যুত্তরে লেখককে জানাইয়াছেন যে পিঙ্গলা গ্রামে জু-সাগর নামে প্রায় ৪০,০০০ বর্গফুট আয়তনের একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ লোকে থালা বাটী প্রভৃতি কাংস্য পাত্র আবশ্যক হইলে, একখানি কাগজে তালিকা লিখিয়া ইহার জলে ফেলিয়া দিত; পরদিন সেই তালিকানুযায়ী সমস্ত বাসনপত্র ভাসিয়া থাকিত। আবশ্যকতা শেষ হইলে ঐ দ্রব্য পুষ্করিণীতে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইত। কোন সময়ে কেহ লোভ পরবশ হইয়া ঐ কাংস্য পাত্র আত্মসাৎ করায় সেইদিন হইতে আর পাত্রাদি ভাসে না। এই পুষ্করিণীর 'জু' (জীউ—জীব) বা জীবন ছিল বলিয়া লোকে এই পুষ্করিণীর নাম 'জু-সাগর' দিয়াছিল। এইরূপ জনপ্রবাদ্ আমরা আরও একাধিক প্রাচীন পুষ্করিণী (আমদাবাদ গ্রামে চাউলমারী পুকুর, নন্দীগ্রাম থানা।) সম্বন্ধে শুনিয়াছি। যাহা হউক, ফার্সী হস্তলিপির 'চুরি-সাগর'ও 'জু-সাগর' যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

‡ শাহ্‌জহান্ ১৬২২—১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন। ইহা তৎপরবর্তী ঘটনা তখন শাহ্‌জহান্ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। লেখকের ভ্রমে 'শাহ্‌জহান্' লিখিত হইয়াছে। ঘটনার সময়ে শাহ্‌জহানের পুত্র শাহশুজা (১৬৩৯-১৬৬০) বঙ্গের সুলতান ছিলেন (*Stewart, p. VI*)।

অবশিষ্ট টাকার জন্য পিতাপুত্রে সেখানে জামিন স্বরূপে অবস্থান করিয়া হিজলীতে টাকা আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাত্র সান্নিপাত রোগে মারা গিয়াছেন বলিয়া অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় তাজ্‌খাঁ পুত্রকে ঢাকায় রাখিয়া স্বয়ং হিজলী আসিলেন। পথে পূর্বোক্ত পিঙ্গলার খুন্দকার শাহ্‌ আলা নামক সাধু পুরুষকে একজন লোক উষ্ট্রারোহণে দেড় প্রহরের মধ্যে যে পরিমাণ স্থান বেড়াইয়া আসিবে সেই পরিমাণ ভূমি অতিথি, ফকির ও দীনদুঃখীর সেবার জন্য দান করিলেন। ঐ ভূসম্পত্তির নাম 'খোদা মাদা' * রাখিয়া এক সনন্দ লিখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি হিজলী আসিয়া মুদ্রাসংগ্রহপূর্বক জহাঙ্গীর নগরে প্রেরণ করিলেন; এবং পুত্রকে সেখানে থাকিয়া বাদ্‌শাহী আদব্‌কায়দা শিক্ষার্থ পত্র লিখিয়া নিজে

* এই সম্বন্ধে প্রাগুক্ত পিঙ্গলার পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন 'খোদামাদা' নহে—'ঘোড়ামারা'। ইহা সবং পরগণার পিঙ্গলায় অবস্থিত। পূর্বে তথায় 'শাহ্‌ আলম নামক জনৈক ধর্মনিষ্ঠ ফকির বাস করিতেন, তিনি পীরের সেবার জন্ত স্থানীয় কোন বড় জমিদারের নিকট কিছু ভূসম্পত্তি চাহেন, ইহাতে জমিদার বলেন,—তোমার ঘোড়াটী এক দৌড়ে যতদূর ছুটিয়া আসিতে পারিবে ততদূর জায়গা তোমাকে দান করিব। তিনি উত্তর পার্শ্বস্থ নদীর পাড় হইতে ঘোড়াটী ছাড়েন এবং ঘোড়াটী ২ বর্গমাইল স্থান ঘুরিয়া আসিয়া এই স্থানেই মারা যায়; সেই অবধি উক্ত ২ বর্গমাইল স্থান 'ঘোড়ামারা' নামে অভিহিত ও শাহ্‌ আলমের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সম্পত্তির দ্বারা এখনও পীরের সেবা হয়। পীরের মস্‌জিদ্‌টি একটি পুরাতন বকুল গাছের নিকট বর্তমান আছে। পিঙ্গলার প্রায় দুই মাইল উত্তরে ঘোড়ামারা গ্রাম অবস্থিত, (Bengal Survey, sheet no; 7 $\frac{N}{11}$ Jurisdiction list এ এই গ্রামের নং ৭৪, রেভেনিউ সারভে নং ২৪৭৭; এই 'ঘোড়ামারা' যে খোদামাদা, 'শাহ্‌ আলম' যে 'শাহ্‌ আলা' ফকির এবং অজ্ঞাতনামা জমিদারটি যে তাজ্‌খাঁ মসনদ্‌-ই আলা, ফার্সী হস্তলিপি তাহার প্রমাণ।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। * কর্মচারিবর্গ দ্বারা রাজকার্য নির্বাহ হইতে লাগিল। এই সময়ে মস্‌নদ্-ই-আলা মস্‌জিদের সম্মুখস্থ 'হুজ্‌রার' মধ্যে তপস্যামগ্ন হইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন।

"তাজ্‌ খাঁর মৃত্যুর সহিত তাঁহার সিংহাসনলোভী জামাতা জৈন্‌ খাঁর চক্রান্ত নিবদ্ধ ছিল। নবাবমহিষী স্বীয় জামাতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত অবস্থা পত্রে আনুপূর্বক লিখিয়া জহাঙ্গীর নগর হইতে বাহাদুরকে আনিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতা রহ্‌মন্‌ খাঁকে প্রেরণ করিলেন; এবং জৈন্‌ খাঁর পাপাভিলাষের পরিশোধ লইবার জন্য উদ্যতা হইলেন। জৈন্‌ খাঁ হিজলীতে অবস্থান নিরাপদ নহে বুঝিয়া অমর্শিতে সৈন্যসমাবেশপূর্বক শাশুড়ির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এদিকে রাজ-পরিষদ্‌বর্গের পরামর্শে তাজ্‌ খাঁর পত্নী তাঁহার জামাতা জৈনের সহিত মনোবিবাদ মিটাইয়া বাহাদুর না আসা পর্যন্ত জৈন্‌কেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বাহাদুর খাঁর পরিণাম

"এই সময়ে শাহ্‌জহাঁবাদে (দিল্লী) বাদ্‌শাহী পদের জন্য গোলমাল হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া রহ্‌মন্‌ খাঁ তাঁহার ভাগিনেয় বাহাদুরকে কৌশলে লইয়া পলায়নপূর্বক বহুকষ্টে হিজলীতে উপনীত হইলেন। † গৃহবিবাদের অবসান ঘটিল। জৈন্‌খাঁ বাহাদুরকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। বাহাদুর স্বীয় মাতুল রহ্‌মন্‌ খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

* সম্ভবতঃ হস্তলিপিলেখক মস্‌নদ্-ই-আলার প্রতি পক্ষপাতিতাবশতঃ সুবাদারের টাকা পরিশোধ ও শিক্ষালাভার্থ বাহাদুরের ঢাকায় অবস্থানের কথা লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের দায়েই বাহাদুর আটক ছিলেন, সমসাময়িক বৃত্তান্তে আমরা ইহাই জানিতে পারি।

† cf.—'In 1660, however, the lawful Chief of Hingeli who since his childhood had been kept a prisoner, found means to escape, and, with the help of his own men to reconquer the country.' *Valentyn's Memoir, vol. v., p. 158.*

"জহাঙ্গীর নগরে প্রকাশ হইল যে বাহাদুর খাঁ শূজাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। * বাদ্‌শাহী সৈন্য বাহাদুরকে ধরিবার জন্য হিজলীতে অভিযান করিল। জৈন্‌খাঁ সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন; বাদ্‌শাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জৈন্‌ ও বাহাদুরের মাতুল মহ্‌মন্‌ নিহত হইলেন। বাহাদুরের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে মুঙ্গেরে শূজা ধরা পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল। বাদ্‌শাহী সৈন্য বাহাদুরকে সপরিপারে বন্দী করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। বাদ্‌শাহের পক্ষ হইতে দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকাদাস হিজলীর জমিদারীর রাজস্ব-আদায়ে নিযুক্ত হইলেন। বাদ্‌শাহের 'বড় দেওয়ান্‌' দেশকে দুই ভাগ করিয়া উক্ত দুই জনকে অর্পণ করিয়া গেলেন। চাক্‌লা হিজলী বাদ্‌শাহের অধিকারে আসিল। বাহাদুর খাঁকে শূজা ছাড়িলেন না, তাঁহাকে আপনার নায়েবের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তারপর বাহাদুর আপনার রাজ্যের কোন খোঁজখবর লইলেন না। হিজলী দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকা দাসের হস্তে রহিল।"

* বাহাদুর যখন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে পলাইয়া আসেন, সে সময়ে শূজার সহিত আওরংজেবের যুদ্ধ চলিতেছিল। বাহাদুরের বহুদিন ঢাকায় অবস্থান নিবন্ধন শূজার সঙ্গে তাঁহার হৃদ্যতাও সংঘটিত হইয়াছিল। ভ্যালেন্টিন্‌ লিখিয়াছেন,—শাহ্‌ শূজা স্বীয় বঙ্গশাসন সময়ে হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের সহিত যোগ করেন; এজন্য হিজলীর ভৌগোলিক অবস্থান উড়িষ্যায় হইলেও ইহা বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছিল। শূজার সহিত হিজলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড় থানায় কস্‌বা নামক গ্রামে একটী মস্‌জিদ্‌ আছে; তাহার লিপি হইতে জানা যায় ১০৬০ বঙ্গাব্দে (১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) শাহ্‌জহানের দ্বিতীয় পুত্র শূজা কর্তৃক ইহা নির্মিত হয় (মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৩৭৪ পৃঃ)। এই মসজিদটী নারায়ণগড় থানা অফিসের এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা শূজার মেদিনীপুর প্রীতির পরিচায়ক। সুতরাং বাহাদুরের সহিত শূজার পলায়ন গুজব রটনা হওয়া বিচিত্র ছিল না। শূজামুঠা পরগণা ও সহর মেদিনীপুরের শূজাগঞ্জ মহল্লা শূজা নামের স্মারক হওয়া সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

মসনদ্-ই-আলা ও তদ্বংশীয়গণের রাজত্বকাল

প্রথমেই মসনদ্-ই-আলার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যক। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপি হইতে জানা যায়,—ইখ্‌তিয়ার খাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় নিজের ভাগ্যসংগঠনে ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি যে সময়ে নবাবী সনন্দ লাভ করেন, তখন তাঁহার শেষ বয়স বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত ইখ্‌তিয়ার খাঁর পুত্র দাউদ্ খাঁও রাজা হইয়া অত্যল্পকালমাত্র জীবিত ছিলেন,—ইহাও বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। ফার্সী হস্তলিপিতে দেখিতে পাই—ইখ্‌তিয়ার খাঁর পিতা মন্‌সুর ভূঞা * বাঙ্গালার শাসনকর্তা হুসেন শাহের সময়ে বর্তমান ছিলেন। হুসেন শাহ্ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাকর্ খাঁ যখন উড়িষ্যায় সুবাদার হইয়া কটকে আগমন করেন,—সেই সময়ে রহ্‌মৎ ভূঞা তাঁহার নিকট জমিদারীর সনন্দ গ্রহণপূর্বক 'ইখ্‌তিয়ার' খাঁ উপাধি লাভ করেন। বাকর্ খাঁ ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে

ইখ্‌তিয়ার খাঁর সনন্দলাভ

* ভূঞা—ভৌমিক বা ভূম্যধিকারী। এক কালে ভূঞা (ভুঁইয়া) বঙ্গের প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারদিগকে বুঝাইত। প্রসিদ্ধ 'বারভূঞা'র প্রতাপে মুঘল সিংহাসন পর্যন্ত কম্পিত হইত। হিজলীর তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা বার ভূঞার অন্যতম ছিলেন বলিয়া পোর্তুগীজ ভ্রমণকারী ম্যান্‌রিক্ উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও উড়িষ্যার বহু জমিদার 'ভূঞা' পদবীতে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

মুঘল সম্রাট শাহ্‌জহান্‌ কর্তৃক উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। †
সুতরাং ফার্সী হস্তলিপির মতে ইখ্‌তিয়ার ও তৎ পিতা মনুসুরের সময়ের ব্যবধান প্রায় ১২৫ বৎসর,—ইহা অসম্ভব। মনুসুর ভূঞা গৌড়ের শাসনকর্তা হুসেন্‌ শাহের সমসাময়িক, ইহা হিজলীর ফার্সী ইতিহাসপ্রণেতার কল্পনা বা অমূলক জনশ্রুতির সমাবেশ মাত্র। কারণ হুসেন শাহ্‌ গৌড়ের জনপ্রিয় ও বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। প্রত্যুতপক্ষে বাঙ্গালায় পাঠানকর্তৃত্বের সময়ে উড়িষ্যার হিজলীতে মুসলমান প্রভাব বা বসবাস কল্পনা আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ

† আকবরের রাজত্ব কালে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাকর্‌ খাঁ আনসারি মানসিংহের অধীন কর্মচারিরূপে উড়িষ্যায় যুদ্ধ করেন। এই বাকর্‌ খাঁ ইখ্‌তিয়ারের সনন্দ প্রদাতা হইতে পারেন না—কারণ ইনি সুবাদার নহেন। সুবাদার বাকর্‌ খাঁ নজম্‌সানিই সনন্দপ্রদান করেন। কারণ হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে আছে—এই বাকর্‌ খাঁ বাদ্‌শাহের আত্মীয় ও সুবাদার। নজম্‌সানি বংশের সহিত শাহ্‌জহানের বংশের বিবাহ অনেক ফার্সী ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে (অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত)। এতদ্ব্যতীত ইখ্‌তিয়ারকে যে সর্ত্তে জমিদারী 'সরকার বালেশ্বর' প্রদান করা হয়,—তাহা দৃষ্টে সনন্দ প্রদাতা যে বাকর্‌ খাঁ নজম্‌সানি সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; যেহেতু, 'সরকার জলেশ্বর', 'সরকার রাম্‌না' প্রভৃতি 'সরকার' বিভাগ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজস্ব সচিব রাজা টোড়ল মল্ল কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং ইহা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ঘটনা সন্দেহ নাই। তারপর এই সর্ত দ্বারা জানা যায়—গোয়ালপাড়া সরহদ্দ অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার নিকট হইতে রাম্‌না বা বালেশ্বর পর্যন্ত পথরক্ষা করিয়া সুবাদারের যাতায়াতে সাহায্য করিতে হইবে;—ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তখনও মুসলমানগণ বেশী দূরে দক্ষিণে নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করেন নাই অর্থাৎ কটক হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত উড়িষ্যার পথ তখনও জমিদারগণ দ্বারা উপদ্রুত ছিল। ইহা ১৬২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়াই সূচিত হয়,—কারণ ঐ সময় উড়িষ্যার মধ্যভাগ অর্দ্ধস্বাধীন জমিদারদিগের অধীন ও তাঁহাদিগের বিদ্রোহে উপদ্রুত ছিল (Sarkar's *Studies in Mughal India, p. 201* দ্রষ্টব্য.); শুজার শাসনসময়ে এ দশা চলিয়া গিয়াছিল।

বঙ্গের মুঘল সুবাদার খাঁ-জহান্ বা তৎপরবর্তী কোনও শাসনকর্তার সময়ে মন্সুর চণ্ডীভেটীতে বসবাস করিয়া থাকিবেন। ইখ্তিয়ার যৌবনে গৃহ হইতে পলায়ন করেন পরে উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রভাবে সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থা হইতে সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে পার্শ্ববর্তী জমিদারী প্রভৃতি জয় করিয়া রাজশ্রীতে ভূষিত হওয়া অতিপরিণত বয়সে ঘটিয়াছিল—ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায়।

এই বংশে 'মস্নদ্-ই-আলা' উপাধি কেবল মাত্র তাজ খাঁর ছিল।

মস্নদ্-ই-আলা উপাধি

ইনিই 'তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলা' বলিয়া লোক-বিশ্রুত। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে তাজ খাঁর 'মস্নদ্-ই-আলা' উপাধি লিখিত আছে; এই বংশীয় অন্য কাহারও নামের সহিত 'মস্নদ্-ই-আলা' উপাধি সংযোজিত হইতে দৃষ্ট হয় না। এই পুস্তকখানি বিস্তৃত ইতিবৃত্তপূর্ণ একটী স্বতন্ত্র ও বৃহৎ মূল পুস্তক হইতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার রাজত্বাবসানের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে বিস্মিল্লা সাহিব্ নামক জনৈক লেখককর্তৃক ক্ষুদ্রাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুতরাং কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের ব্যবধানবর্তী লেখক কখনও তাজ খাঁর নামের পর ভ্রমপূর্বক 'মসনদ্-ই-আলা' সংযোজিত করেন নাই—ইহা নিঃসন্দেহ। এই বংশীয় অন্য কাহারও নামের সহিত 'মসনদ্-ই-আলা' উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে তাহা মূল বৃহৎ পুস্তকখানিতে উল্লিখিত থাকিত, এবং লেখকও তাঁহার লিখিত পুস্তকে উহার সন্নিবেশ করিতেন। তারপর, মস্নদ্-ই-আলার মস্জিদের খাদিম্গণের নিকট যে সনন্দ আছে তাহার মোহরটীতে 'তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলা' নাম আছে বলিয়া কেহ কেহ পাঠ করিয়াছেন। * সনন্দখানি কৃত্রিম হইলেও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত † অর্থাৎ তাজ খাঁর রাজত্বের দেড়শত

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের কালেক্টর ক্রোম্লীন্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া খাদিম্গণ এই সনন্দ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সনন্দের অপ্রকৃততা সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে, এখানে আমরা কেবলমাত্র সনন্দপ্রদর্শনের সময়টি ধরিয়াছি।

বৎসর পরে যে লোকের স্মৃতিপথে 'তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলা' নামই জড়িত হইয়া আসিয়াছিল—ইহা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহারও দশ বৎসর পূর্বে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড্ অফ্ রেভিনিউর নিকট প্রেরিত একটী 'আরজী'তে তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার নাম পাওয়া যায়। * হিজলী অঞ্চলে বহুদিন হইতে প্রচলিত 'মসন্দলীর গীত' এ অমিতবলশালী সিকন্দরের ভ্রাতা তাজ্‌খাঁই 'মস্‌নদ্-ই-আলা'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। † পোর্তুগীজ মিশনারী সিব্যাষ্টিয়ান্ ম্যান্‌রিক ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে ‡ অর্থাৎ ইখ্‌তিয়ার খাঁর সনন্দ লাভের প্রায় পাঁচ মাস পরে সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় হিজলীর তীরভূমিতে উপনীত হন। এই সময়ে হিজলীর অধিপতি 'মস্‌নদ্-ই-আলা' ছিলেন—ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। হিজলীর নবাব বংশের 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধি তাজ্‌খাঁ ভিন্ন অন্য কাহারও ছিল না। সুতরাং ম্যান্‌রিক্ বর্ণিত 'মস্‌নদ্-ই-আলা' তাজ্‌খাঁ ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

এক্ষণে কথা এই,—তাজ্ খাঁর 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধি বাদ্‌শাহ্ প্রদত্ত—কি স্বগৃহীত বা অন্য কোনও রূপে প্রাপ্ত? শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন 'খাফি খাঁ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আকবর পাঠানদের প্রতি অত্যন্ত নারাজ ছিলেন এবং কাহাকেও পাঠান উপাধিগুলি দিতে চাহিতেন না। 'মস্‌নদ্-ই-আলা' (First class noble or minister) পাঠানদের

---

* Price's *Notes on Midnapore, p. 27, foot note.*

† পরিশিষ্টে 'মসন্দলীর গীত' দ্রষ্টব্য।

‡ 'We entered the braces on the day of the Holy Trinity'. Cardon's Translation of Manrique's *Itinerario.* ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্টার পর্ব ২৩শে এপ্রিল হয় বলিয়া 'Holy Trinity'র উৎসব ১৮ই জুন সম্পন্ন হইয়াছিল (Fr. L. Bernard, *S. J.*, Kurseong, referred toby Fr. Hosten)। এই দিন ম্যান্‌রিক্ হিজলীর চরে প্রবেশ করেন।

বিশেষ উপাধি। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল বঙ্গে ব্যবহৃত হওয়া বিশ্বাসের অতীত। আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসা খাঁ 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। * * কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার জমিদারদের পিষিয়া দেওয়া হইল, এবং পাঠানগণ মাথা তুলিবার শেষ স্থান হারাইল, তাহার পর অর্থাৎ ১৬১০-১১ এর পর হইতে সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কেহ যে 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধি পাইল—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইসা খাঁর পৌত্র মুনওয়র খাঁকে কখনও 'মস্‌নদ্-ই-আলা' বলা হয় নাই। সুতরাং ১৬২৮—৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাজ্ খাঁ 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। * * তবে কি ১৬৫৭-৫৯ পর্যন্ত বঙ্গে অরাজকতার সময়ে তাজ্ খাঁ জোর করিয়া এই উপাধি ধারণ করেন? * আমাদের মনে হয়, কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কররাণী বংশীয় গৌড়ের বিজেতা ও শাসনকর্তা তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার বিখ্যাত নামের স্মৃতি অনুসারে হিজলীর সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার তাজ্ খাঁর সভাসদ্ ও প্রজাবর্গ তাঁহাকে গৌরবমণ্ডিত 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধিতে অভিহিত করেন। † তাজ্ খাঁর সংস্থাপিত মস্‌জিদ্ লিপিতে 'মস্‌নদ্-ই-আলা' উপাধি দৃষ্ট হয় না;—ইহা তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক অথবা বাদ্‌শাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত বা অনুমোদিত নহে বলিয়াও হইতে পারে। ১৬৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে অরাজকতার সময়ে তাজ্ খাঁর পুত্র বাহাদুর হিজলীর জমিদার ছিলেন,—তাহা এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। এই বিদ্রোহের সময় উপাধি গৃহীত হইলে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যান্‌রিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহা প্রকাশিত হইত না। সুতরাং মনে হয় যে কোন প্রকারে, উপাধিটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

* অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত।

† শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় লেখকের এই অনুমান সমর্থনযোগ্য মনে করেন।

যাহা হউক—স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে বাকর খাঁর সুবাদার পদে নিয়োগ হইতে ম্যান্‌রিকের হিজলী আগমন—এই পাঁচ মাস ব্যবধানের মধ্যে ইখ্‌তিয়ার খাঁ ও তৎ পুত্র দাউদ্ খাঁর জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল, এবং মস্‌নদ্-ই-আলা তাজ্ খাঁ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে দাউদ্ পিতার জীবিতাবস্থাতেই গতাসু হওয়ায় ইখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পরেই তাজ্‌খাঁ রাজত্বলাভ করিয়াছিলেন। ফার্সী ইতিবৃত্তলেখক স্বীয় স্বভাবসুলভ কল্পনার বশে দাউদ্‌কে পিতার মৃত্যুর পর জীবিত ও রাজ্যাধিকারীরূপে বর্ণনার প্রলোভন ত্যাগ করেন নাই। রহ্‌মতের 'ইখ্‌তিয়ার খাঁ' উপাধি লাভের সময়ে আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে ভীমসেন মহাপাত্র দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডাকে কর্মচারিরূপে নিযুক্ত দেখিতে পাই। ইঁহাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত অন্য দুইজন বাহাদুর খাঁর সময় পর্যন্ত জীবিত ও রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভ্যালেন্টিনের লিখিত বিবরণে জানা যায়—১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর ঢাকা হইতে পলায়ন করেন। * ফার্সী হস্তলিপির মতে বাহাদুরের পলায়নের পূর্বে সান্নিপাত রোগে ভীমসেনের মৃত্যু হয়। ভীমসেন বাহাদুরের মন্ত্রিত্ব করিতে পারেন নাই। মুঘল সৈন্যকর্তৃক বাহাদুর পরাজিত ও ধৃত হইবার পর বাহাদুরের জমিদারী তাঁহার দুইজন কর্মচারী দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডাকে মুঘল সেনাপতি ভাগ করিয়া দেন। বাহাদুর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সুবাদার খান্ ই-দৌরান্ কর্তৃক পরাস্ত ও সপরিবারে ধৃত হন। † সুতরাং রহমতের ইখ্‌তিয়ার খাঁ

ইখ্‌তিয়ার ও দাউদের স্বল্পকাল-স্থায়ী রাজত্ব

* *Valentyn, Vol. V, p.* 158.

† At a subsequent date probably 8th March 1661, on which Subadar left Katak to chastise Lakshminarayan Bhanj, Raja of Keonjar Bahadur, the rebel Zemindar of Hijli was captured with his family.—*Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Vol.* 11,*Part ii*,1916,*p*.164.

উপাধি লাভের সময় হইতে বাহাদুর খাঁর সময় পর্যন্ত ৩৩ বৎসর বা ততোধিক কাল দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকা দাস কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ভীমসেন মহাপাত্র ইঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন,—কারণ ইঁহাদের নিযুক্তির পূর্ব হইতে তিনি ইখ্‌তিয়ার খাঁর কর্মচারিত্বে নিয়োজিত ছিলেন—তাহা আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে পাইতেছি। এরূপ স্থলে বাহাদুর খাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবিত না থাকাই স্বাভাবিক। এই সমস্ত কর্মচারী মস্‌নদ্‌-ই-আলার চারি পুরুষব্যাপী সময় কার্য করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা ইখ্‌তিয়ার খাঁ ও দাউদ্‌ খাঁর নামমাত্র সময় রাজত্বই সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

ভ্যালেন্টিনের স্মারকলিপি

ওলন্দাজ লেখক ভ্যালেন্টিন্‌ (১৬৬১—৬৪) তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন,—কটক উড়িষ্যার শাসনকর্তার রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের সহিত হিজলী দ্বীপ সংযুক্ত করিয়া ইহার আয়তনের বৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছিল। হিজলী অনেক দিন হইতে স্বতন্ত্র রাজার অধীন ছিল,—১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে উহা মুঘল শক্তির হস্তগত হয়। * হিজলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাল্যকাল হইতে বন্দী ছিলেন;—তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বপক্ষীয় লোকের সহায়তায় কোনও উপায়ে পলায়ন করিয়া হিজলী পুনরধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে বহুদিন রাজত্বসুখ ভোগ করিতে হয় নাই; ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সাহায্যে তিনি আওরংজেব-কর্তৃক বিজিত হইয়া শৃঙ্খলিত ও কারারুদ্ধ হন। এবার তাঁহার প্রতি

* ইহা ভ্যালেন্টিনের ভ্রম বলিয়া মনে হয়; কারণ মুঘলেরা ইহার পূর্বেই উড়িষ্যা জয় করিয়াছিল। সেই সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীরাজ্য স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফার্সী হস্তলিপিতে আমরা দেখিতে পাই—ইখ্‌তিয়ার খাঁ এই সময়ের পূর্বে উড়িষ্যার মুঘল সুবাদার বাকর খাঁর (১৬২৮) নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-প্রধান শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের বিবাহ সংঘটিত হইবার পূর্বে তাঁহার ভাবী শ্বশুর হিজলীর মণ্ডলেশ্বর (tributary chief) বলভদ্র মহাপাত্র লক্ষ টাকা বাকি রাজস্বের জন্য মেদিনীপুরে সুবাদারের নিকট কারারুদ্ধ হন।

পূর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা হয়। * হুগলীর যে শাসনকর্তা সেনাপতিরূপে এই যুদ্ধে মুঘলসম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই এই নববিজিত দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে একজন ক্ষুদ্রতর রাজার দ্বারা এই প্রদেশ শাসিত হইত। ইতঃপূর্বে শাহ্ শূজা তাঁহার শাসনকালে হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—এই জন্যই হিজলীর অবস্থান উড়িষ্যার অন্তর্গত হইলেও উহা বঙ্গদেশে যুক্ত হইয়াছে।'† ভ্যালেন্টিন্ এই ঘটনার সময়েই এই দেশে ছিলেন বলিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশ্বাস্য ও মূল্যবান।

বাহাদুর খাঁর ঐতিহাসিকত্ব

বাহাদুর খাঁ রাজস্বের দায়ে অল্প বয়স হইতে ঢাকাতে আবদ্ধ ছিলেন এবং পরে তাঁহার মাতুল রহ্মন্ খাঁর সাহায্যে সিংহাসনলুব্ধ আওরংজেবের পিতৃ-দ্রোহিতা ও ভ্রাতৃ-দ্রোহিতার সুযোগে ঢাকা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে পলাইয়া আসিয়া হিজলীতে পুনরভিষিক্ত হন—তাহা আমার প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপি হইতে জানিয়াছি। 'পাদিশাহ নামা' নামক ফার্সী পুস্তকে আছে,—'১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ কুমার শূজা প্রেরিত বিবরণে অবগত হইলেন যে, হিজলী ও তত্রত্য দুর্গ তিনি জয় করিয়াছেন। হিজলী উড়িষ্যার অধীনস্থ প্রদেশ,—ইহার জমিদার উড়িষ্যার শাসন-

---

'মেদিনীপুরেতে পাতসহ সুবাস্থানে। কড়াকড়ি দ্রব্য লঞা করিল দর্শনে॥
বাকি লক্ষ টাকা আছে হিজলীমণ্ডলে। দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিলা তাহারে॥'
—রসিক মঙ্গল, ১০ম লহরী)। রসিকানন্দের ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার কৈশোরেই বিবাহ সংঘটিত হয়;—সুতরাং ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বে যে হিজলীর অধীশ্বর বলভদ্রকে বাদ্শাহ বাকি রাজস্বের জন্য বন্দী করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিব্যাষ্টিয়ান্ ম্যান্‌রিক্‌কে হিজলীতে মুঘল-মান্যকারী মস্‌নদ্-ই-আলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখা যায়।

* হিজলীর মস্‌নদ্-ই-আলা সম্বন্ধীয় ফার্সী হস্তলিপির সহিত এই বিবরণের সামঞ্জস্য আছে।

† *Valentyn's Memoir, vol. v., p. 158.*

কর্তার ন্যায় সম্রাটের কার্য করেন এবং ঐ প্রদেশের শাসনকর্তার অবস্থার ও বিচারক্ষমতার উপযোগী রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন। উড়িষ্যার কর্তৃত্বভার কুমার শূজার উপর ন্যস্ত হইলে তিনি হিজলীর জমিদারকে পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর রাজস্ব চাহিলেন। হিজলীর জমিদার রাজস্বপ্রদানে বিলম্ব করায় শূজা তাঁহার উড়িষ্যাস্থ প্রতিনিধি জানবেগকে উক্ত জমিদারকে ধৃত ও হিজলী জয় করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। জানবেগ অবিলম্বে হিজলী অঞ্চল গমন করিয়া তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিলেন।' * ইহাদ্বারা বাহাদুরের রাজস্বের দায়ে ধৃত হওয়া বেশ সমর্থিত হইতেছে। হিজলীর এই ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বাহাদুর খাঁর সহিতই আওরংজেবের সংঘর্ষের বিষয় অন্য প্রামাণ্য বিবরণীতেও পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় রোহিলখণ্ডের 'মরকৎ-ই-হাসান'-এ অন্তর্গত রামপুর রাজ্যের নবাবের গ্রন্থাগারে বাহাদুর খাঁ রক্ষিত 'মরকৎ-ই-হাসান' নামক একখানি ফার্সী হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৌলানা আবুল্ হসন্ নামক এক ব্যক্তি ১৬৫৫-১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার সুবাদারগণের সচিবের (Secretary) কার্য করিয়াছিলেন;—এই হস্তলিপি তাঁহার পত্রাবলীতে পূর্ণ। খান্-ই-দৌরাণ্ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। 'মরকৎ-ই-হাসান'-এ লিখিত আছে,—'তিনি এই সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী সর্বপ্রথম শহর মেদিনীপুরে পদার্পণ করেন। কয়েক দিবস জেলার রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের কার্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জলেশ্বর যাত্রা করেন এবং ঐস্থানে উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলবাসী জমিদারগণকে পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা প্রদর্শনের জন্য পত্র লেখেন। হিজলীর কার্য সর্বাগ্রে শেষ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কারণ ঐস্থানের জমিদার বাহাদুর বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড় পর্যন্ত

* খুদাবখ্শ্ লাইব্রেরীর হস্তলিপি,—ওয়ারিসের পাদিশাহ্‌নামা, পত্রাঙ্ক ৫০।

পথ নিরাপদ করিতে হইলে তাঁহাকে বিজিত করা আবশ্যক। কিন্তু অন্যান্য জমিদারের বিবরণে প্রকাশ হিজলীদেশ এক্ষণে জল ও কর্দমাবৃত ;—অশ্বারোহীর ত' কথাই নাই,—এমন কি পদাতিক সৈন্যেরও সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কিয়ৎকাল পরে জেলার রাস্তা-গুলি পুনরায় শুষ্ক হইলে যুদ্ধযাত্রা করা যাইবে। সুতরাং খান্-ই-দৌরাণ্ এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবরের শেষার্দ্ধভাগে সরাসরি জলেশ্বরে গমন করিলেন। সুবাদারের আগমনবার্তা শ্রবণে বাহাদুর বশ্যতা স্বীকার পূর্বক জলেশ্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন। * * পরে বাহাদুর তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন পূর্বক বিরুদ্ধাচারিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন।' * অতঃপর 'মরকৎ-ই-হাসান'-এ লিখিত আছে,—'বাদ্শাহী সৈন্য হিজলী জয় করিয়াছে ;—বাহাদুর তাঁহার অবাধ্যতার (অর্থাৎ বিদ্রোহ) জন্য সপরিবারে ধৃত (১৬৬১ খ্রীঃ) হইয়াছেন।' †

ওলন্দাজ কুঠীসমূহের সমসাময়িক চিঠিপত্রে বাহাদুর খাঁ

ওলন্দাজদিগের সমসাময়িক চিঠিপত্রেও বাহাদুর খাঁর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সময়ে ওলন্দাজকুঠীসমূহের কর্মচারীগণের মধ্যে যে সমস্ত পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহার মর্ম 'Batavia Dagh—Register, 1661' নামক পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পত্রের মধ্যে বাহাদুর খাঁ-সংসৃষ্ট পত্রগুলির প্রথমটী ১৬৬০, নভেম্বর তারিখযুক্ত। উহা হইতে জানা যায়—হিজলী দ্বীপের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বাহাদুর খাঁ (Badro chan) শাহ্ শূজা কর্তৃক বন্দিরূপে অবস্থান কালে পলায়ন করিয়া ঐ দেশ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। খাঁ-ই-খানান্ মীরজুম্লা এইজন্য বিচলিত হইয়া ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ ও ইংরাজদিগকে ঐ রাজ্য পুনর্বিজয়কার্যে সাহায্য প্রার্থনা করেন। খান্-ই-দৌরাণ্ উড়িষ্যার

* Sarkar's *Studies in Mughal India, pp. 205-206.*
মরকৎ-ই-হাসান হস্তলিপি—১৩৯ ও ১৮১ পৃষ্ঠা (পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।

† মরকৎ-ই-হাসান—১১৬ পৃঃ (পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসায় এই সাহায্যগ্রহণ স্থগিত হয়। দ্বিতীয় পত্রখানি ১৬৬০, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত। এই পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, মীরজুম্‌লা সম্রাটকে হিজলী দ্বীপ বঙ্গদেশের সহিত সংযোগে সম্মত করিয়া বাহাদুর খাঁকে পরাজয়ের আয়োজন-ব্যাপারে একটি ইংরাজ 'স্লুপ্‌' ও একটি ওলন্দাজ জলিবোট (galliot) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় পত্রটি ১৬৬১, ২৯শে জানুয়ারী হুগলী হইতে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে উক্ত আছে,-নবাব বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। ওলন্দাজেরা সাহায্যস্বরূপ একটি তরণী হিজলীতে পাঠাইয়াছেন। ঐ বর্ষের ৭ই মার্চের একটি পত্রে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, ওলন্দাজদিগের সাহায্যপ্রভাবে ঐ সময়ে হিজলী বিজিত হইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগের নেতা কমাল্‌ খাঁ * নিহত এবং স্বয়ং বাহাদুর ধৃত ও বন্দী হন। এই সম্বন্ধে শেষ পত্রটির তারিখ ১০ই অক্টোবর, ১৬৬১; ইহাতে বর্ণিত আছে যে, ৬ই মে বাহাদুর খাঁ এগার জন অনুচরসহ বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হইলেন। মীরজুম্‌লা ওলন্দাজ-দিগের সাহায্যের পরিবর্তে কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন নাই। †

* উইলিয়ম্‌ ফষ্টার্‌ কমাল্‌ খাঁকে বাহাদুর খাঁর ভ্রাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (*The English Factories in India*, 1661-64, *p.* 70)। কিন্তু বাহাদুর খাঁর কোন ভ্রাতার সংবাদ হিজলীর ইতিহাস সম্বন্ধীয় হস্তলিপি বা অন্যত্র হইতে অবগত হওয়া যায় না। ভিক্ষুক ফকিরগণ যে মস্‌নদ্‌-ই-আলা সম্বন্ধীয় গীত গাহিয়া থাকে তাহাতে আছে—'কমাল্‌ জমাল্‌ দুই জমাদার ছিল, ছোট ভাই সিকন্দরে তার সঙ্গে দিল।' ইহাদ্বারা বোধ হয়, কমাল্‌ খাঁ বাহাদুর খাঁর সেনাপতি হইতে পারেন; তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার সময়ে ইনি অধস্তন সৈনিক (জমাদার) বা কর্মচারী ছিলেন,—পরে বাহাদুরের সময় সেনাপতির পদে উন্নীত হন।

† *Batavia Dagh-Register*, 1661, *pp.* 6, 75, 238, 387, referred to in W. Foster's *The English Factories in India*, *pp.* 68-70.

উপরে উক্ত হইয়াছে যে বাহাদুর ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে শুজা কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। হিজলীতে ফার্সী হস্তলিপিতে বাহাদুরের রাজস্বের দায়ে ঢাকায় আটক হওয়ার বিষয় উক্ত আছে। শুজা বাহাদুরকে ঢাকায় লইয়া গিয়া 'নায়েবি' প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হস্তলিপি পাঠে জানা যায়। 'নায়েবি' পদ ফার্সী ইতিবৃত্ত লেখকের অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় বাহাদুর শূজার সুদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহার পারিষদ্‌বর্গের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকিবেন। ১৬৫১ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বৎসর কাল বাহাদুর ঢাকায় অবস্থান করিয়াছিলেন, পরে তিনি পলায়ন করিয়া হিজলীতে উপস্থিত হইলে বিদ্রোহী গণ্য হইয়া পরাজিত ও ধৃত হন। বাহাদুরের পর তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা-বংশীয় অন্য কেহ হিজলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ভ্যালেন্টিন্ বলিয়াছেন,—মুঘলেরা হুগলীর শাসনকর্তাকে হিজলীর ভারার্পণ করিলে তিনি জনৈক ক্ষুদ্রতর রাজাকে হিজলীর জমিদারী প্রদান করেন। ফার্সী হস্তলিপি পাঠে জানা যায়, বাদ্‌শাহের 'বড় দেওয়ান' দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডাকে জমিদারী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্পণ করেন।

হিজলী রাজ্যের পরিণাম

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার প্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদ্-গাত্রে আরবী ও ফার্সী অক্ষরে লিখিত একটী প্রস্তরলিপি আছে। তাহার বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ইহাতে মস্‌জিদ্ নির্মাণ সমাপ্তির অব্দ ১০৫৮ বলিয়া লিখিত আছে। এই '১০৫৮ হিজলী' দ্বারা ১৬৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ সূচিত হয়। সুতরাং তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা ১৬২৮ হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—ইহা বেশ সমর্থিত হয়। ফার্সী হস্তলিপিতে আছে,—তাজ্ খাঁ রাজ্য-ভোগলালসায় বিরাগী হইয়া স্বীয় পুত্র বাহাদুরকে যৌবরাজ্যে

হিজলীর মস্‌জিদ্‌লিপি

অভিষিক্ত করিবার অব্যবহিত পরেই বাহাদুর রাজস্বের দায়ে ঢাকায় বন্দী হন। 'পাদিশাহ্ নামা'তে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরের বন্দী হইবার কথা জানা যায়। সুতরাং বাহাদুর ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। বাহাদুরের বন্দী অবস্থায় নয় বৎসর কাল তাজ্ খাঁর জামাতা জৈন্ খাঁ 'হিজলী রাজ্যের কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। জৈন্ তাঁহার রাজ্য-লাভে সহায়তাকারী দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তের ক্রীড়নক-স্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব শেষোক্ত দুই ব্যক্তিই করিতেন। ইঁহাদের অপরিমিত প্রভাবের জন্যই বাহাদুরের পরাজয়ের পর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারাই হিজলী রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার জীবিতাবস্থাতেই বাহাদুর খাঁ বন্দী হন বলিয়া ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত আছে। প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুতে ও প্রাণোপম পুত্রের বন্দিত্বে এবং পত্নী, জামাতা ও বিশ্বস্ত কর্মচারিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহারে কোমলহৃদয় তাজ্ খাঁর জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পুত্রের বন্দী হইবার অত্যল্প কাল পরেই মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৬৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

মীর্জা ইস্‌ফন্দিয়ার

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে সম্রাট্‌পুত্র শুজা, আওরংজেব সৈন্যকর্তৃক খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও বঙ্গদেশে বিতাড়িত হইয়া পুনঃ বলসঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ এড্‌মণ্ড্ ফষ্টার (Edmond Foster) কর্তৃক হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষ ডেভিজ (Thomas Davies) সাহেবকে লিখিত একখানি পত্রে হিজলীর তৎকালীন শাসনকর্তারূপে মীর্জা ইস্‌ফন্দিয়ার নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পত্রখানির * অংশ বিশেষের

* পত্রখানি ৫ই জুলাই তারিখে লিখিত; ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে শুজা খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গে বিতাড়িত হন (Sarkar's

বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—'সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে শাহ্ শুজা সমুদয় জমিদারকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—যে সমস্ত ব্যক্তি যুদ্ধে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহারা অর্থ, অশ্ব, বণিকের নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বা সৈন্যসামন্ত যাহা গ্রহণ করিবে—তাহা সমস্তই তাহাদের থাকিবে,—কেবলমাত্র তাহাদের গৃহীত হস্তীগুলি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। জমিদারেরা ইতিপূর্বে আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবরুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এজন্য লুণ্ঠনের ভয়ে কোনও বণিক বা পত্রবাহক যাতায়াতে সাহস করে না। এই পত্র সুপরিচিত জেম্‌সের হস্তে পাঠাইলাম ; তিনি হুগলী যাইতে ভীত নহেন। গতকল্য অন্য একজন ফৌজ্‌দার আপনার দিকে পাঁচশত অশ্বারোহী লইয়া গিয়াছে,—সম্ভবতঃ বর্তমান সময়ে তাহার দ্বারা পথ পরিষ্কৃত হইবে। সে আপনার হুগলী শহর পুনরধিকার করিয়া মেদিনীপুর যাইবার আশা করিয়াছে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস এজন্য তাহার যে কষ্টাধিক্য হইবে তাহা তাহার জানা নাই। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, হিজলীর শাসনকর্তা মীর্জা ইস্‌ফন্‌দিয়ার ৬০০০ পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী ও কতিপয় বৃহৎ নৌকাসহ আপনার নগর রক্ষার সামর্থ খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে আপনার দিকে অভিযান করিতেছে। মীরজুমলা তাহার সৈন্যদলের অধিকাংশসহ এই স্থান হইতে নয় ক্রোশের মধ্যে 'শেখ দীঘি' নামক পুষ্করিণীর নিকটে শিবির-সন্নিবেশপূর্বক অবস্থান করিতেছে। তাহারা অমাবস্যার পর যাত্রার উদ্দেশ্য করিয়াছে।' * হিজলীর শাসনকর্তা এই ইস্‌ফন্‌দিয়ার বেগ্ বা মীর্জা, জনৈক বিখ্যাত মুঘল কর্মচারী ছিলেন।† বাহাদুরের বন্দী অবস্থায় জৈন্ খাঁ-ই মুঘল কর্তৃপক্ষের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া

studies in Mughal India, p. 41)। সুতরাং ৫ই জুলাই তাঁহার বঙ্গে সৈন্যসংগ্রহের উক্তি সমীচীন।

* Foster, *English Factories, p.* 290.

† Sarkar's *History of Aurangzeb, iii, 2nd ed., pp.* 159, 191.

কূটনীতিজ্ঞ ভীমসেন মহাপাত্রাদি কর্মচারিগণের সাহায্যে রাজকার্য নির্বাহ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জৈন্ খাঁ জমিদাররূপে মুঘলের আশ্রিত ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গ শূজার অধীন ছিল। ভ্রাতৃ-শত্রুতায় ভীত ও বিব্রত শূজা সম্ভবতঃ জৈন্‌কে বিশ্বাস করিয়া হিজলীর ফৌজ্‌দারী সমর্পণ করিতে সাহস করেন নাই; তজ্জন্য স্বীয় বিশ্বস্ত কর্মচারী ইস্‌ফন্‌দিয়ারকে হিজলীর ফৌজ্‌দার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। বাহাদুর ঢাকা হইতে পলায়নপূর্বক হিজলীর সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া মুঘলের সহিত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন এবং অচিরে তাহার ফলস্বরূপ উচ্ছিন্ন হন।

রসিকমঙ্গল

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্রীমৎ শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ ১৫১২ শকে * অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। ইনি ৬২ বৎসর অর্থাৎ ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। † 'রসিকমঙ্গলে' রসিকানন্দের অনুসঙ্গী বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে;—

'হিজলী মণ্ডলে বৈকুণ্ঠ মহাশয়।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাহার হৃদয়॥
শত শত সাধু সেবা করে নিরন্তর।
আসনা বিকাঞ্যা সাধু সেবে দৃঢ়তর॥' ‡

কাঁথির বসন্তিয়া-নিবাসী মোহন্ত রায় রাধাশ্যাম দাস অধিকারীর পূর্বপুরুষ এই বৈকুণ্ঠ। গুণগ্রাহী তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলা বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়ের ভগবৎনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রী৺গোকুলচন্দ্র রায় ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য কয়েকখানি

* 'হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন।
শকাব্দ পনরশ'বার আছয়ে প্রমাণ॥'
শ্রীসারদাপ্রসাদ মিত্র-প্রকাশিত 'রসিকমঙ্গল', ১৭ পৃঃ।

† 'এই ভাবে বাষট্টি বৎসর কৈল খেলা।
এবে গিয়া দেখিব কৃষ্ণের নিজ লীলা॥' ঐ—১৪৬ পৃঃ।

‡ 'রসিকমঙ্গল' ১৪৩ পৃঃ।

গ্রাম দেবোত্তরস্বরূপ দান করেন। রায় রাধাশ্যাম দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, মসনদ্-ই-আলা প্রদত্ত সনন্দ তাঁহার গৃহে বর্ত্তমান আছে।

পীর মখ্দুম্ শাহ্

হস্তলিপিতে উক্ত আছে যে, তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা পটাশপুরের মখ্দুম্ শাহ্ নামক বিখ্যাত 'পীর'কে ধর্মগুরুত্বে বরণ করিয়া ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হিজলীর লোকমুখে প্রবাদরূপে এখনও ইহা বর্তমান রহিয়াছে।

খাজা শিব্লীর মস্জিদ্ লিপি

হিজলীর অরণ্যমধ্যে একটি ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মস্জিদ্স্থানকে স্থানীয় লোকে 'খাজা শিব্লীর আস্তানা' বলিয়া থাকেন। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, খাজা শিব্লী, তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার ধর্মজীবনের অতি শ্রদ্ধাস্পদ অনুসঙ্গী ছিলেন। ইঁহার ধর্মভাব তাজ্খাঁকে বহু পরিমাণে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।* এই ভগ্ন মস্জিদের মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরলিপি ছিল,—তাহার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রস্তরফলকখানি মেদিনীপুর শহরের মিঁয়াবাজার নিবাসী পরলোকগত মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব কর্তৃক তাঁহার কাঁথিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে অবস্থানকালীন মেদিনীপুরে নীত হইয়া তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত মস্জিদে সংযোজিত হইয়াছে। এই প্রস্তরলিপি দৃষ্টে জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ওণাও † নিবাসী সেখ কমর্ উদ্দীনের পুত্র খাজা শিব্লী কর্তৃক ১০১৯ সনে মস্জিদ্টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ)। মস্নদ্-ই-আলার ধর্মবন্ধু খাজা শিব্লীর মস্জিদ স্থাপনের এই অব্দ তাঁহার ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভেরই সমর্থক। ধর্মপ্রাণ খাজা শিব্লী

* 'মছন্দলীর পুঁথি'তে আছে—'খাজা শিব্লীর সমাজ আছে নদীর কেনারে, ঠিক যেন আস্তানার খাড়া পূর্বধারে॥ দুই ঋষি থাকিতেন সদা সর্বক্ষণ। সিংহাসনে বসিতেন তাজ খাঁ রাজন॥' (১০ পৃঃ)॥ দেশীয় কোনও অশিক্ষিত মুসলমান লেখক এই প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়া পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন।

† ওণাও বা উণাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লক্ষ্ণৌ বিভাগের একটি জেলা।

পূর্ব হইতেই মস্‌নদ্‌-ই-আলার পিতা ও পিতামহের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া হিজলীতে মস্‌জিদ্‌ স্থাপন পূর্বক সেই স্থানে ধর্মজীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন,—ইহা বেশ অনুমান করা যায়।

মস্‌জিদের গুড়িয়াগণ

তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা মস্‌জিদ্‌ স্থাপন করিয়া মস্‌জিদের কার্য নির্বাহের জন্য 'খাদিম্‌' বা পরিচারক,—শির্‌নি প্রস্তুতের জন্য গুড়িয়া, * দুধ যোগাইবার জন্য গোয়ালা, প্রহর † ঘোষণার জন্য 'ঘড়িয়াল', 'ধাম্‌সা' ‡ বাজাইবার জন্য বাদ্যকর প্রভৃতিকে লাখেরাজ § জমি দিয়া যথাবিধি সনন্দ প্রদানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের বংশানুক্রমে সেই লাখেরাজ জমি এখনও রহিয়াছে। মস্‌জিদের বর্তমান শির্‌নি প্রস্তুতকারকগণের

* গুড়ের দ্বারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত বলিয়া 'গুড়িয়া' পদবী হইয়াছে।

† একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট তাম্রপাত্র জলের টবে ভাসাইয়া দেওয়া হয়; ছিদ্রপথে সূক্ষ্মধারায় জলপ্রবেশ করিয়া ক্রমে পাত্রটি জলে ডুবিয়া গেলে এক প্রহর গণনা করা হয়। এই পাত্রটি এখনও বর্তমান আছে।

‡ কটাহাকৃতি বৃহৎ ঢাকবিশেষ; দুন্দুভি বা দামামা। 'শ্রীকবি-কর্ণপুর' ভণিতাযুক্ত সত্যপীরের পুঁথিতে 'কাদের বাদশাহে'র সেনাপতি 'আলম্‌ নস্করে'র শিকারসজ্জা বর্ণনায় আছে,—'হাতীর উপরে সাজে বড়ই ধাম্‌সা। তিকি তিকি খাণ্ডা সাজে আজব তামাসা ॥' ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরের শিকারযাত্রা প্রসঙ্গে আছে—'ধাঁউ ধাঁউ ধাম্‌সা বাজে ডিগ্‌ ডিগ্‌ দগড়ি। চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি ॥' (ধ. ম.—২য় সর্গ, গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রা)।

§ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জলামুঠা এষ্টেট্‌ সেটেল্‌মেণ্টের সময়ে মিঃ বেলী মস্‌নদ্‌-ই-আলার মস্‌জিদের কতকগুলি 'নাগরচী' বা বাদ্যকরের চাকরাণ (Service lands) বাজেয়াপ্ত (resumed) করেন; তাহার তালিকা এই,—ভুবন মেথর নাগরচী, বি. ৭৮৪৮০; শ্রীমন্ত ঘড়াই, গুপ্ত বিশাল, হীনু মেথর ও বড় কৃষ্ণ ঘড়াই প্রভৃতি 'নাগরচী' ও 'সোণারচী' (সানাইচী বা সানাই বাদক?) বি. ৪৮।০/০—*Jellamootah Report, p. 285.*

পূর্বপুরুষ বালেশ্বর হইতে আগত নিধু গুড়িয়া নামক ব্যক্তিকে তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা তাঁহার মস্‌জিদের শির্নি প্রস্তুতের কার্যে নিযুক্ত করেন। এই নিধু গুড়িয়ার জনৈক বর্তমান বংশধরের নিকট হইতে পুরাতন তুলট কাগজে লিখিত তাহাদের একখণ্ড বংশপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শাহী বেগম

ফার্সী হস্তলিপিতে এক স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা রাজত্বপ্রাপ্তির পর কটকে সুবাদারের সহিত উপঢৌকনাদি সহ সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে জলেশ্বরের নিকটে পরলোকগত কৎলুর মাতা শাহী বেগমের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন,—এবং তাঁহাকে তাঁহার অনুচরবর্গসহ নিজ রাজধানী হিজলীতে সসম্মানে স্থান প্রদান করেন। মসনদ্-ই-আলার পরিবারবর্গ ইঁহার নিকট বাদ্‌শাহী আদব্ কায়দা শিক্ষার্থ ইঁহাকে হিজলী লইয়া যান। এতদ্দারা বেশ উপলব্ধি হয়,—শাহী বেগম বাদ্‌শাহ্ কৎলু অর্থাৎ উড়িষ্যার জমিদার দাউদের মন্ত্রী ও পরবর্তী সুবাদার কৎলু খাঁরই মাতা। দাউদের পতনের পরে কৎলু খাঁ সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া (১৫৮১ খ্রীঃ) কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। যুবকপুত্রের মৃত্যুর পর কৎলু খাঁর জননী আটত্রিশ বা তদূর্দ্ধবৎসর পর্যন্ত জীবিতা থাকিবেন, ইহা আদৌ অসম্ভব নহে।

সংক্ষিপ্তসার

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা বংশের পাঁচজন রাজা হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সংস্থাপক ইখ্‌তিয়ার ও তৎপুত্র দাউদের পাঁচ মাস মাত্র রাজত্বাবসানে তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা হিজলীর সিংহাসনারূঢ় হন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় পুত্র বাহাদুর খাঁকে রাজ্যভার ন্যস্ত করেন। বাহাদুর গৃহ চক্রান্তে রাজস্বের দায়ে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী হইলে তাজ্ খাঁর জামাতা জৈন্ খাঁ হিজলীর রাজত্বভার গ্রহণ করেন।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাহাদুর স্বক্ষমতা লাভ করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলকর্তৃক বাহাদুরের পরাজয়ের পর এই বংশের গৌরব-সূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল। ইহার পর এই বংশীয় কেহ হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাই।

তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার বংশলতা
ও
তদ্বংশীয় হিজলী রাজগণ
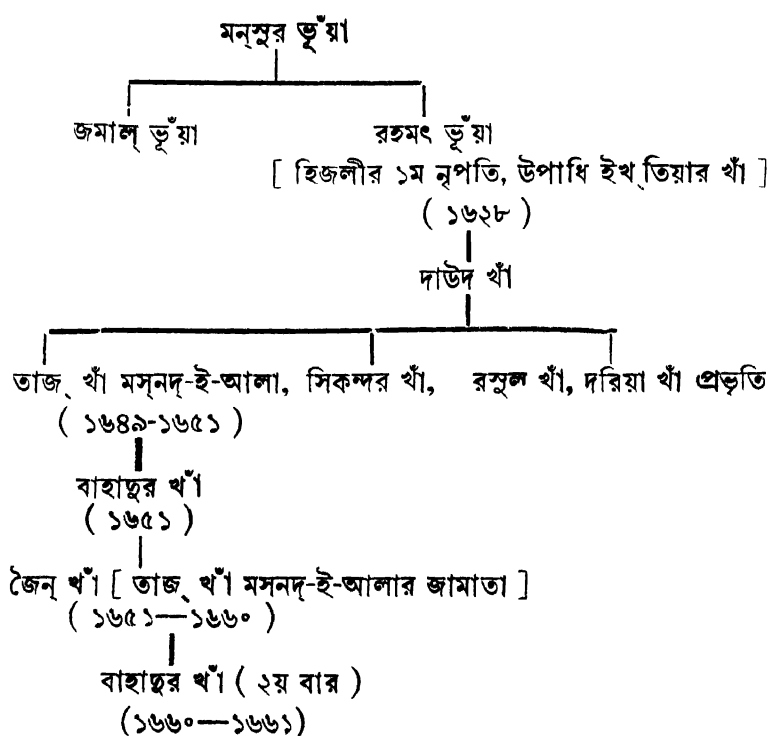
ষষ্ঠ অধ্যায়

হিজলী রাজ্য

হিজলী রাজ্য সুবিস্তৃত ছিল। মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশের রাজধানী হিজলী দ্বীপে অবস্থিত ছিল, পূর্বে বলা হইয়াছে। ভাগীরথীর স্রোতবাহিত পলি মৃত্তিকায় এই দ্বীপের উৎপত্তি হইয়া কালক্রমে দেশভাগের সহিত ইহার সংযোগ ঘটিয়াছে—ইহাও আলোচিত হইয়াছে। এই হিজলী দ্বীপ মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশের পতনের (১৬৬১) প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে টমাস্ বৌরীর অঙ্কিত মানচিত্রেও নদী-বেষ্টিত দেখা যায়। হিজলী ও খেজুরী * এই দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী জলস্রোত 'কাউখালী নদী' নামে অভিহিত হইত। উভয় দ্বীপের উত্তরপ্রান্ত সুপ্রশস্ত জলভাগ দ্বারা দেশাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখনও কাউখালীর আলোকগৃহে † নিকটবর্তী সঙ্কীর্ণ ও অগভীর কাউখালীর খাল প্রাচীন কাউখালী নদীর অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। ‡ বর্তমান শুষ্কপ্রায় কুঞ্জপুর খাল

হিজলী ও খেজুরী দ্বীপ

* খেজুরী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক সঙ্কলিত 'কস্‌বা হিজলীর বিবরণ' পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

† 'কাউখালীর আলোকগৃহ', 'মাসিক বসুমতী', ভাদ্র ১৩৩০।

‡ ইংরাজী ১৯১৩ সালে রসুলপুর নদীকে জলনির্গমের সুবিধার জন্য খালে পরিবর্তিত করিবার একটি কল্পনা হইয়াছিল। এই কল্পনা বা Scheme এর প্রধান জল নির্গমদ্বার (Main out-fall sluice) নির্মাণ জন্য কাউখালীর সন্নিকটে পূর্তবিভাগ হইতে খনন (Boring) দ্বারা মৃত্তিকাস্তরের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। কাউখালীর সন্নিকটে পাঁচটি খনন দ্বারা জানা গিয়াছিল ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৫ হইতে ২০ ফুট নিম্নে জলমিশ্রিত ধূসর নীল (Grey blue) বর্ণের সূক্ষ্ম বালুকাস্তর বর্তমান। খনন পর্যবেক্ষণ কর্মচারী রিপোর্টে লিখিয়াছেন—এই 'চোরাবালির' (Quick sand) অস্তিত্বদ্বারা প্রতিপন্ন হয় ইহার পূর্বদিকে

হিজলী ও খেজুরী দ্বীপদ্বয়ের উভয় প্রান্তবর্তী বিস্তৃত ও গভীর নদ্যংশের শেষ নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক উইলসন্ সাহেবের পুস্তকপাঠে জানা যায়, ১৬৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণকের সহিত আওরংজেবের সেনাপতি আব্দুস্ সমাদ-এর হিজলীতে সংঘর্ষ সময়ে খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয়কে স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারী এই কুঞ্জপুর খাল প্রশস্ত ও গভীর স্রোতস্বতী ছিল এবং বিশীর্ণ কাউখালী খাল কাউখালী নদীরূপে বর্তমান ছিল।* এই যুদ্ধ মস্‌নদ্-ই-আলা বংশ লোপের ত্রিশ বৎসর মাত্র ব্যবধান মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।†
'মসন্দলীর গীতে' আছে—

'চারিদিকে লোনা পানি মধ্যেতে হিজলী,
তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী।'

ইহা মস্‌নদ্-ই-আলার রাজধানীর তৎকালীন দ্বীপরূপে অবস্থিতিরই সমর্থন করে। খেজুরী দ্বীপও এই রাজধানীর বেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খেজুরীতে মস্‌নদ্-ই-আলার দুর্গ অবস্থিত ছিল। বাহাদুরের পতনের কিঞ্চিদধিক বিংশতি বৎসর পরে উইলিয়ম্ হেজেজ্ খেজুরীতে একটি ভগ্নাবশিষ্ট খড়ের ছাউনিযুক্ত মৃৎপ্রাচীরের দুর্গ ও দুইটি কামান দর্শন করিয়াছিলেন

বর্তমান লুপ্ত একটি নদী ছিল ('The quick sand further may be due to an old silted river bed.'—*P. W. D. Report on the Rasulpur Drainage Scheme, 1913.*)। ইহাই যে বিলুপ্ত কাউখালী নদী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* "The Kunjapur Khal was then a deep, broad stream which completely cut off Khejri and Hijli from main land, and these again were divided into two distinct islands by the river Cowcolly of which the channel now completely vanishes." Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol. ii, p. 105.*

† কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব্ চার্ণক্ শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া এখানে আশ্রয় লইলে সম্রাট্ আওরংজেবের সৈন্য এই দ্বীপে তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিষয় এই গ্রন্থের অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে।

বলিয়া তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন।* ইহা যে মসৃনদ্-ই-আলা বংশীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিজলী ও খেজুরী দ্বীপ এইরূপ স্বাভাবিক পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় শত্রুর দুর্ভেদ্য এবং রাজধানীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ছিল।

হিজলী শহর

হিজলী শহর ও নিজকস্‌বা দক্ষিণ দিকে সমুদ্র পর্যন্ত অনেক দূর বিস্তৃত ছিল; এই অংশে রাজধানী, অভিজাত-গণের বাসস্থান, শহর এবং দুর্গাদি অবস্থিত ছিল। ম্যান্‌রিক্ সাগরবেলা হইতে স্পেনীয় ৩ লীগ্ বা ১৩½ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন হিজলীর সান্নিধ্যেই সমুদ্র। রাজধানীর অধিকাংশ ভাগ সমুদ্র-সমাধিলাভ করিয়াছে। ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট্ ম্যাথিসন্ (Lt. Matheson) মাজনামুঠা জমিদারীর কস্‌বাহিজলী পরগণার যে ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে 'বাব্‌গেড়্যা' ও 'আমকুলি' নামক দুইটি মৌজা বর্তমান ছিল, পরে ঐগুলি সমুদ্রগত হইয়াছে।† জলামুঠা জমিদারীভুক্ত যে সমস্ত গ্রাম হিজলী বা খেজুরী দ্বীপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত-ভাবে বর্তমান, তাহা 'কেওড়ামাল পার বিশ্‌ওয়ান্' পরগণার অন্তর্গত। এই কেওড়ামাল পার বিশ্‌ওয়ান্ পরগণার কতকগুলি গ্রাম কালেক্টরীর "মৌজাসুমারি" কাগজে তালিকাভুক্ত থাকিলেও ১৮৪৫ সালের সেটেল্‌মেণ্টের সময় নষ্ট হয় নাই। মিঃ বেলী অপ্রাপ্ত গ্রামগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ‡ :—

* '11th March, 1683. Being got up with Kegaria (Kedgeree) we went on shore in our boats and landed at an old ruined castle with mud walls and thatched. We saw an Iron Gun mounted and an Iron Pateraro.'
Yule, *Diary of Wm. Hedges, vol. i, p. 67.*

† এই দুইটি মৌজায় স্থানীয় বিঘা কাঠার পরিমাণ—৩২৫ বিঘা ১৪ কাঠা ১২ ছটাক বা প্রায় ১৫০ একর ছিল। Bayley's *Memoranda of Midnapore, p. 77.*

‡ Bayley's *Jellamootah Report, p. 237.*

১। উত্তর থানাবেড়িয়া—বর্তমান থানাবেড়িয়া গ্রাম মাজনামুঠা জমিদারীভুক্ত; জলামুঠা নহে। একই গ্রাম এই উভয় এষ্টেটের জমিদারীভুক্ত থাকায় একই নামবিশিষ্ট দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মৌজাতে পরিণত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এরূপ স্বাতন্ত্র্য কেবল পরগণা ও তৌজি সংখ্যাদ্বারা নির্ণীত হয়।

২। কাউখালী—জলামুঠা জমিদারীতে কাউখালী মৌজা নাই; মাজনামুঠা জমিদারীতেও এই নামবিশিষ্ট কোন গ্রাম নাই। বর্তমান কাউখালীর বাতিঘর মাজনামুঠা জমিদারীর থানাবেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত।

৩। খেজুরী—বর্তমান খেজুরী গ্রাম মাজনামুঠাভুক্ত, জলামুঠাভুক্ত খেজুরীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এই খেজুরী ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল।

৪। বোগা—বর্তমান বোগা গ্রাম মাজনামুঠাভুক্ত; আমলী ১২০২ সালে অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের 'হস্তবুদ্' কাগজে জলামুঠা জমিদারীভুক্ত বোগা দৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তৎপূর্বে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

৫। দক্ষিণ থানাবেড়িয়া—আমলী ১২০২ সালের পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত গোবিন্দপুর, যশুয়া ও বনবাশাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেকাংশ সমুদ্রগত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রাম লইয়া হিজলীদ্বীপ আয়তনে সুবৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। রাজধানী হিজলীর কতকাংশ বর্তমান সময় অরণ্যসঙ্কুল; প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ভিন্ন কিছুই অবশেষ নাই।

সবং ও মহিষাদল

ফার্সী হস্তলিপিতে জানা যায় 'মস্‌নদ্-ই-আলা' সবং পরগণার 'খোদামাদা' বা 'ঘোড়ামারা' নামক গ্রাম শাহ্ আলা নামক সাধু পুরুষকে দান করেন। মস্‌নদ্-ই-আলার পিতামহ ইখ্‌তিয়ার খাঁ ভোগ্‌রাই *, পটাশপুরের

* "Bhograi with a fort: A large pargana at the mouth of the Subarnarekha partly in Balasore, partly in

কতকাংশ*, অমর্শি, ভুঞ্যামুঠা, শুজামুঠা ও জলামুঠা হস্তগত করিয়াছিলেন বলিয়া এই হস্তলিপিতে উক্ত আছে। রহ্‌মতের জমিদারী 'চাকলে ‡ হিজলী সুবা মোতালকে উড়িষ্যা' বলিয়া অভিহিত ছিল। পরবর্তী সময়ে তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা যখন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বশ্যতাস্বীকারের জন্য পত্র প্রেরণ করেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা সিকন্দর সুবর্ণরেখা-তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত তাঁহার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। সুবর্ণরেখা-তীরেই ভোগরাই পরগণার অবস্থান। মহিষাদল পরগণাও মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া বিশ্বাস। কেন না, মহিষাদল থানার অন্য নাম মস্‌লন্দপুর ; এই মস্‌লন্দপুর গ্রাম মহিষাদলের নিকটেই অবস্থিত।

Hijili.' Rai Bahadur M. M. Chakravarti's *The Geography of Orissa—J. A. S. B., N. S., vol, xii, p 48.*

† পটাশপুরে মুসলমানপ্রভাবের চিহ্নস্বরূপ এখনও একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসার একজন 'মোল্লা'র (Mahommedan priest) ব্যয়নির্বাহার্থ বার্ষিক পঞ্চাশ মণ লবণ এবং প্রত্যহ এক টাকা সাহায্য বন্দোবস্ত ছিল। মারাঠাগণ এই মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য দুই শত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিল।—Hunter's *S. A. B., vol. iii, p. 214 ;* Bayley's *Memoranda of Midnapore, p. 23.*

‡ চাকলাগুলি 'সরকার' বিভাগের বৃহত্তর সংস্করণ। চাক্‌লা বিভাগ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মুর্‌শিদ্‌ কুলী খাঁর সময় প্রবর্তিত হয়। আকবরের সময়েও চাক্‌লার অস্তিত্ব ছিল ; *cf.*—'Chakla was in existence in Akbar's time, but its development as an administration until the work of Murshidqulikhan.'

—*Early Revenue History*, Ascoli, *p. 25.*

সম্ভবতঃ ফার্সী ইতিবৃত্তলেখক তাঁহার সমসাময়িক বিভাগের অনুসরণে 'চাক্‌লা' লিখিয়া থাকিবেন।

এই 'মস্‌লন্দপুর' নাম 'মস্‌নদ-ই-আলা পুরের' অপভ্রষ্ঠ উচ্চারণ হওয়া সম্ভব।* মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে † এই মস্‌লন্দপুর গ্রামকে শতাধিক মুদ্রা মূল্যে বিক্রীত মস্‌লন্দ ‡ নামক স্থূক্ষ্ম মাতুরের উৎপত্তি-স্থান বলা হইয়াছে। প্রত্যুত পক্ষে মস্‌লন্দপুরে মাতুর প্রস্তুত হয় না। তমলুক মহকুমার কাশিযোড়াই এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত।§ মস্‌লন্দ-পুরে কস্মিনকালে মাতুর শিল্পের অস্তিত্ব ছিল বা আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থতরাং এই নাম 'মস্‌নদ্-ই-আলা পুরের' অপভ্রংশেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর 'মস্‌নদ্-ই-আলা পুর' তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার সংস্রবেরই পরিচায়ক।** মহিষাদলের

* মস্‌নদ্-ই-আলা—মস্‌নদ্-আলা—মস্‌লন্দালা—মস্‌লন্দ। ম্যান্‌রিক্‌ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মহিষাদলে (Moxodol) উপস্থিত হইয়াছিলেন (Manrique's *Itineraris, pp. 239—251).* Rev. Hosten লিখিয়াছেন, মহিষাদল 'মস্‌নদ্-ই-আলা'র স্মারক; Moxodol-এর উচ্চারণ Moshodal (মশোদল) হইতে পারে। এই 'মশোদল' 'মসন্দলী' বা 'মস্‌নদ্-ই-আলা' হইতে হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু মস্‌নদ্-ই-আলার সময়ে কি নামটি এত অপভ্রষ্ট হইয়াছিল?

† O'Malley's *Midnapore Gazetteer, p. 207.*

‡ মস্‌নদ্ বা বহুমূল্য রাজাসনরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বোধ হয় 'মস্‌নদি' এবং তাহা হইতে 'মসলন্দি' বা 'মসলন্দ' নাম হইয়াছে।

§ *Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908, part ii, p. 17. Vide* also Hunter's *S. A. B., vol. iii, p. 149 ; Midnapore Gazetteer, p. 126.*

** অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মস্‌নদ্ মুহম্মদ্ খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি হিজলীর ফৌজ্‌দার ছিলেন *(Midnapur Gazetteer, p. 225)*। জানি না, তাঁহার নামের সহিত মস্‌লন্দপুর নামের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না! হিজলী চাক্‌লার মধ্যে এখনও বর্তমান ইখ্‌তিয়ারপুর, দরিয়াপুর, বাহাদুরগড়, বাহাদুর-পুর, দাউদপুর, তাজ্‌পুর, তাজনগর প্রভৃতি নাম মস্‌নদ্-ই-আলাবংশীয়গণের নাম সংস্রবের পরিচায়ক।

রাজবংশের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, এই রাজবংশের আদিপুরুষ জনার্দন উপাধ্যায়, মসনদ্-ই-আলার পরবর্তী।* সমসাময়িক হওয়া সম্ভব হইলেও মসনদ্-ই-আলার করদ বা অধীনস্থ থাকা বিচিত্র নহে। জেলা হিজলী ও তমলুকের সদর কানুনগো দেবনারায়ণ রায়ের নায়েব জগমোহন মজুমদারের একখানি আরজি বা আবেদনপত্র ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে হিজলী বিভাগের এজেণ্ট্ চার্লস্ চ্যাপম্যান্ সাহেব বোর্ড্-অব্-রেভিনিউ-এর অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই আবেদনপত্রখানির কিয়দংশ এইরূপ :—'চাক্‌লা হিজলী ও তমলুক উড়িষ্যার অধীন নাজিমদিগের শাসনাধীন ছিল; রাজস্ব কটকের সুবাদারের নিকট প্রেরিত হইত। ইতিমধ্যে তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা সাহিব্ ও সিকন্দর পহ্‌লুয়ান সাহিব্ নামক ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা এই দুইটি চাক্‌লা বিজিত করিয়া জমিদারগণকে করায়ত্ত ও আবদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁহারা কটকের সুবাদারের অধীনস্থ চাক্‌লা মেদিনীপুর ও চাক্‌লা জলেশ্বরের প্রায় কুড়িটি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া তাজ্ খাঁ স্বনামাঙ্কিত শিলমোহর প্রচার করেন এবং নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদান না করিয়া উহা যথেচ্ছা ব্যয়িত করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে আরম্ভ করেন।† এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর তাজ্ খাঁর পুত্র ও জামাতা উত্তরাধিকারী হন;......ইত্যাদি।‡ এতল্লিখিত তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার তমলুক-জয়ের বিষয় কেবলমাত্র অনুমানের

* তমোলুক ইতিহাস (১৯০২ খৃঃ)—ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, ১০০ পৃঃ।

† তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার মুঘলশক্তির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদের এই উক্তি ভ্রমাত্মক। তাজ্ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁই স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে আরম্ভ করায় বন্দী হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

‡ 'Translation of an *arzie* of Jugmohan Mugmooahdar, Naib of Debnarayan Roy, Sudder Cunoongo of Zillah Hijili and Tamluk, forwarded to R. W. Cox Esc., Accountant,

উপর লিখিত বলিয়া মনে হয়। যতদূর অবগত হওয়া যায় তমলুক পরগণা মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ছিল না ;—কারণ তমলুক রাজবংশের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশব রায় মুঘল সম্রাটের করপ্রদানে অক্ষম হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হইলে, হরি রায় ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।* এতদ্বারা জানা যায় মস্‌নদ্‌-ই-আলার সমসাময়িক তমলুকের রাজাগণের সাক্ষাৎভাবে মুঘল সম্রাটের সহিত রাজস্বপ্রদানসংস্রব ছিল। সুতরাং তমলুক যে মস্‌নদ্‌-ই-আলার অধীনস্থ ছিল না, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

হিজলীর ফৌজদারী

সম্রাট্ শাহ্‌জহান্ ১৬২৭ হইতে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মস্‌নদ্‌-ই-আলা ও তদ্বংশীয়গণের হিজলীর প্রভুত্ব এই সময়েই ঘটিয়াছিল—ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্রাট্ শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে হিজলীর ফৌজদারী গঠিত হইয়া ২৮টি মহাল ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়।† হিজলীর সর্বপ্রথম ফৌজদারের কার্যভার তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার উপর ন্যস্ত হওয়াই সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় ;—কারণ এই সময়ে হিজলীতে প্রভুত্ব-পরিচালনাকারী অন্য কোনও ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মস্‌নদ্‌-ই-আলার সৈন্যসামন্ত সুবাদারের পক্ষ

Board of Revenue, Fort William, in the 5th January, 1799, by Charles Chapman, Agent, Hijili Division, writing from Contie.'—Price's *Notes on Midnapore, p. 27, footnote.*

* Hunter's *S. A. B., vol. iii., p.* 218. Bayley's *Memoranda of Midnapore, p.* 33.

† Ven. W. K. Firminger's *Fifth Report, vol. ii, pp.* 365-6.

উত্তরকালে মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে হিজলী ৬৮টি পরগণাতে বিভক্ত হয়। Hunter's *S. A. B., vol. iii, p.* 199. Bayley's *Memoranda of Midnapore, p. 25.*

হইয়া হিজলীর তীরলগ্ন পোর্তুগীজ জাহাজ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল বলিয়া ম্যানরিকের ভ্রমণকাহিনীতে জানা যাইতেছে। ইহার দ্বারা প্রতীতি হয় যে, হিজলীর ফৌজদারের কার্য মসনদ্-ই-আলাই নির্বাহ করিতেন। কারণ মগ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাহাদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্যই এই ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* ফৌজদারদিগের অধীনে সৈন্য থাকিত; দেশের শান্তি-রক্ষার ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল; তাঁহারা সময় সময় দেশের রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতেন।† 'কোন জমিদার অবাধ্য হইলে বা রাজস্ব আদায় দিতে ত্রুটি করিলে তাহার প্রতিকার করিতেন।

* Shahjahan thereupon annexed Hijili to Bengal, so as to enable the imperical fleets stationed at Dacca to guard against these piratical raids.—Campo's, *Portuguese in Bengal, p.* 95.

'Mr. Grant states that this Faujdari of magistracy was made apparently for the purpose of subjecting the whole coast liable to the invasion of the Mugs to the royal jurisdiction of the Newar or Admiralty fleet of boats stationed at Dacca.' Hunter's *S. A. B., vol. iii, p.* 199; *Fifth Report, vol. ii, p.* 182.

† '—a Faujdar, or military commander for a limited or indefinite period, under an express obligation of maintaining a certain body of troops to attend the king in person or any of his lieutenants in the field.'—*Fifth Report, vol. iii, p.* 33.

'Faujdar—under the Mogul Government, a Magistrate of the Police over a large district, who took cognizance of all criminal matters within his jurisdiction, and sometimes was employed as Receiver General of Revenues.' *Ibid, vol. iii, Glossary, p.* 18.

Cf. The Faujdar and His Function'. Sarkar's *Mughal Administration, pp.* 89-93.

দেশের অবস্থা এবং নিম্নস্থ কর্মচারিগণের চরিত্রসম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিতেন।'* কস্‌বা-হিজলী গ্রামেই হিজলীর ফৌজদারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।† এই কস্‌বা-হিজলী বা শহর্‌ হিজলীই মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজধানী ; সুতরাং হিজলীর সৈন্যবলসম্পন্ন প্রতিপত্তিশালী জমিদার তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলাই যে হিজলীর ফৌজদারের ক্ষমতাপন্ন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যান্‌রিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়, তাঁহাদের চরলগ্ন জাহাজ দেখিয়া মস্‌নদ্‌-ই-আলার ক্ষেপনীযুক্ত নৌবহর (Oary fleet) উপস্থিত হইয়াছিল। শাহ্‌জহান মগ্‌দিগকে দমন করিবার জন্য 'নওয়ারা' বা রণতরিবহর গঠন করিয়াছিলেন ; এতদর্থে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় ৭৬৮টি রণতরী রক্ষিত হইয়াছিল।‡ এই সমস্ত রণতরী ফৌজদারের অধীনে ব্যবহৃত হইত। মস্‌নদ্‌-ই-আলার ক্ষেপনীযুক্ত নৌবহর হয়ত দিল্লীর সম্রাটের সেই 'নওয়ারা'ভুক্ত তরণীসমূহ হইতে পারে। হিজলীর ফৌজদাররূপে মস্‌নদ্‌-ই-আলা যে ২৮টি মহালের কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই মস্‌নদ্‌-ই-আলার নিজস্ব রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। মুরশিদকুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদারী হইতে তমলুক বিচ্ছিন্ন হইয়া হিজলীর ফৌজদারীতে সংযুক্ত হয় এবং হিজলীর পূর্বোক্ত ২৮টি মহাল ৩৭টি পরগণায় বিভক্ত হইয়া তমলুক পরগণাসহ ৩৮টি পরগণায় পরিণত হয়।§

* শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত,—হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়,—২৯২ পৃঃ।

† 'The Faujdari of Hijili, situated on the low western margin of the river Hughli where it unites with the sea.' Hunter's *S. A. B., vol. iii, p.* 199.

‡ Omlah Nowarah—Naval establishment of 768 armed cruizers and boats principally stationed at Dacca, to guard the coasts of Bengal against the incursions of the Moggs, and other foreign pirates or invaders.—*Fifth Report, vol. ii, p.* 203.

§ *Ibid, p.* 365.

মস্‌নদ্‌-ই-আলার পুত্র বাহাদুরের রাজত্বাবসানে তদীয় রাজ্য জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীতে বিভক্ত হয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

গুমগড় পরগণা

কিন্তু এই দুইটি জমিদারী ব্যতীত মহিষাদল ও শূজামুঠা জমিদারীও তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ছিল। মহিষাদল জমিদারীভুক্ত গুমগড় পরগণা বেলী সাহেবের মতে তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার জনৈক 'মুহুরী'র ছিল; নানারূপ বিপর্যয়ের পর গুমগড়ের জমিদার দুর্গাচরণ চৌধুরী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে মুহ্‌ম্মদ রেজা খাঁ তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য একজন 'জমাদার ও চোপ্‌দার' প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জমিদারগণ পলাইয়া যাওয়ায় সমুদায় জমিদারী মহিষাদলের বর্তমান রাজবংশীয় ৬ষ্ঠ জমিদার আনন্দলাল উপাধ্যায়কে * প্রদত্ত হয়। জমিদারীচ্যুত জমিদারগণ শূজামুঠার রাজার সাহায্যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। নবাব আনন্দলালকে সাহায্যের জন্য ১২৫ জন বরকন্দাজ্‌ প্রেরণ করায় বিপক্ষ মারাঠা অধিকারে পলায়ন করেন। দুর্গাচরণ অতঃপর আত্মসমর্পণ করেন এবং খান্দার্‌ পরগণায় † প্রেরিত হন।

* আনন্দলাল উপাধ্যায়—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন (Bayley, *Memoranda of Midnapore*). 'তমোলুক ইতিহাস'-প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত বলেন—১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দলালের মৃত্যু হয় ইহা ভুল। গ্র্যাণ্টের রাজস্ব-বিবরণীপাঠে জানা যায় আমলী ১১৩৫ হইতে ১১৭২ সাল (১৭২৮—১৭৬৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আনন্দলালের পত্নী জানকীর নামে মহিষাদল জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল *(Fifth Report, vol. ii, p.* 365); সুতরাং আনন্দলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেই বৎসরেই রাণী জানকী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবস্তে গুমগড় পরগণা ছিল না—ইহা পরে গৃহীত হইয়াছিল। বেলীর উক্ত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দই প্রকৃত বোধ হয়।

† খান্দার চাকলা মেদিনীপুরের একটি পরগণা। বহু পূর্বে নারায়ণগড়ের রাজাদিগের অধিকারে ছিল—পরে চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণের হস্তগত হয়। *Cf.* 'Pergunnah Khandar (including Jamkapoor and

তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে গুমগড় পরগণা মহিষাদল জমিদারীর সহিত সংযুক্ত হয়।*

মহিষাদল জমিদারী

উপরোক্ত গুমগড় পরগণা ব্যতীত মহিষাদল জমিদারীতে মুরশিদ্ কুলী খাঁর † বন্দোবস্ত অনুসারে আরও সাতটি পরগণা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শাহ্ জহানের হিজলীর ফৌজদারীভুক্ত মহিষাদল জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত মুরশিদ-

Bateelakee) belonged originally, *i e.* long before our accession to the Narainghur family ; and subsequently to the Chowdrees of the Khandar Pergunnah. But at the Decennial Settlement these three Pargunnahs were in possession of comparatively small holders, and were so settled with them.'—*Memoranda of Midnapore*, Bayley.

* 'Of the seven Pergunnahs of Mysadal, Goomghur at first belonged to a mohuri of Tajkhan, 'Musnad Alli, Prince of Hidgillee.' After various changes, and a Mohammedan intermarriage or two with Hindoos (ইহার অর্থ কি ?) Doorga Churn Choudry fell into balance in 1771 (1761 ?) A.D , and Mohamed Reza Khan sent 'a Jemadar and Chobedar' to bring them 'to Murshidabad to inquire into their conduct,' but they absconded, on which the whole Zemindaree was made over to Anund Lall, the Zeminder (No. 6) of Mysadal, on his agreeing to pay the balances in two years. The dispossessed Zemindars shewed fight and were aided by the Soojamootah Rajah. The Nowab despatched 125 burkundazes to give possession to Anund Lall on which the dispossessed parties fled to the Marhatta Districts. Doorga Churn subsequently submitted and removed to the Khander Pergunnah ; but died there in 1767 A.D. The Purgunnah of Goomghar was then completely joined to the Mysadal property.' Bayley's *Memoranda of Midnapore, pp.* 34-35.

† মুরশিদ্কুলী খাঁর সম্পূর্ণ নাম মুরশিদ্কুলী জফর্ খাঁ। এইজন্য তাঁহার রাজস্ব বন্দোবস্তের নাম—'the revised rent-roll of Jaffir Khan.'

কুলী খাঁই করিয়াছিলেন ; তাহাতে কোন নূতন সংযোগ-বিয়োগ ঘটে নাই।* এই সাতটি পরগণার নাম :—(১) গুমাই, (২) আওরঙ্গানগর, (৩) কাসিমপুর, (৪) তেরপাড়া, (৫) শীলাম্ নগর (নাটশাল), (৬) কেওড়ামাল নয়াবাদ ও (৭) মহিষাদল।† মিঃ বেলীর বিবরণীতে জানা যায়—মহিষাদল রাজ্যের সংস্থাপকের নাম 'বসুরায় মহাপাত্র' (Bosea Roy Mohapatter) ‡, তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কল্যাণ রায় রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ জনার্দন উপাধ্যায়কে জামিনস্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর জনার্দন জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন।§ 'আর্যপ্রভা'-প্রণেতা কল্যাণ রায় প্রদত্ত ১০৬০ সালের (১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) দানপত্রের কথা

* 'But on the grand improvement of the original assessment under Jaffir Khan, as stated in the standard rent-roll of 1135 A.B. the same lands comprehending the whole Chakla of Hidgelee, with the Pergunnah of Toomluck annexed to Hooghly, were valued......etc.'—*Fifth Report, vol. ii, pp.* 364-65.

† *Ibid, p.* 365.

‡ হাণ্টার সাহেব 'বড়াই রায় মহাপাত্র' (Barai Rai Mohapatra) লিখিয়াছেন।

§ Bayley's *Memoranda of Midnapore, p.* 34, Hunter's *S. A. B., vol. iii, p.* 206.

'তমোলুক ইতিহাস'-প্রণেতার মতে জনার্দন মহিষাদল রাজ্যের আদিসংস্থাপক ; তিনি 'নবাব সরকার হইতে সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির জমিদারী গ্রহণ করেন' (ত. ই. ১০০ পৃঃ পাদটীকা)। 'আর্যপ্রভা'-প্রণেতা বলেন, বড়িয়া রায় চৌধুরীর নবম পুরুষ কল্যাণ রায়ের প্রপৌত্র উদয় রায়ের নিকট হইতে জনার্দন উপাধ্যায় জমিদারী লাভ করেন ; কিন্তু ইহা অসম্ভব মনে হয়। এই মতে কল্যাণ রায় ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে একটি দানপত্র সম্পাদন করেন। তাহা হইলে আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ১০০ বৎসর ব্যবধান হয় ; এই এক শত বৎসরে কল্যাণ রায় বংশীয় চারি পুরুষ এবং জনার্দন বংশীয় ছয় পুরুষ,

উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় কল্যাণ রায় তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার সমসাময়িক। মহিষাদল রাজষ্টেটের চীফ্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত মহিষাদল রাজবংশের ইতিবৃত্তে কল্যাণ রায়ের এই সময়ে বর্তমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে।* মস্‌নদ্-ই-আলা স্বপ্রভাবে মহিষাদল জমিদারী বিজিত করিয়া হিজলী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে কল্যাণ রায় তদীয় বশ্যতাস্বীকারে করদস্বরূপ জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

শূজামুঠা জমিদারী

এক্ষণে শূজামুঠা জমিদারীর কথা। বেলী সাহেব লিখিয়াছিলেন, যেরূপ মাজনামুঠা ভীমসেন মহাপাত্রের সরকারকে ও জলামুঠা পাচককে প্রদত্ত হইয়াছিল তদ্রূপ শূজামুঠা তাঁহার শরীররক্ষী অনুচর গোবর্ধন রণঝাপের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।† গোবর্ধন বংশীয় শেষ রাজা গোলকেন্দ্র ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শূজামুঠার জমিদারী প্রাপ্ত হন। গোবর্ধন হইতে

মোট দশ পুরুষ রাজত্ব করা অতীব অসম্ভব। 'মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি'কার বলেন :—উদয় রায় কল্যাণ রায়ের পুত্র ;—জনার্দন উপাধ্যায় জায়বন্ধক সূত্রে উদয়নারায়ণের নিকট হইতে জমিদারী লাভ করেন। এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী বিবরণের সত্যতা পরীক্ষার কোন উপায় নাই। মহিষাদল রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী এখনও তমসাচ্ছন্ন।

* *Final Report of the Survey and Settlement operations in the District of Midnapore,* 1911-1917, by A. K. Jameson, *p.* 6.

† 'As Majna went to the house clerk and Jellamootah to the butelr of Bheem Sen Mohapatter ; so Soojamootah went to Govardhan Runjap (the jumper after battle), the personal attendant and man-at-arms of Bhim Sen.' Bayley's *Memoranda of Midnapore, p.* 31. Hunter's *S. A. B., vol. iii, p.* 217., *Midanapore Dt. Gazetteer, p.* 219.

গোলকেন্দ্র পর্যন্ত এই বংশীয় বার জন রাজা শূজামুঠার জমিদার হইয়াছিলেন।* এই বংশীয় নবম রাজা মহেন্দ্রের সহিত ১৭২৮ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শূজামুঠা জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া গ্রাণ্টের রাজস্ববিবরণী পাঠে জানা যায়।† মহেন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র দশশালা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৭৯৩)। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র গোপালেন্দ্র নারায়ণ জমিদার হন। গোলকেন্দ্র এই গোপালেন্দ্রর পোষ্য।‡ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে নবম রাজা মহেন্দ্রের রাজত্ব হইতে দ্বাদশ রাজা গোলকেন্দ্র পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর ব্যবধান। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ বংশক্রম হিসাব করিলে § এই সময়ের মধ্যে চারি পুরুষ রাজত্ব ঠিকই হইয়াছে বলিতে হয়। গোবর্ধন বাহাত্বর খাঁর পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাত্বরের পতনের পর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব গোবর্ধন হইতে মহেন্দ্র পর্যন্ত নয়জন রাজার রাজত্বকাল ১৬৬১ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত বৎসর মাত্র হয়,—ইহা অসম্ভব। কারণ বংশতালিকা-দৃষ্টে জানা যায় এই নয়জন রাজা একই বংশীয়; প্রায় সকলেই পুত্রক্রমে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও বিজেতার পরাক্রম কাহারও রাজত্বকাল অল্পকালস্থায়ী করে নাই। এজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয়, গোবর্ধন রণঝাপের বাহত্বরের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণের

* 'আর্যপ্রভা'—শূজামুঠা রাজবংশ তালিকা, ১১৯ পৃঃ; 'মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি'র মতে গোলকেন্দ্র গোবর্ধন হইতে ১১শ রাজা; মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি, শূজামুঠার রাজবংশ তালিকা, ১৩৬ পৃঃ।

† "Sujamootah to Mohindar." *Fifth Report, vol. ii, p.* 365.

‡ Bayley's *Memoranda of Midnapore, p.* 31.

§ 'আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা যায় এবং ইহাই ঐতিহাসিকদিগের মত।'—বাক্‌লা ১৫৪ পৃঃ—শ্রীরোহিণীকুমার সেন।

কাহিনী একেবারে অসম্ভব। আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে কেবলমাত্র জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পূর্বপুরুষগণকর্তৃক মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণ দেখিতে পাই ; মিঃ বেলী প্রভৃতিও তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা প্রসঙ্গে তদ্বংশীয়ের হৃতরাজ্য এই দুই জমিদারীতেই বিভক্ত হইবার কথা লিখিয়াছেন ; কেবলমাত্র শূজামুঠা জমিদারীর বিবরণ প্রসঙ্গেই শরীররক্ষী গোবর্ধন রণঝাপের উপর শূজামুঠা জমিদারীর ভারার্পণের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। ক্রোম্‌লীন সাহেবের যে পত্রগুলি ভিত্তি করিয়া বেলী সাহেব মস্‌নদ্‌-ই-আলার বিবরণ লিখিয়াছেন, সেই পত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। মস্‌নদ্‌-ই-আলার শরীররক্ষীরূপে গোবর্ধন রণঝাপের শূজামুঠা জমিদারী-লাভ অমূলক গল্পমাত্র। আমাদের বিশ্বাস গোবর্ধন রণঝাপ শূজা-মুঠা জমিদারীর সংস্থাপক হইতে পারেন ;—তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা স্ববিক্রমে তাঁহার অধস্তন কোনও পুরুষকে সংগ্রাম বা শুদ্ধ ভয়-প্রদর্শন দ্বারা বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। শূজামুঠা জমিদারী পশ্চাল্লিখিত পরগণাগুলি লইয়া গঠিত ছিল—(১) শূজামুঠা, (২) মহ্‌ম্মদ্‌পুর, (৩) অমর্শি, (৪) ভূএ্যামুঠা।* শূজামুঠার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশীয়গণের রাজত্বের পূর্বে 'হিজলীমণ্ডল' গঠিত ছিল ;—হিজলীর মণ্ডলাধিপতিরূপে একজন এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারের উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

সবং পরগণা শাহ্‌জহানের সময় হিজলীর ফৌজদারীভুক্ত না থাকিলেও উহাতে যে মস্‌নদ্‌-ই-আলার আধিপত্য ছিল তাহা তাঁহার শাহ্‌ আলা ফকিরের ঐ পরগণার ভূমি প্রদানদ্বারা প্রতীয়মান হয়।† ইতঃপূর্বে বেলী সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত জগমোহন মজুমদারের যে আবেদন-পত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা কর্তৃক

* *Grant's Analysis—pp.* 365-366. Firminger.

† হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপি।

গোলকেন্দ্র পর্যন্ত এই বংশীয় বার জন রাজা শূজামুঠার জমিদার হইয়াছিলেন।* এই বংশীয় নবম রাজা মহেন্দ্রের সহিত ১৭২৮ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শূজামুঠা জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া গ্রাণ্টের রাজস্ববিবরণী পাঠে জানা যায়।† মহেন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র দশশালা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৭৯৩)। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র গোপালেন্দ্র নারায়ণ জমিদার হন। গোলকেন্দ্র এই গোপালেন্দ্রর পোষ্য।‡ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে নবম রাজা মহেন্দ্রের রাজত্ব হইতে দ্বাদশ রাজা গোলকেন্দ্র পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর ব্যবধান। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ বংশক্রম হিসাব করিলে § এই সময়ের মধ্যে চারি পুরুষ রাজত্ব ঠিকই হইয়াছে বলিতে হয়। গোবর্ধন বাহাতুর খাঁর পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাতুরের পতনের পর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব গোবর্ধন হইতে মহেন্দ্র পর্যন্ত নয়জন রাজার রাজত্বকাল ১৬৬১ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত বৎসর মাত্র হয়,—ইহা অসম্ভব। কারণ বংশতালিকা-দৃষ্টে জানা যায় এই নয়জন রাজা একই বংশীয়; প্রায় সকলেই পুত্রক্রমে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও বিজেতার পরাক্রম কাহারও রাজত্বকাল অল্পকালস্থায়ী করে নাই। এজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয়, গোবর্ধন রণঝাপের বাহতুরের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণের

* 'আর্যপ্রভা'—শূজামুঠা রাজবংশ তালিকা, ১১৯ পৃঃ; 'মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি'র মতে গোলকেন্দ্র গোবর্ধন হইতে ১১শ রাজা; মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি, শূজামুঠার রাজবংশ তালিকা, ১৩৬ পৃঃ।

† "Sujamootah to Mohindar." *Fifth Report*, *vol. ii*, *p*. 365.

‡ Bayley's *Memoranda of Midnapore*, *p*. 31.

§ 'আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা যায় এবং ইহাই ঐতিহাসিকদিগের মত।'—বাকুলা ১৫৪ পৃঃ—শ্রীরোহিণীকুমার সেন।

কাহিনী একেবারে অসম্ভব। আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে কেবলমাত্র জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পূর্বপুরুষগণকর্তৃক মসনদ্-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণ দেখিতে পাই; মিঃ বেলী প্রভৃতিও তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা প্রসঙ্গে তদ্বংশীয়ের হৃতরাজ্য এই দুই জমিদারীতেই বিভক্ত হইবার কথা লিখিয়াছেন; কেবলমাত্র শূজামুঠা জমিদারীর বিবরণ প্রসঙ্গেই শরীররক্ষী গোবর্ধন রণঝাপের উপর শূজামুঠা জমিদারীর ভারার্পণের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। ক্রোমলীন সাহেবের যে পত্রগুলি ভিত্তি করিয়া বেলী সাহেব মসনদ্-ই-আলার বিবরণ লিখিয়াছেন, সেই পত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। মসনদ্-ই-আলার শরীররক্ষীরূপে গোবর্ধন রণঝাপের শূজামুঠা জমিদারী-লাভ অমূলক গল্পমাত্র। আমাদের বিশ্বাস গোবর্ধন রণঝাপ শূজা-মুঠা জমিদারীর সংস্থাপক হইতে পারেন;—তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা স্ববিক্রমে তাঁহার অধস্তন কোনও পুরুষকে সংগ্রাম বা শুদ্ধ ভয়-প্রদর্শন দ্বারা বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। শূজামুঠা জমিদারী পশ্চাল্লিখিত পরগণাগুলি লইয়া গঠিত ছিল—(১) শূজামুঠা, (২) মহ্ম্মদ্পুর, (৩) অমর্শি, (৪) ভূঞ্যামুঠা।* শূজামুঠার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া মসনদ্-ই-আলা বংশীয়গণের রাজত্বের পূর্বে 'হিজলীমণ্ডল' গঠিত ছিল;—হিজলীর মণ্ডলাধিপতিরূপে একজন এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারের উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

সবং পরগণা শাহ্জহানের সময় হিজলীর ফৌজদারীভুক্ত না থাকিলেও উহাতে যে মসনদ্-ই-আলার আধিপত্য ছিল তাহা তাঁহার শাহ্ আলা ফকিরের ঐ পরগণার ভূমি প্রদানদ্বারা প্রতীয়মান হয়।† ইতঃপূর্বে বেলী সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত জগমোহন মজুমদারের যে আবেদন-পত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা কর্তৃক

---

* *Grant's Analysis—pp.* 365-366. Firminger.

† হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপি।

চাক্‌লা জলেশ্বর ও চাক্‌লা মেদিনীপুরের ২০ খানি গ্রাম অধিকারের প্রসঙ্গ আছে। সবং পরগণা চাক্‌লা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আবেদনপত্রের এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে। সম্ভবতঃ নবম রাজা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র * কর্তৃক বিজিত হইয়া মস্‌নদ্‌-ই-আলাবংশের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।†

মাজনামুঠা ও জলামুঠা

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটি তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত 'খাস' সম্পত্তি ছিল; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ জমীদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের 'খাস্‌' অংশগুলিই বাহাদুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে ন্যস্ত হইয়া যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত ভাব দেখিয়া এই দুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমর্থিত হয়।‡ নিম্নে মিঃ গ্রাণ্টের রাজস্ব বিবরণী (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে :—

১। জলামুঠা জমিদারী :—

* 'আর্যপ্রভা'—১২৪ পৃঃ, ময়না রাজবংশ তালিকা।

† *Cf.* 'রাজা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়না, খান্দার ও সবং পরগণাত্রয় নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।'—মহিষ্যতত্ত্ববারিধি—১৩১ পৃঃ।

'Before the British rule was inaugurated it belonged to the Raja of Mayna, who levied a quasi-tribute from it.' *Midnapore Dt. Gazetteer, p.* 219.

‡ *Cf.* 'The Majna and Jellamotah families both sprung from one source; the properties are intermingled, and are sister properties."—Bayley's *Memoranda of Midnapore, p.* 28.

(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত) ১ জলামুঠা, ২ কেওড়ামাল বিশ্‌ওয়ান্‌, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫ পাহাড়পুর*, ৬ গওমেশ, ৭ নয়াচক বাজার (বায়ন্দা বাজার), ৮ ভাইট গড় (সরকার জলেশ্বর), ৯ কালিন্দী বালিশাহী, ১০ বীরকুল †, ১১ আগ্রাচৌর, ১২ মীরগোদা, ১৩ ভোগরাই।

২। মাজনামুঠা জমিদারী :—

(সরকার মালজেঠিয়া) ১ মাজনামুঠা, ২ দোরো ছুব্‌নান, ৩ নাড়ুয়ামুঠা, ৪ কস্‌বা হিজলী, ৫ ইড়িঞ্চি, ৬ হাঁসিয়াবাদ‡ ৭ নয়াবাদ (দেবমুঠা), ৮ শরীফাবাদ, ৯ আমীরাবাদ, ১০ বালিজোড়া (সরকার মুজ্‌করি), ১১ পটাশ্‌পুর, ১২ কিসমৎশীপুর।§

* এই পরগণার চতুঃসীমা 'মস্‌নদ্‌-ই-আলার বাঁধ' বলিয়া মিঃ বেলী বলিয়াছেন। 'Musnad Allee Shah's embankments are the boundaries in each direction.' Bayley's *Jellamootah Report, p. 201.* এই পরগণার 'তাজদিঘী' নামক পুষ্করিণী আছে, উহা তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার কীর্তি।

† ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বীরকুল ময়ূরভঞ্জের রাজার অধীন করদ জমিদারগণের অধীন ছিল (Bayley)। সম্ভবতঃ বীরকুল লইয়া ময়ূরভঞ্জ রাজের সহিত তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ্‌ ই-আলার বিবাদ হইয়াছিল (ফার্সী হস্তলিপি) ; ঐ বিরোধের ফলে ইহা হিজলী রাজ্যভুক্ত হয়।

‡ মিঃ বেলী লিখিয়াছেন—গ্র্যাণ্ট সাহেবের উল্লিখিত হাসিয়াবাদ ও দেবমুঠা পাওয়া যায় না। হাসিয়াবাদ বর্তমান নয়াবাদ হইতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। *Majnamootah Report, p. 301.*

§ Firminger's *Fifth Report, p. 365,* গ্রাণ্ট সাহেব পরগণাগুলির নাম লিখিতে বানানের এরূপ গোলযোগ করিয়াছেন যে তাহা হইতে বর্তমান নাম চিনিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' হইতে এ বিষয়ে সাহায্য লইয়াছি। এই জেলার সেটেল্‌মেন্টের কার্যে নিযুক্ত থাকার জন্য এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা মূল্যবান হইয়াছে।

চাক্‌লা জলেশ্বর ও চাক্‌লা মেদিনীপুরের ২০ খানি গ্রাম অধিকারের প্রসঙ্গ আছে। সবং পরগণা চাক্‌লা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আবেদনপত্রের এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে। সম্ভবতঃ নবম রাজা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র * কর্তৃক বিজিত হইয়া মসনদ্-ই-আলাবংশের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।†

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটি তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার রাজ্যভুক্ত 'খাস' সম্পত্তি ছিল; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ জমীদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মসনদ্-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের 'খাস্' অংশগুলিই বাহাদুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে ন্যস্ত হইয়া যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত ভাব দেখিয়া এই দুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমর্থিত হয়।‡ নিম্নে মিঃ গ্রাণ্টের রাজস্ব বিবরণী (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে :—

মাজনামুঠা ও জলামুঠা

১। জলামুঠা জমিদারী :—

* 'আর্যপ্রভা'—১২৪ পৃঃ, ময়না রাজবংশ তালিকা।

† *Cf.* 'রাজা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়না, খান্দার ও সবং পরগণাত্রয় নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।'—মহিষ্যতত্ত্ববারিধি—১৩১ পৃঃ।

'Before the British rule was inaugurated it belonged to the Raja of Mayna, who levied a quasi-tribute from it.' *Midnapore Dt. Gazetteer, p.* 219.

‡ *Cf.* 'The Majna and Jellamotah families both sprung from one source; the properties are intermingleJ, and are sister properties.''—Bayley's *Memoranda of Midnapore, p.* 28.

(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত) ১ জলামুঠা, ২ কেওড়ামাল বিশ্‌ওয়ান্‌, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫ পাহাড়পুর*, ৬ গওমেশ, ৭ নয়াচক বাজার (বায়ন্দা বাজার), ৮ ভাইট গড় (সরকার জলেশ্বর), ৯ কালিন্দী বালিশাহী, ১০ বীরকুল †, ১১ আগ্রাচোর, ১২ মীরগোদা, ১৩ ভোগরাই।

২। মাজনামুঠা জমিদারী :—

(সরকার মালজেঠিয়া) ১ মাজনামুঠা, ২ দোরো দুব্‌নান, ৩ নাড়ুয়ামুঠা, ৪ কসবা হিজলী, ৫ ইড়িঞ্চি, ৬ হাঁসিয়াবাদ‡ ৭ নয়াবাদ (দেবমুঠা), ৮ শরীফাবাদ, ৯ আমীরাবাদ, ১০ বালিজোড়া (সরকার মুজ্‌করি), ১১ পটাশ্‌পুর, ১২ কিস্‌মৎশীপুর।§

* এই পরগণার চতুঃসীমা 'মস্‌নদ্‌-ই-আলার বাঁধ' বলিয়া মিঃ বেলী বলিয়াছেন। 'Musnad Allee Shah's embankments are the boundaries in each direction.' Bayley's *Jellamootah Report, p. 201.* এই পরগণায় 'তাজদিঘী' নামক পুষ্করিণী আছে, উহা তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার কীর্তি।

† ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বীরকুল ময়ূরভঞ্জের রাজার অধীন করদ জমিদারগণের অধীন ছিল (Bayley)। সম্ভবতঃ বীরকুল লইয়া ময়ূরভঞ্জ রাজের সহিত তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ্‌ ই-আলার বিবাদ হইয়াছিল (ফার্সী হস্তলিপি); ঐ বিরোধের ফলে ইহা হিজলী রাজ্যভুক্ত হয়।

‡ মিঃ বেলী লিখিয়াছেন—গ্র্যাণ্ট সাহেবের উল্লিখিত হাসিয়াবাদ ও দেবমুঠা পাওয়া যায় না। হাসিয়াবাদ বর্তমান নয়াবাদ হইতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। *Majnamootah Report, p. 301.*

§ Firminger's *Fifth Report, p. 365,* গ্রাণ্ট সাহেব পরগণাগুলির নাম লিখিতে বানানের এরূপ গোলযোগ করিয়াছেন যে তাহা হইতে বর্তমান নাম চিনিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' হইতে এ বিষয়ে সাহায্য লইয়াছি। এই জেলায় সেটেল্‌মেন্টের কার্যে নিযুক্ত থাকার জন্য এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা মূল্যবান হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশ

দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডা

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি—তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার বংশের উচ্ছেদের পর বিজেতা মুঘল সুবাদার দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডা নামক হিজলীরাজ্যের দুইজন কর্মচারীর উপর বাহাদুর খাঁর নষ্ট রাজ্যভার ন্যস্ত করেন। এই দুই ব্যক্তির গৃহীত রাজ্য যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা* জমিদারী নামে কথিত। এই দুইটি জমিদারীর বর্তমান আয়তন তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলার সম্পূর্ণ রাজ্য নহে,—শুজামুঠার জমিদারী এবং আরও দুই একটি পরগণা হিজলী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিকগণ হিজলী জেলার কালেক্টর ক্রোম্‌লীন সাহেবের লিখিত পত্রের † মতানুসরণে লিখিয়াছেন,—ভীমসেন মহাপাত্রের মৃত্যুর পর হিজলীর জমিদারী জলামুঠা ও মাজনামুঠা নামক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপণ্ডা ও সরকার ঈশ্বরী পট্টনায়ককে প্রদত্ত হয়।

* 'The suffix Mutha of several Parganahs in East Midnapore (Hijili) is not found either in the Madala Panji or in the *Ain* and is therefore more recent.'—*J.A.S.B., New Series, vol. xii, 1916, No. Ip. 30.*

'মুঠা'শব্দযুক্ত নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 'মুঠা' এতদঞ্চলে group বা সমষ্টি অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যথা—'একমুঠা' জুন=এক আঁটি উলুখড় (এখানে 'মুষ্টি' বা handful অর্থ নয়); 'একমুঠা' শাখা=দুই তিন গাছা সন্নিবদ্ধ শাঁখার এক জোড়া ইত্যাদি। জলামুঠা, মাজনামুঠা, সুঞাামুঠা, শুজামুঠা, বাহিরিমুঠা, নাড়ুয়ামুঠা দণ্ডমুঠা, দেবমুঠা প্রভৃতির 'মুঠা' শব্দ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী বা মহালের group-এরই পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়।

† Crommelin's letter, dated 3rd Oct., 1812.

এতদ্ব্যতীত জলামুঠা ও মাজনামুঠার জমিদারগণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশসম্ভূত। পাচক কৃষ্ণপণ্ডা ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু ঈশ্বরী পট্টনায়কের 'পট্টনায়ক' উপাধি কৌলিক হইলে তিনি করণ জাতীয় ভিন্ন কায়স্থ হইতে পারেন না। করণেরা উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ সৎশূদ্র জাতি;—ইঁহারা কায়স্থের ন্যায় সম্মানিত হইলেও করণ ও কায়স্থ সম্পূর্ণ পৃথক।* করণদিগেরই 'পট্টনায়ক' উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই উপাধি রাজদত্ত বা বিশেষ কোনও কার্যে† নিযুক্ত হওয়ার জন্যও লব্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরীর উর্ধতন পুরুষগণের নাম জানিবার উপায় না থাকায় এই উপাধি কুলক্রমাগত কি রাজদত্ত জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের 'রায় চৌধুরী' উপাধি সম্পৎশালিতার পরিচায়কমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরী প্রকৃতপক্ষে মাজনামুঠা রাজবংশের পূর্বপুরুষ হইলে তাঁহার 'পট্টনায়ক' উপাধি কৌলিক নহে। ফার্সী হস্তলিপিতে দ্বারকাদাসকে 'রাজুকায়েত' বলা হইয়াছে। রাজু নামে কায়স্থের সমতুল্য‡ একটি জাতি মেদিনীপুরে বর্তমান আছে, কিন্তু তাহা হইলেও রাজুকে 'রাজুকায়েত' কেহ বলে না,—এবং স্থানীয় কায়স্থের সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব

মাজনা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ

* 'করণের জাতিব্যবসা লেখাপড়া করা; সাধারণতঃ জমিদার ও মহাজনের গোমস্তাগিরি ও অন্যান্য চাকরি। করণ জাতি বাঙ্গালার কায়স্থের অনুরূপ। * * * এখন ইহাদের ('খণ্ডাইত'দের) অধিকাংশই কৃষিজীবী; তবে যাহাদের বেশী টাকাকড়ি হয়,—তাহারা করণের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা ক্রমে করণ জাতিতে উন্নীত হইতে পারে।' শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত 'উড়িষ্যার চিত্র,' ৩ পৃঃ।

† পট্টনায়ক—নগরের কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবিশেষ। 'মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি'র মতে নাগরিক সৈন্যের অধিনায়ক (১০৩ পৃঃ)।

‡ '—the Rajukas were no other than the Kayasthas. In the Midnapore District, a class of Kayasthas is still known as the Raju.' *The Indian Kayasthas*, by Nagendra Nath Basu, p. 4.

নাই। দ্বারকাদাস কায়স্থই ছিলেন এবং তিনি ও দিবাকর পণ্ডা যে যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাচক কৃষ্ণপণ্ডা ও সরকারী ঈশ্বরী পট্টনায়কের এই দুই জমিদারীলাভ অমূলক কাহিনী মাত্র। মিঃ বেলী তাঁহার মাজনামুঠা ও জলামুঠা উভয় এষ্টেটের সেটেল্‌মেণ্ট রিপোর্টগুলিতে জমিদারগণের যে বংশক্রম দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

মাজনামুঠা রাজবংশ *

১। ঈশ্বরী পট্টনায়ক (৯৯১—১০২০ বিলায়তী)। ২। জগমোহন চৌধুরী (১০২০—১০৪০) ৩। দ্বারকাদাস চৌধুরী (১০৪০—১০৫০)। ৪। রাজকৃষ্ণ চৌধুরী (১০৫০—১১০০)। ৫। ভূপতি রায় (১১০২—১১৪৫)। ৬। পার্বতীচরণ রায় (১১৪৫—১১৫২)। ৭। যাদবরাম রায় (১১৫২—১১৮৭)। ৮। কুমারনারায়ণ রায় (১১৮৭—১১৯০)। ৯। জয়নারায়ণ রায় (১১৯০—১২০২) প্রভৃতি।

জলামুঠা রাজবংশ †

১। কৃষ্ণপণ্ডা। ২। বীরু চৌধুরী। ৩। গোপাল চৌধুরী। ৪। দিবাকর চৌধুরী। ৫। রামচন্দ্র চৌধুরী (১১০১—১১৪১

* *Report on the Settlement of the Majnamootah Estate*, by Mr. H. V. Bayley, *p. 303*;—*Memoranda of Midnapore, p. 29*; Hunter's *S. A. B., vol. iii, p. 208.*

† 'The property in the perganah appears from a genealogical table in the collectorate to have descended from Kishen Panda to Beru Chowdree, then to Gopal Chowdree, then to Dibakar Chowdree, then to Ramchandra Chowdree who became zeminder from 1101 to 1141. After his death his nephew Lukheenarayan Chowdree from 1142 (Mr. Grant says 1135) to 1172 held it. After whom his son Beernarayn Raie was the zeminder, *viz.* from 1172 to 1189 U., when in succession his son Nurnarayan Raie held it from 1190 to 1246.' *Report on the Settlement of the Jellamootah Estate, Bayley, p. 148.*

বিলায়তী) ৬। লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী (১১৪২—১১৭২)। ৭। বীরনারায়ণ রায় (১১৭২—১১৮৯)। ৮। নরনারায়ণ রায় (১১৯০—১২৪৬) প্রভৃতি।

এই তালিকাদ্বয় দৃষ্টে জানা যায়, দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী নামক ব্যক্তিদ্বয় মাজনামুঠা ও জলামুঠা এষ্টেটের জমিদার ছিলেন। ঈশ্বরী পট্টনায়ক যদি দ্বারকা দাসের পিতামহ হন, তবে তাঁহার 'পট্টনায়ক' উপাধি কুলক্রমাগত নহে;—উহা তাঁহার কোনও রাজসরকারে এই বিশেষ পদবীতে কার্য করিবার নিদর্শন। বেলী

মাজনামুঠা জমিদারীর সংস্থাপক ঈশ্বরী পট্টনায়ক

সাহেব সদর রেভেনিউ বোর্ডের প্রতি হিজলীর কালেক্টর ক্রোম্‌লীন সাহেবের ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত পত্র হইতে এই তালিকাগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ক্রোম্‌লীন সাহেব উক্ত রাজ-পরিবারসমূহে রক্ষিত প্রাচীন বংশতালিকাগুলি হইতে এই সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, দ্বারকাদাসের বংশতালিকা তদীয় পিতামহ ঈশ্বরী পট্টনায়ক হইতে, এবং দিবাকর চৌধুরীর বংশতালিকা তদীয় প্রপিতামহ কৃষ্ণপণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিবদ্ধ ছিল; তিনি ভ্রমক্রমে ঐ বংশপত্রগুলির প্রথম হইতেই ইঁহাদের রাজত্ব ধরিয়া লইয়া কৃষ্ণপণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়কের সহিত মস্‌নদ্‌-ই-আলা বংশীয়ের রাজত্বসংস্রব জড়িত করিয়াছিলেন;—বেলী সাহেব সেই ভ্রমেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। রাজবংশগুলির বংশতালিকা এইরূপ হইলেও রাজত্ব প্রকৃতপক্ষে দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইঁহাদের ঊর্ধতন পুরুষের নাম কেবলমাত্র সম্পূর্ণ বংশপত্র রক্ষার উদ্দেশ্যেই লিখিত ছিল;—রাজা বিনির্দেশক ছিল না। উপরোক্ত বংশপত্রগুলিতে যে সমস্ত সাল প্রদত্ত হইয়াছে,—তন্মধ্যে জলামুঠা রাজবংশের সময়টি যথাযথ বলিয়া মনে হয়। কারণ এতদনুসারে দিবাকর চৌধুরীর রাজত্বাবসান বিলায়তী ১১০১ সালে অর্থাৎ ১৬৯৪

খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। বাহাদুরের পতন ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বা উহার অত্যল্প কাল পরে সংঘটিত হয় ;—সুতরাং দিবাকরের ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বেলী সাহেবের ঈশ্বরী পট্টনায়ক বংশীয়গণের সময় নিরূপণ কল্পিত বা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। ইনি হিজলীর কালেক্টর ক্রোমলীনের ১৮১৬।৩১শে জানুয়ারি তারিখের পত্রসাহায্যে মাজনামুঠা রাজবংশের নিম্নোক্তরূপ পরিচয় দিতেছেন—

মিঃ বেলীপ্রদত্ত মাজনামুঠা রাজবংশ পরিচয়

ভীমসেন মহাপাত্রের সরকার বা গোমস্তা (house-clerk) ঈশ্বরী পট্টনায়কের দুই পুত্র—জগমোহন চৌধুরী ও দয়াল দাস। ঈশ্বরীর পর তৎপুত্র জগমোহন চৌধুরী সম্পত্তিলাভ করেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর প্রত্যেকের দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দ্বারকাদাস চৌধুরী ও রাজবল্লভ দাস এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও রঘুনাথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দ্বারকাদাস জমিদার হন। কৃপানিধি চৌধুরী ও কুঞ্জবিহারী রায় নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বঞ্চিত করিয়া বলপূর্বক জমিদারী অধিকার করেন। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় একমাত্র পুত্র ভূপতি রায় উত্তরাধিকারী হন। ভূপতি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার কোনও পুত্র বর্তমান না থাকায় দ্বিতীয়া পত্নীর দৌহিত্র পার্বতীচরণ রায় জমিদারী লাভ করেন। ইনিও নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে নবাব সরকারে প্রতিপত্তিশালী মুস্তফা খাঁর* সাহায্যে মূল জমিদারী-স্থাপয়িতার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারকা দাসের পৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্র কৃপানিধি চৌধুরীর পুত্র) যাদবরাম রায়

* মুস্তফা খাঁ বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁর (১৭৪০—১৭৫৬) প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার বিশ্বস্ততা ও সাহায্যে আলিবর্দি বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করেন এবং বর্গিদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন।

জমিদারীর কর্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপে মাজনামুঠা জমিদারীর উত্তরাধিকারসূত্রে জগমোহন চৌধুরীর কনিষ্ঠাস্ত্রী-প্রসূত সন্তানগণের শাখায় তিনপুরুষ কালব্যাপী বর্তমান থাকিয়া পুনরায় বলপূর্বক বঞ্চিতা প্রথমা স্ত্রীর সন্তানগণের বংশশাখায় পরিবর্তিত হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে যাদবরামের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারনারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ রায় জমিদারী লাভ করেন। *

মাজনামুঠা রাজ-বংশাবলী সম্বন্ধে ক্রোমলীনের ভ্রম

এই বংশবিবরণীতে প্রদত্ত খ্রীষ্টাব্দগুলির কয়েকটি ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। কারণ এতদনুসারে জানা যাইতেছে,—যাদবরাম রায় দ্বারকাদাসের পৌত্র। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকাদাসের মৃত্যু হয় এবং ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার পৌত্র যাদবরাম জমিদারীতে অভিষিক্ত হইয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোকবাসী হন। পিতামহের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর (১৬৪৩ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ব্যবধানে পৌত্রের অস্তিত্ব—এমন কি শতাধিক বৎসর পরে (১৬৪৩ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) পৌত্রের জমিদারীলাভ সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাদবরাম রায়ই এতদঞ্চলে বিখ্যাত দানবীর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাদুরাম।† ইনি যে বৃদ্ধাবস্থাতে রাজ্যলাভ করেন বা অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন—তাহারও কোন ও প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বারকাদাসের পুত্র অতি

* 'Mr. Bayley as quoted in Hunter's *S. A. B., vol. iii, p. 208'* ; *Memoranda of Midnapore. p. 29.*

† রাজা যাদবরাম রায়ের দানশীলতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কাহিনীসমূহ প্রচলিত আছে। ইনি অতিথি-ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ইনি নিজের রাজ-প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ভূমি পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ইঁহার ভাবী বংশধরগণ ইঁহার বিশাল মৌখিক দান প্রতিগ্রহণ করিয়া দানগ্রাহিগণকে নিরাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় এই দেবদ্বিজভক্ত মহাত্মা লক্ষ ব্রাহ্মণের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া 'নির্বংশ' হইবার বর (!) প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শৈশবাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন ধরিয়া লইলেও সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর পরে পৌত্র যাদবরামের জমিদারীলাভ বিসদৃশ বোধ হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ক্রোম্‌লীন্ বা বেলী সাহেব যাদবরামের সময় নির্দেশ করিতে ভুল করেন নাই; কারণ যাদবরামের রাজত্ব কোম্পানীর কর্তৃত্বাধিকার কালেই সংঘটিত হইয়াছিল;—বংশবিবরণ সংগ্রহকর্তা ক্রোম্‌লীন্ সাহেব যাদবরামের মৃত্যুর পর ২০৷২৫ বৎসর পরে মেদিনীপুরের কালেক্টর ছিলেন,—সুতরাং যাদবরামের কাল নিরূপণে তাঁহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত রাজা যাদবরাম রায় ১৭৭৮ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর হিজলীর লবণ মহালের ইজারাদার ছিলেন।* এই কারণে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সন তারিখ-সম্বলিত প্রাচীন চিঠিপত্রে যাদবরামকে সংসৃষ্ট দেখা যায়।

দ্বারকাদাসের রাজত্বকাল ক্রোম্‌লীন্-বেলি-নির্দিষ্ট সময়ের আরও কয়েক বৎসর পরবর্তী অর্থাৎ জলামুঠা রাজবংশীয় দিবাকর চৌধুরীর সমসাময়িক (১৬৬২ হইতে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী) হইলেই যাদবরামের রাজত্বকালের সহিত তদীয় পিতামহের রাজত্বকালের ব্যবধানের সমীচীনতা রক্ষিত হয়। জলামুঠা জমিদারীর লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মাজনামুঠা জমিদারীর যাদবরাম রায়ের সমসাময়িক তাহা

* Mutchlekha of Jadabram Chowdry of the Perganah of Dorodomnan;—'I Jadabram Chowdry of the Perganah of Dorodomnan, in the District of Ingelee; agreeably to an order which has been issued from the Nawab to this purpose * * * I will on no account trade with any other person for the salt to be made in the year 1173; and without their order I will not otherwise make away with, or dispose of a single grain of salt; * * *' bolts on *Indian Affairs*, p. 177. ইহা ছাড়া গ্র্যাণ্টের রাজস্ব-বিবরণীতে জানা যায় মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে আমলী ১১৩৫ হইতে ১১৭২ (১৭২৮—১৭৬৪ খ্রীঃ) সালের মধ্যে মাজনামুঠা জমিদারী রাজা যাদবরামের নামে বন্দোবস্ত হয়। Grant's *Analysis, vol. ii*, p. 365.

বেলী সাহেবের প্রদত্ত বংশপত্রিকাগুলি দৃষ্টে জানা যায়। প্রাগুক্ত কোম্পানীর আমলে লবণব্যবসায়-সম্বন্ধীয় পরওয়ানা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর উপর জারী হইয়াছিল;* ইহাদ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণ ও যাদবরামের সমসাময়িকত্ব সমর্থিত হয়। তাজ্ খাঁ মসৃনদ্-ই-আলার অন্যতম কর্মচারী দিবাকর পণ্ডা বা চৌধুরী এই লক্ষ্মীনারায়ণের পিতামহ;—ইঁহার রাজত্বাবসান ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বীয় পৌত্রের রাজত্বলাভের ৪১ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। এই অনুপাতে যাদবরামের পিতামহ তাজ খাঁ মসৃনদ্-ই-আলার অন্যতম কর্মচারী দ্বারকাদাসও ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী উভয়েই মসৃনদ্-ই-আলাবংশের সমসাময়িক এবং মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর আদি সংস্থাপক। ফার্সী হস্তলিপির মতে দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী উভয়েই এক সময়ে বাহাদুরের পতনের পর ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে (বিলায়তী ১০৬০ সালে) রাজ্যলাভ করেন। মিঃ বেলী-কথিত ১০৪০—১০৫০ সালে দ্বারকাদাস মসৃনদ্-ই-আলাবংশের কর্মচারিত্ব করিতেন;—তখন তাঁহার ভাগ্যে জমিদারীলাভ ঘটে নাই। ঈশ্বরী পট্টনায়ক ও কৃষ্ণ পণ্ডা মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু উক্ত দুই জমিদারীর সংস্থাপক নহেন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

* *Purwanah* issued to the Gomasta of Lukminarain Chowdry of the Perganah of Jallamutah. Bolts on *Indian Affairs*, p. 16?.

অষ্টম অধ্যায়

পাদরী মানরিকের হিজলী বর্ণনা

ভারতের বহির্বাণিজ্য ও ভারতে শক্তিস্থাপন কার্যে মুঘলরাজত্বের সময়ে পোর্তুগীজেরা সর্বপ্রথমে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাণিজ্যব্যপদেশেই পোর্তুগীজগণ এদেশে আগমণ করিয়াছিলেন। অচিরে বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হইতে চলিল; ভারতের পশ্চিমোপকূলে কোচীন প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগীজেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিবার পর গোয়া নগরীতে দুর্গ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিল (১৫১০ খৃঃ)। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ভারতের 'ভূস্বর্গ' বঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

যে সমস্ত পোর্তুগীজ উড়িষ্যার পিপ্‌লাতে (বর্তমান শাহ্‌বন্দর) ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ঐ সময়ে হিজলীতে উপস্থিত হয়। ইহারা বঙ্গের নানাস্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকে। হুগলীর অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল্ * তাহাদিগের প্রধান স্থান হইয়া উঠে; এখানে তাহাদিগের প্রধান গীর্জা সংস্থাপিত হয়। ব্যাণ্ডেলের অধীনে ঢাকা, সোলিকার, চাঁদপুর, বান্‌জা, পিপ্‌লী, বালেশ্বর, তমলুক, যশোহর, হিজলী, তেওগাঁ, চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা, রাঙ্গামাটি, কত্রাভু, শ্রীপুর ও আরাকানে পোর্তুগীজ গীর্জা ও বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি ছিল। † স্বার্থরক্ষাব্যপদেশে পোর্তুগীজেরা ক্রমে যুদ্ধ-

---

* 'পোর্তুগীজেরা নৌবাহিনীর আশ্রয়স্থানকে বন্দর বলিত। এই বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল হইয়াছে। য. খু. ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ। *Cf. Bengal Past and Present, vol. xiii, 1916.* Rev. Hosten's notes on *Manrique in Bengal.*

† Campos, *Portuguese in Bengal, p. 107.*

ব্যাপারাদিতে লিপ্ত হইয়া পড়িল, এবং আরাকানী মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের একদল ভাগীরথীর মুখে এবং অন্যত্র অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিল। সম্রাট সাহজাহানের আদেশে বঙ্গের শাসনকর্তা কাসিম খাঁ কর্তৃক ইহারা হুগলী হইতে বিতাড়িত হয়। মুঘল কর্তৃক হুগলী দখলের সময়ে প্রায় সার্ধচারিসহস্র পোর্তুগীজ স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা বন্দী হয়। এই যুদ্ধে পোর্তুগীজদিগের প্রায় তিনশতের অধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজ বিধ্বস্ত হয় (১৬৩২ খৃঃ)। ইহার পর বঙ্গের পোর্তুগীজ শক্তি খর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আরাকানের রাজা পোর্তুগীজদিগের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; হুগলী হইতে মুঘল কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পোর্তুগীজগণ আরাকানরাজের সাহায্যে সাগরদ্বীপে দুর্গ নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের লুণ্ঠন-বৃত্তির ভীষণতায় এবং মনুষ্যাপহরণের দৌরাত্ম্যে দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িল।* জনসমৃদ্ধিপূর্ণ সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপ ইহাদেরই অত্যাচারে জনমানবহীন হইয়াছিল।† পোর্তুগীজ দস্যুগণ এদেশীয়

* হ্যামিল্টন পোর্তুগীজ দস্যুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন,—রাজকুমার শূজা আওরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন; সেই সময়ে তাঁহার কতকগুলি পোর্তুগীজ অনুচরের বঙ্গদেশে জীবনধারণের অন্য কোন উপায় না থাকায় ভাগীরথীর মোহানার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে ডাকাতি ও লুণ্ঠনকার্যে প্রবৃত্ত হয়। Alex. Hamilton's *Account of the East Indies, vol. ii, Chap. xxxiii, pp. 4-5.*

† 'These men were taken into the company of the Arakanese who in conjunction with them devastated the southern part of Bengal, especially the Sunderbans.' Compos, *p. 158.*

'In 1538, a large body of Portuguese entered Bengal as military adventures in the service of the king of Gour. * * They used to engage in practical voyages to the lower districts Bengal, kidnapping the nations and pillaging and destroying the populated villages and towns at the mouth of the Ganges'. (*The Good Old Days of Hon'ble Company, vol. iii, p. 60.*) *Cf.* 'Again upon the eastern portion of the Sunderbans

লোকের নিকট 'বোম্বেটে', 'ফিরিঙ্গি', 'হারমাদ', প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।* ইহারা প্রতি বৎসর বাক্লা, সলিমাবাদ, যশোহর, হিজলী ও উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ দেশবাসীকে ধরিয়া লইয়া যাইত। পাদ্রী ম্যান্‌রিক (Sebastian Manrique) আরাকানরাজ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তদীয় নিবেদনে পোর্তুগীজদিগের

where the country has been cleared off forests, mudforts are found in good numbers erected most probably by the occupiers of the soil to ward off the attacks of the Mugs, Malayas, Arabs, Portuguese and other parties who, in time gone by, that is about A.D. 1581 depopulated this part of the country.' (*The Gangetic Delta, Calcutta Review, March 1859.*) অর্থাৎ সুন্দরবনের পূর্বদিকে অরণ্য পরিষ্কৃত করিলে অনেক মৃন্ময় দুর্গ বাহির হইয়াছে; সম্ভবত: এই সমস্ত দুর্গ মগ, মালয়, আরব, পোর্তুগীজ ও অন্যান্য দস্যুগণকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহারা আনুমানিক ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশ জনশূন্য করিয়াছিল।

* শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে 'বোম্বেটে' পোর্তুগীজ 'Bombarderio' শব্দ হইতে উদ্ভূত; ইহার অর্থ গোলন্দাজ সৈনিক (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা, ৫৮ পৃ:)। অনেক পোর্তুগীজ এদেশীয় রাজা ও জমিদার সরকারে গোলন্দাজের কার্য করিত, সুতরাং এই ব্যুৎপত্তি অসমীচীন নহে।

'ফিরিঙ্গী' Frank শব্দ হইতে উদ্ভূত; প্রাচীন রোমীয়গণ ফরাসী ভাষাকথনশীল সমস্ত ব্যক্তিকে Frank বলিত; আরববাসীরা উহাদের নিকট ঐ শব্দ অবগত হয় (Nelson's *Encyclopædia. s. v. Feringhi*); সম্ভবত: আরববাসিগণকর্তৃক শব্দটি ভারতে আমদানি হইয়াছিল। এদেশে পোর্তুগীজদিগের সহিত দেশীয় স্ত্রীলোকের সংযোগজাত বর্ণসঙ্করকে ফিরিঙ্গী বলিত। *Cf.* 'Firinghee—applied specially to the Indian-born Portuguese'. *Hobson-Jobson.* 'হারমাদ্' স্পেনীয় Armada শব্দের রূপান্তর; অর্থ নৌসেনাবাহিত জাহাজ। *Cf.* 'The word *Harmad* is evidently *Armad*, a corruption of *Armada*. *Armad* is used in the sense of fleet in '*Kalimat-i-taiyabat*' and in Marathi. (J. Sarkar's *Studies in Aurang. Reign*, p. 188 note). 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে' আছে—'ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে, রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে', 'হারমাদ্' যে নৌদস্যু তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বারা আরাকানরাজ্যের লোকসংখ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়—কোন কোন বৎসর তাহারা এগার হাজার পরিবারকে ধরিয়া আনিয়া আরাকানে বাস করাইয়া ছিল।* এই দস্যুরা গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিক্রয় করিত।† এখনও এদেশে ছেলেধরার ভয় দেখাইয়া দুর্দান্ত শিশুকে শান্ত করা হইয়া থাকে। পিপ্‌লী, বালেশ্বর ও তমলুকের বৃহৎ দাসহট্টে উহারা ধৃত লোকদিগকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত।‡ ম্যান্‌রিক তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর অন্যস্থানে বলিয়াছেন—১৬২৯-১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ—তাঁহার এই পাঁচ বৎসর আরাকানে অবস্থানকালমধ্যে পোর্তুগীজ ও মগ দাসব্যবসায়ীগণ বঙ্গদেশ হইতে আঠার হাজার লোককে দিয়াঙ্গা ও আরাকানে বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। যশোহর, সলিমাবাদ, বাক্‌লা, হিজলী ও উড়িষ্যা তাহাদের প্রধান মানবমৃগয়াক্ষেত্র ছিল; সাগর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কোন স্থান নিরাপদ ছিল না।

* 'Everybody knows how many raids they (Portuguese) make every year with their fleets on the lands and kingdoms of Bacala and Solimanuas, Jessor, Angelim, and Ourixa, thereby not only decreasing the power of the enemy, but also increasing yours. * * They bought to your dominions entire cities and villages (*poblaciones*), there being years when they introduced over eleven thousand families.' *Bengal : Past and Present, 1916, Part iv, p. 258.*

† বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, ৪১ পৃঃ।

‡ '—they were so bold that none durst inhabit lower downe the river than this place. The Arracanners usually taking the people off the shoare to sell them at Pipley (Pipli).' *Diaries of Streynsham Master, vol. ii, p. 66.*

Cf: *'The Feringi pirates of Chatgaon'* in Sarkar's *Studies in Aurang. Reign. ch. xii.*

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীরা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইত।* বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গার মোহানার নিকটবর্তী বহু সুন্দর নগর জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।†

পোর্তুগীজেরা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার পিপ্‌লী বা শাহ্‌ বন্দরে কুঠী নির্মাণ করে, ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা হিজলীতে উপস্থিত হয়।‡ হিজলীকে পোর্তুগীজেরা 'অঙ্গেলিম্‌' বলিত। এখানে আসিয়া তাহারা বাণিজ্যভবন ও দুইটি গীর্জা নির্মাণ করে; ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি গীর্জার এলাকায় তিনশত

হিজলীতে পোর্তুগীজ

* 'Manrique says at p. 152, col. 2, that within the 5 years' of his stay in Arakan (1629—1635), the Portuguese and Magh slave raiders brought to Dianga and Angercale about 18,000 souls from Bengal. Jessor, Solimnabas, Bacala, Hijili and Orissa were the chief hunting grounds; no part was secure from Chittagong to the Hughli. The pilgrims at Saugar Island were much exposed.'

Bengal: Past and Present, 1910, *part ii, p. 281.* Fr. Hosten's Notes on *Manrique's Itinerario.*

† '—entering in to the channels and arms of Ganges, and between all these of the lower Bengal, and often penetrating so far as forty or fifty leagues up into the country, surprized and carried away whole towns, assemblies, markets, feasts, and weddings of the poor Gentiles and others of that country, making women slaves, great and small with strange cruelty; and burning all they could not carry away. And thence it is, that at present there are seen in the mouths of Ganges so many fine isles quite deserted which were formerly well-peopled, and where no other inhabitants are found but wild beasts, and especially tigers.' F. Bernier's *Travels in Hindustan.*

‡ 'The Portuguese not long after establishing themselves in pipli (Orissa) in 1514 migrated northwards towards Hijili'.

বয়ঃপ্রাপ্ত খ্রীষ্টান ছিল।* হিজলীর বানজা (Banja)† নামক স্থানে আরও একটি গীর্জা ছিল,—তাহার অধীনে স্থানীয় পাঁচশত খ্রীষ্টান অধিবাসী বর্তমান ছিল। ইহা ছাড়া এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর না হইলেও বাণিজ্যার্থে অনেক খ্রীষ্টানের যাতায়াত ছিল।‡ এখান হইতে বণিকেরা চিনি, মোম এবং এক প্রকার তৃণ নির্মিত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য অতি সুন্দর সূক্ষ্মবস্ত্র ও রেশম লইয়া যাইত।§ ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে একজন জেসুইট্ পাদরী হিজলী রাজধানীতে অত্রত্য জনৈক

Campos, *p. 94.* এই হিজলী বর্তমান হিজলী গ্রাম নহে,—ইহা তখনও মনুষ্য বাসোপযোগী হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণবর্তী বিস্তৃত ভূভাগে হিজলী প্রদেশ বা রাজ্য ছিল।

* In the kingdom of Angelim, they (the Augustinians) dedicated another church to our Lady of Rosary. To that church another is attached bearing the same title. Both contain three hundred souls de confession (of an age to make their confession).

Fray J. Sicardo, O. S. A., *Christiandad del Japan, Ch. III* (quoted by Rev. Hosten).

† বানজা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে দ্রষ্টব্য।

‡ 'The Christian community there counting five hundred souls exclusive of those whom the commerce of that Port brought to the place albeit the climate is little salubrious.' *Sicardo*, quoted by Rev. Hosten.

§ '—the great number of merchants who gather there to buy sugar, wax and Ginghams (Guingones) which I have said is a kind of cloth made by grass (yerwa) and silk, a very nice and cooling texture to wear during the hot summer.' *Bengal: Past and Present, 1916, vol. xiii, p. 48.* ইহার পূর্বে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ ভারতপর্যটক র‍্যাল্‌ফ্ ফীচ হিজলীর এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন। *Cf.* 'In this place is very much rice, and cloth made of grasse, which they call yerwa (a Port. word = grass), it is like a silke.'—J. H. Riley, *Ralph Fitch, London, 1899, pp. 113-114.*

ধনশালী খ্রীষ্টানের নিকট ভিক্ষালব্ধ অর্থে একটি গীর্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই গীর্জাতে তিনটি অলঙ্কার-মণ্ডিত বেদী ছিল। এই স্থানে সর্বদাই দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইত।* ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ অধিকৃত সোন্দ্বীপে তাঁহাদিগের নিযুক্ত শাসনকর্তা ফতে খাঁ বিদ্রোহী হইলেন† পোর্তুগীজেরা উক্ত দ্বীপ দুই মাসকাল অবরোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে সকল আশা পরিত্যক্ত হইলে গ্যাসপার (Gasper de Pina) নামক জনৈক স্পেনদেশবাসী হিজলী হইতে পঞ্চাশজনমাত্র অনুচরসহ গমন করিয়া অতীব নৈপুণ্যের

* 'At Pranja and Angelmo, where the king resides a (Jessuit) Father has built a church with the alms which he has received from a rich Christian of the country. He has ornaments of three altars : plenty of people go always thither to confess and communicate, and there is always some one getting baptised.' (Annual Letter of 1621). *Hist de ce quis'est passe on Ethiopic Malabar, Brasil, et es Indes Orientales, (1620—1624), Paris, S. Cromoisy, 1628, p. 107*—quoted by Rev. Hosten. এই গীর্জাই হিজলী গ্রামের গীর্জা, কারণ এই হিজলীতে (নিজ্ কস্‌বা) রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

† Emanuel de Mattos Cammander who died not long before, had been Lord of Sandiva, an island 70 leagues in compass. Fati-can a resolute Moor, whom he had entrusted with the island in his absence, hearing of his death, makes himself master of it, and the more to secure himself, murders such, of the natives as were Christians etc.' Cap. John Stevens, *The Portuguese Asia. Chap. viii*, also Campos, *p 83.* ষ্টুয়ার্টের মতে ফতেখাঁ সোন্দ্বীপের মুঘল শাসনকর্তা, তিনি পোর্তুগীজ দস্যুদিগের উপদ্রব নিবারণ জন্য সোন্দ্বীপের পোর্তুগীজ ও খ্রীষ্টান অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। 'The conduct having attracted the notice of Fatteh Khan, the Mughal commander of the island of Sundeep, he ordered all the Portuguese inhabitants and other Christians on the island to be seized and put to death.' Stewart's *History of Bengal, p. 233*; পোর্তুগীজদিগের লিখিত ইতিহাসে এরূপ নাই।

সহিত সোনদ্বীপ অধিকার করেন।* ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলকর্তৃক পরাজিত হইয়া হুগলী হইতে তিন সহস্র পোর্তুগীজসহ পাদ্রী কাব্র্যাল (Fr. Cabral) সাগর দ্বীপে পলাইয়া আসেন ; কিন্তু তথায় মহামারীর প্রকোপে অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হইলে মৃতাবশিষ্ট পোর্তুগীজগণ হিজলীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল।† হিজলীর নিকটবর্তী ভাগীরথীর মোহানার নাম ছিল Rogues' River বা দস্যু-নদী। মগ ও পোর্তুগীজ দস্যুরা ঐ স্থানে দস্যুবৃত্তি করিত।‡ তাহাদিগের অত্যাচারে হিজলী জনশূন্য হয় ;—কৃষকেরা ভূমিসম্পত্তির

* 'The Portuguese then besieged the island for two months but ran short of provision and ammunition, which could not be brought up on account of the enemy's opposition. At a time when all seemed to be lost a Spaniard named Gasper de Pina at the head of fifty men came to the rescue from Hijili, with only a ship but much courage and ingenuity. He approached by night with shouts, blare of trumpets, noise of drums and blaze of lights, creating an impression that a powerful succour had come. In this confusion Gasper de Pina and the whole of the Portuguese force effected a landing and took possession of the island.' Campos. *Portuguese in Bengal, p. 83.* গ্যাস্‌পার স্পেনীয় হইলেও পোর্তুগীজদিগের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সে সময় পোর্তুগাল স্পেনের অধীন ছিল।

† 'The three thousand survivors among whom was Fr. Cabral, fled to the Saugor Island where they took refuge, but sometime after a plague broke out, and those who escaped its ravages migrated to Hijili and Banja.' Campos. *p. 130.*

‡ Alex. Hamilton, *A New Account of the East Indies, vol. ii, p. 3,* হেজেসের টীকাকার বার্লোর (Barlow) মতে 'রোগস্ রিভার' বর্তমান 'চ্যানেল্ ক্রীক্' (বারাতলা বা মড়িগঙ্গানদী)—Hedges' *Diary, vol. iii, p. 208.* Hobson-Jobson-এ Yule and Burnell ইহা 'কুল্পী ক্রীক্' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মগ ও পোর্তুগীজ দস্যুদিগের আশ্রয়স্থান হইতে ইংরাজেরা নদীর এই অংশের, Rogues' River নামকরণ করিয়াছিলেন। মগেরা বর্তমান 'আসাম-সুন্দরবন

মায়া ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এইজন্য সম্রাট সাহজাহান হিজলীকে ঢাকার বাদশাহী 'নওয়ারা'র অধীনে সংস্থাপিত করিয়া বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত করেন। * মুঘলেরা ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজদিগকে হিজলী হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং হিজলীতে পোর্তুগীজ প্রভাব বিনষ্ট হয়।† অতঃপর একবার

ডেস্‌প্যাচ সারভিস্‌ ষ্টীমারের যাতায়াতপথে এই স্থানে উপস্থিত হইত বলিয়া মনে হয়। '1676, Sept. 8. This day we passed by the River which goes to Chittygom (Chittagong) and Dacca, which the English call the River of Rogues, by reason that the Arracanners used to come out thence to Rob.' *Diaries of Streynsham Master, vol. i, p. 312.*

'It was so called for being frequented by the Arakan Rovers. Sometimes Portuguese vagabonds, sometimes native Muggs, whose vessels lay in the creek watching their opportunity to plunder craft going up and down the Hooghly.' Hobson-Jobson, *s. v. Rogues' River.*

Cf. also,—'on the left side of the Hughli opposite to the Haven of Angels, was the Rogues' River, coming from Arakan, the lurking place of the pirate devils, who hid themselves in the deep channels watching their opportunity to plunder the unweary voyager.' Wilson's *Early Annals, vol. i. p. 133.*

* 'Their field of operation was the coast of Hijili (Midnapore) and Orissa.' Campos, *p. 158.*—'The Arakanese and Portuguese pirates now began to commit depredations on the Orissa coast and in Hijili. Tracts of lands became depopulated and the ryots left their fields. Shah Jahan thereupon annexed Hijili to Bengal so as to enable the imperial fleets stationed at Dacca to guard against these piratical raids.' *Ibid, p. 95.*

† 'Ballasore began to be a noted place when the Portuguese were beaten out of Angelim (Hijili) by the Moors, about the year 1636.' *Diaries of Streynsham Master, vol. ii, p. 84,* Yule, *Diary of Hedges, vol. ii, p. 240* ও দ্রষ্টব্য।

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীতে পোর্তুগীজদিগের ক্ষমতাস্থাপনের চেষ্টার বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইংরাজ কোম্পানীর তদানীন্তন বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেজেস্‌কে (Willam Hedges) ঐ সময়ে নিকলো ডি পেভা (Nicolo de Paiva) নামক জনৈক পোর্তুগীজ বণিক হিজলী ও খেজুরী দ্বীপদ্বয় অধিকারের জন্য দুই তিনটি রণতরী ও সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন।* ইহার পর হিজলীতে পোর্তুগীজসংস্রবের কোনও ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।†

পোর্তুগীজেরা দেশ হইতে লুপ্ত হইলেও এ দেশীয় আচার-ব্যবহার ভাষা ও সভ্যতার মধ্যে তাহাদের এককালে এদেশে আধিপত্যবিস্তারের

* 'Their (Portuguese) whole community had wrott ye vice king of Goa and besought him earnestly to send them two or three frigates with aid and assistance of soldiers to possess themselves of ye Island of Kedgeria and Ingelee for what which purpose they had sent him draughts and large descriptions of ye said Islands.' Yule, *Diary of Hedges, vol. i, p. 172.*

† হিজলীর পোর্তুগীজ প্রভাবের শেষ চিহ্ন তমলুক মহকুমার গেঁওখালীর সন্নিকটে মীরপুর গ্রামে দৃষ্ট হয়। মীরপুরের অন্য নাম ফিরিঙ্গীপাড়া। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে S. P. G. Mission এইস্থানে একদল দেশীয় ক্যাথলিক্‌ খ্রীষ্টানের সন্ধান পায়। সেই সময়ের ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাহারা কোনও ধর্ম-যাজক দর্শন করে নাই। তাহারা গোয়া হইতে আগত কতকগুলি পোর্তুগীজের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মহিষাদলের রাজার গোলন্দাজের কার্যে নিযুক্ত হইয়া মীরপুর গ্রাম নিষ্কর পাইয়াছিল (*Indo European Correspondence, pp. 80-81 quoting Indian Church Gazette* quoted by Rev. Hosten)। বহুদিন খ্রীষ্টীয় আচার ব্যবহার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহাদিগের চালচলন প্রতিবেশী হিন্দুর ন্যায় হইয়া গিয়াছে এবং একই পরিবারস্থ কাহারও হিন্দু নাম 'গোপাল' এবং কাহারও পোর্তুগীজ নাম 'পেড্রো' (Pedro) দৃষ্ট হয় (Midnapore Dt. Gazetteer, p. 55)। ১৮৯১ সালে ইহাদের সংখ্যা ২৩২ জন ছিল (Midnapore Census Report, p. 2)। এখনও প্রায় ৪০।৪৫টি খৃষ্টান পরিবার, ও দুইটী চার্চ আছে, একটি রোম্যান ক্যাথলিকদের অপরটি প্রটেষ্ট্যাণ্টদের।

স্মৃতি অপ্রতুল নাই। আমাদিগের দেশের বাগানবাগিচা পোর্তুগীজ-

বঙ্গে পোর্তুগীজ স্মৃতি

দিগের আনীত নানা প্রকার ফল, ফুল, সব্জী ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রবর্ত্তনে সম্পৎশালী হইয়াছে। আতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা প্রভৃতি উপাদেয় ফল,—রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি নয়নরঞ্জক পুষ্প,—কপি, ওলন্দা, কড়াইশুটি প্রভৃতি মুখরোচক তরি-তরকারী,—সালসা, আয়াপান, জোলাপ, প্রভৃতি গাছগাছড়া পোর্তুগীজদিগের প্রদত্ত। পোর্তুগীজেরাই হিজলীতে বিখ্যাত 'হিজলী বাদাম' * নামক সুখাদ্য ফলের চাষ প্রবর্তিত করিয়াছিল। এদেশের ফলের মোরব্বা আচার প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী পোর্তুগীজদের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সাগু, পাঁউরুটি, বিস্কুট, তামাক প্রভৃতি পোর্তুগীজদিগেরই প্রথম আমদানী। আলমারী, কেদারা, জানালা প্রভৃতি গৃহ-সজ্জা,—বিস্তি, কুপন প্রভৃতি ক্রীড়া,—স্ফূর্তি, নীলাম প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা—ক্যানেস্তারা, গাম্‌লা, বাল্‌তি, তিজেল প্রভৃতি গৃহস্থালীর জিনিষ,—সাবান, তোয়ালিয়া, বোতল প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্য,—গরাদে, বরগা প্রভৃতি গৃহনির্মাণোপকরণ,—মধুর সঙ্গীত যন্ত্র বেহালা পোর্তুগীজদিগের

---

* হিজলী বাদাম (Anacardium Occidentale Lium) স্বাভাবিক পর্যায়ে আম্রবর্গের অন্তর্গত। এই বাদামবৃক্ষ সুবর্ণরেখা নদী হইতে হিজলী পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ বালুআড়িতে এবং হিজলীর সমুদ্রতীরবর্তী অবিমিশ্র বালুকাময় স্থানে স্বভাবত: প্রচুর জন্মায়। ইহা সুরস ও সুখাদ্য; ফলের বহির্দেশে আঁটি বা শক্ত আবরণ যুক্ত বাদামটী থাকে, তজ্জন্য দেখিতে বিস্ময়কর। পোর্তুগীজেরা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজীল প্রদেশের অরণ্য হইতে বীজ আনয়ন করিয়া গোয়া অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ করে। পোর্তুগীজ অধিকৃত গোয়াতে এক্ষণে ইহার অনেক আবাদ হইয়াছে এবং অর্ধ বন্য গাছের সংখ্যাও অনেক। পোর্তুগীজ গবর্ণমেণ্ট হিজলী বাদামের চাষ হইতে কিয়ৎ পরিমাণ কর ও পাইয়া থাকেন। গোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে নানা স্থানে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরজেলার কাঁথি মহকুমার সমুদ্রতীরবর্তী স্থানেই হিজলী বাদাম জন্মিয়া থাকে এবং কাঁথির নাম হিজলী বলিয়া ইহা 'হিজলী বাদাম' নামে সুপরিচিত। 'হিজলী বাদাম'—কৃষক, ১৩২৩, কার্তিক। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'ফিরঙ্গ' নামক এক প্রকার দূষিত উপদংশ রোগ এদেশে চরিত্রদুষ্ট পোর্তুগীজ-সংসর্গেই অভ্যুদিত হইয়াছিল।* এমন কি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পোর্তুগীজদিগের অনুকরণে যিশুমাতা মেরীর নামোচ্চারণে 'মাইরি' বলিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া থাকে।† পোর্তুগীজেরা এইরূপে আমাদিগের ভাষা ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে তাহাদিগের জাতীয়চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

পোর্তুগীজ ভ্রমণকারীগণের সিব্যাষ্টিয়ান্ ম্যানরিকের (Padre Maestro Fray Sebastian Manrique) ভ্রমণ বৃত্তান্তে হিজলীর অল্পবিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। ম্যানরিক সেণ্ট অগষ্টিন্-মণ্ডলীযুক্ত ধর্মযাজক ও ভারতীয় পোর্তুগীজ মিশনসমূহের পরিদর্শকরূপে কোচীনে অবস্থান করিতেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী স্পেনীয় ভাষায় ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Itinarario Orient নামে প্রকাশিত হয়। ইহা বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার দীর্ঘকাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত। ম্যানরিক এদেশের আচারব্যবহার ও আদবকায়দা বিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাহিনীতে অতিরঞ্জন বা অবাস্তবের সমাবেশ নাই। দেশের তৎকালীন সুন্দর চিত্র তাঁহার বর্ণনায় পরিস্ফুট। ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম হইতে নবম পরিচ্ছেদ (১৬২৮—২৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত ম্যান্‌রিকের বঙ্গদেশ

* 'গন্ধরোগ: ফিরোঙ্গোঽং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা: প্রসঙ্গত: ॥
ফিরঙ্গ সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যত্নবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধি বিশারদৈ: ॥' ভাবপ্রকাশ:।

'কলম্বসের স্পেনদেশীয় সহযাত্রিগণ আমেরিকার অন্ত:পাতী হিস্পানিয়োলা দেশের রমণীদিগের সহিত সংসর্গদোষে দুষ্ট হইয়া ঐ রোগ সর্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করে এবং তৎপরে পোর্তুগীজেরা উহা ভারতে বিস্তার করে।' সা. প. পত্রিকা, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা, ৫৪-৫৫ পৃ:।

† 'রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে 'ম্যারি' (Marry) শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইত।' সা. প. পত্রিকা, ঐ সংখ্যা।

সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত।* তিনি ১৬২৯—১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে অবস্থান করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। এইবারে উড়িষ্যার উপকূলে জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। অবশেষে কারামুক্ত হইরা ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চিরকালের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন।

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে ম্যানরিক গোয়ানগরীর ধর্মাধ্যক্ষ কর্তৃক বঙ্গদেশগামী পোর্তুগীজ মিশনের অন্যতম প্রচারক মনোনীত হইয়া অন্য তিনজন ধর্মযাজক অনুচরসহ কোচীন হইতে হুগলী ও উড়িষ্যার পিপ্‌লী নামক বন্দরযাত্রী দুইটি বাণিজ্যজাহাজে আরোহীরূপে বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। পথে নানারূপ ঘটনার পর মে মাসে জাহাজগুলি ভাগীরথীর মোহানার নিকটস্থ সাগরদ্বীপের সমীপবর্তী হয়। সাগরদ্বীপের নিকট তৎকালে অনেক বালুকাময় মগ্ন চর ছিল। এই সমস্ত স্থান জাহাজাদির পক্ষে বিপদসঙ্কুল ছিল। ম্যান্‌রিকের জাহাজ ভাটার সময় এই চর বা চড়ায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন ও ছিদ্রযুক্ত হয়। জাহাজখানিতে টিউটিকোরিন্‌ হইতে আনীত শঙ্খ বোঝাই ছিল; ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট জলে শঙ্খগুলি পূর্ণ হওয়ায় জল নিষ্কাষণ যন্ত্রের (pump) সাহায্যে জাহাজের জল বাহির

* ম্যান্‌রিকের বঙ্গদেশ ভ্রমণকাহিনীর প্রথম হইতে নবম পরিচ্ছেদের বিষয়গুলি এই'—১ম—কোচীন হইতে ভাগীরথীর মোহানা; ২য়—হিজলীর চড়ায় (Braces of Hijili) নিকট জাহাজ ভগ্ন এবং মস্‌নদ্‌-ই-আলার নিকট নীত হওন; ৩য়—হিজলীসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও হুগলী যাত্রা; ৪র্থ—হুগলী সহরের উৎপত্তি; ৫ম—বঙ্গে প্রথম সেণ্ট্‌অগষ্টিন সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচার; ৬ষ্ঠ—বঙ্গের উর্বরতা ও বাণিজ্য; ৭ম—বঙ্গ দেশের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার; ৮ম—বঙ্গদেশের হিন্দু পুজা পার্বন; ৯ম—গঙ্গা সাগর তীর্থ বিবরণ। ম্যানরিকের ভ্রমণবৃত্তান্তের অতি বিশুদ্ধ ও প্রচুর টীকা দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজী অনুবাদ *Travels of Fray Sebastien Manrique, 1629-43*, by C. E. Luard assisted by Father H. Hosten. (Hakluyt Society's Series), 2 vols. 1927.

করিয়া দিবার উপায় ছিল না। প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী ও নাবিকের আর্তনাদ পূর্ণ, নিমজ্জমান জাহাজটী রজনীর অন্ধকারে জোয়ারের প্রবাহে তাড়িত হইয়া হিজলীর উপকূলে তীরভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল ম্যানরিকের বর্ণানুযায়ী যথাযথ প্রদত্ত হইতেছে।

ম্যান্‌রিকের কাহিনী

'রাত্রির অন্ধকার অপসৃত হইলে আমরা একটি নির্মল ও আনন্দ-জনক প্রভাত লাভ করিলাম। জাহাজের অধ্যক্ষ এক্ষণে আমরা কোথায় আসিয়াছি জানিতে পারিয়া জাহাজের ছোট কামানগুলি (Falconets) প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলেন। জাহাজে রক্ষিত বারুদগুলি অব্যবহার্য হওয়ায় তাহারা কয়েকজন সাধারণ আরোহীর (private individuals) বারুদাধারের মধ্যে যে ভাল বারুদ ছিল তাহা লইতে বাধ্য হইল'। এই বারুদগুলি শুষ্ক অবস্থায় ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা দুইটী কি তিনটী মাত্র আওয়াজ চলিতে পারে।

'আমরা যখন এই সমস্ত যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সময়ে মসনদ-ই-আলার (Massundulim)* ক্ষেপনিযুক্ত নৌবহর (oary fleet) দৃষ্টিপথবর্তী হইল। আমাদের জাহাজ দেখিতে পাইয়া নৌবহরের গতি থামাইয়া তাহাদের শান্তিপূর্ণ মনোভাবের নিদর্শন-স্বরূপ তাহারা একটি শ্বেতবর্ণের পতাকাযুক্ত ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের নিকট প্রেরণ করিল। আমাদের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া তাহারা কথাবার্তা বলিবার অনুমতি চাওয়ায় আমরা অনুমতি প্রদান করিলাম। তাহারা তাহাদের সেনাপতির স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে কোনরূপ সন্দেহ করিতে নিষেধ করিল। কারণ তাহাদের রাজা হুগলীর পোর্তুগীজদিগের সহিত যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আছেন তাহা ভঙ্গ করিবেন

* মসনদ্-ই-আলা একটি আফঘান্ উপাধি। ম্যান্‌রিক তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার নামই সংক্ষেপে 'মসনদ্-ই-আলা' (মসুন্দলীম্) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

না। তাঁহার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদের মধ্যে যে চুক্তি আছে তাহার শর্ত পালন করিতে হইবে। চুক্তির একটী শর্ত এই যে, যদি কোন পোর্তুগীজ জাহাজ তাঁহার রাজ্যের কূলবর্তী হয়, তাহা হইলে ঐ জাহাজের মালপত্র তাঁহার অধিকারে আসিবে। এতদ্ব্যতীত জাহাজের অধ্যক্ষ, বণিক ও মিশনারীগণ যাহা মীমাংসা করিবেন তাহা তিনি মানিতে সম্মত হইলেন। আমরা এই সঙ্গত প্রস্তাবের উত্তরে জানাইলাম যে আমাদের জাহাজ যখন হুগলী যাইতেছে তখন আমরা এই চুক্তি মান্য করিয়া চলিব; কারণ মহিমাময় সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নামে শপথগ্রহণপূর্বক যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে আমরা কখনও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না; পোর্তুগীজ জাতি সহস্রবার তাহাদের জীবন বিসর্জন দিবে, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধাচারী হইবে না।

মস্‌নদ্-ই-আলার সৈন্যাধক্ষের সহিত সাক্ষাৎ

'ইত্যবসরে জোয়ারের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা একহাঁটু জলে নামিয়া জাহাজ হইতে কূলের দিকে চলিলাম। কূলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মিশনের অধ্যক্ষ ফাদার ইমানুয়েল ডি লা এস্‌পারেঙ্কার (Father Frai Emanuel de la Esperanca) নিকট একখানি পত্র পাঠাইলাম। এই পত্র অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ (Saiba Subba General of cavalry) দ্বারা পথে আটক হইল। এই সৈন্যাধ্যক্ষ তিনশত অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত এদিকে আসিতেছিলেন। আমরা যেখানে ছিলাম—সেখানে পোঁছিয়াই তিনি জাহাজের অধ্যক্ষ ও মিশনারীগণকে ডাকিলেন, আমরা সকলে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে যথারীতি অভিবাদনের পর তিনি জাহাজের ডেকের দরজা ও জাহাজস্থিত সিন্দুকগুলির চাবি চাহিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন যে, ঐ সিন্দুকগুলি সাধারণের সম্পত্তি; চাবি সিন্দুকের মালিকের নিকট আছে। ডেকের চাবির সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে জাহাজ ইতঃপূর্বেই ভগ্ন ও সৈন্যদলে পূর্ণ হইয়াছে; যখন মূল্যবান

দ্রব্যাদি তিনি গ্রহণ করেন নাই তখন এই অব্যবহার্য চাবি লইয়া তাঁহার কি হইবে?

'উত্তর শুনিয়া এই মুসলমানের (Moor) এত উত্তেজনা হইল যে তিনি অধ্যক্ষ মিশনারীগণকে ধৃত করিয়া শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম,—আজ্ঞা পাইয়া তাহারা সকলকে ধৃত করিল।

ম্যান্‌রিকের পরীক্ষা

ইহাতে আমরা ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম সেনাপতি হাসিতেছেন ও সম্পূর্ণ সরল ভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন তখন আমার সাহস আসিল। তৎপরে খুব সোরগোল করিতে করিতে একদল পেয়াদা (catchpolls) উপস্থিত হইয়া তাহাদের বক্র তরবারি নিষ্কাশন-পূর্বক আমাদের হস্তগুলি পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিল। এই অবস্থায় পড়িয়া আমি ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সেনাপতিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। তাহাতে তিনি এই সমস্ত কার্য কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে জানাইয়া আমাদিগকে প্রফুল্ল থাকিতে বলিলেন। ইহা সত্ত্বেও পেয়াদারা আমাদিগের অধিকাংশ পরিচ্ছদ মোচন করিয়া লইল। কেবল পায়জামাটীমাত্র রহিল। এইভাবে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে নীত হইলাম। পেয়াদারা তাহাদের তরবারি শাণিত করিয়া আমরা টাকা আনিতে না পাঠাইলে আমাদের শিরশ্ছেদ হইবে এইরূপভাবে ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিল।

'এই শান্তিপূর্ণ আমোদে (peaceful pastime) আমরা রাত্রির

মিলন

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলাম। প্রভাতের এক প্রহর পূর্বে একটী দামামার বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম; এই বাদ্য চলিল ও 'মেলাও' 'মেলাও' (Melao-Melao) বলিয়া উচ্চশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহার অর্থ চুক্তি ও বন্ধুতা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

'পেয়াদারা এই শব্দ শুনিবামাত্র অতিশয় শিষ্টাচারের সহিত আমাদিগের বন্ধনমুক্ত করিল এবং দামামাবাদক আসিয়া বন্ধুত্বের

নিদর্শনস্বরূপ আমাদিগকে সেনাপতির প্রদত্ত 'শিরপাও' বা একটি পানের 'বিড়া' (Siripao or a bira of betel) * উপহার দিল। তারপর তাহারা আমাদিগকে সেনাপতির নিকট লইয়া গেল। আমরা দেখিলাম তিনি আমাদের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। টেবিল বিস্তৃত ছিল; তিনি বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত আমাদিগকে বসিতে আহ্বান করিলেন। সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমাদের আহার কার্য চলিয়াছিল।

হিজলী সহরে গমন

ইতিমধ্যে হিজলী সহর (city of Angelim)† হইতে ফাদার ফ্রে ম্যাহুয়েল ‡ নবাবের নিকট হইতে আমাদের মুক্তির পর্‌ওয়ানা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মিশনারীগণ ও জাহাজের অধ্যক্ষের জন্য সুন্দর আস্তরণযুক্ত ডুলি (Dolis) আনিতে পাঠাইলেন। এই ডুলিতে একজনমাত্র লোক বসিতে

* Rev. H. Hosten লিখিয়াছেন, 'Bira (Hind.) is a betel-leaf made up with a preparation of the areca-nut, spices and chuna or lime'. অর্থাৎ শুপারি, চুণ ও মসলাদির দ্বারা সাজান পান কিন্তু তাহা নয়,—হিজলী অঞ্চলে এক গোছা বোঁটাশুদ্ধ আস্ত পান। গোল করিয়া গুটাইয়া বাঁধা তাহাকে 'পানের বিড়া' (bundle) বলে। এখনও বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে আত্মীয়তা ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ এই অঞ্চলে আস্ত সুপারিসহ 'পানের বিড়া' প্রদত্ত হয়। Cf. 'On marriages and other occasions he receives some token of respect from the villagers, which ordinarily takes the form of betel-leaves and nuts.' *Midnapore Dt. Gazetteer. pp.* 71—72.

† হিজলী শহরের অবস্থানভূমিকে বর্তমান সময়ে নিজ্‌কস্‌সা' (very city) বলে, ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই স্থানে ইস্‌নদ্‌-ই-আলার মস্‌জিদ্‌ ও সমাধিমঞ্চাদি আছে।

‡ ম্যান্‌রিকের হিজলীতে উপস্থিতসময়ে (১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ফ্রে ম্যাহুয়েল্‌ তত্রত্য গীর্জার ধর্মযাজক ছিলেন। Cf. 'At Pengalla, Fray Emanuel de la Esperanca, Vicar of Angelin (read : Angelim = Hijili), and Fray Francis de la Pieded and in 1625. Fray Didacus de la Conception and others had trial of mockeries and stripes for Christ, but rejoicing that they were accounted worthy to suffer reproach for the name of Jesus.' *Fray Thomas de Herrera, Alphab, August Madrid,* 1644, I, 323, *col* I. quoted by Fr. Hosten.

বা পা গুটাইয়া শয়ানভাবে থাকিতে পারে। ইহা চারিজন বাহকের স্কন্ধে বাহিত হয়। আমাদিগের সহিত কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলেন,—তাঁহাদিগের জন্য ঐ ডুলিগুলি প্রদান করিয়া পদব্রজে নগর পর্যন্ত ৩ লীগ * চলিলাম। এই তিন লীগ্ পথ আমাদিগের তিন হাজার লীগের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ঐ প্রদেশের সমস্তটাই সমতল এবং একাংশ জলাভূমি ছিল বলিয়া পথগুলি এত জল ও কর্দমে পূর্ণ ছিল যে আমরা অনবরত কর্দমে পড়িতেছিলাম এবং কোন কোনও স্থানে আমাদের কোমর পর্যন্ত জল হইয়াছিল। এই সমস্ত কষ্টভোগের পর শহরে উপস্থিত হইতে আমাদিগের রাত্রি হইল। মসনদ-ই-আলার মন্ত্রিগণ সকলের অবস্থানের জন্য পূর্বেই আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

'আমরা আমাদিগের গীর্জা ও বাসস্থানে গমন করিলাম। †' গীর্জা দর্শন করিয়া বাগানের মধ্যে একটী পুষ্করিণীতে যত্নের সহিত

---

* শহর হিজলী বা নিজ কস্‌বা সমুদ্র বেলা হইতে ৩ লীগ্ বা ৯ মাইল দূরবর্তী ছিল। এই ৯ মাইল স্থান সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। বর্তমান মস্‌নদ্-ই-আলার মস্‌জিদের পার্শ্বেই সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়। বর্তমান কাউখালী গ্রাম নিজকস্‌বার সমসূত্রে একটু উত্তরদিক হেলাইয়া বঙ্গোপসাগরবেলায় অবস্থিত; কিন্তু পূর্বে সমুদ্রের দূরবর্তিতার জন্য কাউখালী হিজলী দ্বীপের ঠিক উত্তরে প্রতীয়মান হইত। Cf: 'The Hijili island had Cowcolly at its north point.' *Midnapore Dt. Gazetteer p.* 198.

† হিজলী শহর বা নিজ কস্‌বাতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে দুইটী পোর্তুগীজ গীর্জা ছিল। উহাতে ৩০০ খৃষ্টান বাস করিত। উহা বর্তমান সময়ে সমুদ্রের কুক্ষিগত হইয়াছে অথবা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া মৃত্তিকাগর্ভে অবস্থান করিতেছে। Cf: 'In the kingdom of Angelim, thy (the Augustinians) dedicated another church to our Lady of the Rosary. To that church another is attached, bearing the same title. Both contain three hundred souls de confession (of an age to make their confession).' Fray Jose Sicardo, O. S. A. *Christianded del Japan. chap. III* quoted by Rev. H. Hosten.

এই গীর্জা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে হিজলীর জনৈক ধনশালী খৃষ্টানের অর্থে নির্মিত হইয়াছিল, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

সমস্ত পদলিপ্ত কর্দম ধৌত করা আমাদের সর্বপ্রথম কার্য হইল।

হিজলীতে পোর্তুগীজ গীর্জা

পরদিন ঐ ক্ষুদে নবাব আমাদিগকে দুইটি মেষ, দুইটি টাকা ও একটী স্পেনীয় 'পেষো' নামক মুদ্রা, 'আদিয়া' (Adia) * বা উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। টাকা দিবার কারণ এই যে, এই সমস্ত উপঢৌকনের সহিত রন্ধনের উপযুক্ত মসলাদি ক্রয়েরজন্য প্রয়োজনীয় মূল্য দেওয়ার রীতি ছিল।

মসনদ্-ই-আলার দরবার

'আমাদের হিজলীতে উপস্থিতির পর দুই দিন অতিবাহিত হইলে মসনদ্-ই-আলা ফাদার ফ্রে ইম্যানুয়েল্‌কে ডাকিয়া, পর দিন জাহাজের অধ্যক্ষ, মিশনারী ও বণিকগণকে আনিতে আদেশ দিলেন। তদনুযায়ী পরের দিন দরবারে উপস্থিত হইলাম। এই কক্ষে উত্তম গালিচা বিস্তৃত ছিল। ঐ ক্ষুদে নবাবটির (petty king) উপবেশন স্থানে একটি রেশমী চন্দ্রাতপ এবং দুইটি স্বর্ণ ও রৌপের কারুকার্যখচিত রেশমী গদি ছিল। এই সুদৃশ্য গদিগুলির মধ্যস্থলে একটি লঘু ও মসৃণ কার্পাসনির্মিত উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের উপাধান ছিল। ইহাতে জরদ রঙের ডোরা থাকায় ও শ্বেত রঙের মিশ্রণে বেশ মনোরম হইয়াছিল। ইহার উপর সেই 'আধা হুজুর' (Semi-Highness) আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাসদ্গণের সতরঞ্চক্রীড়া

'এই দরবারে আমাদিগকে দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। আমাদিগের সহিত কয়েকজন 'মির্জা' বা ঐ দেশের অভিজাত ছিল। এইরূপ অবসরে ঐ সমস্ত ব্যক্তি অলসভাবে বসিয়া না থাকিয়া সতরঞ্চ ক্রীড়ায় রত হইয়া থাকে। সতরঞ্চের 'বল'গুলি জনৈক ভৃত্যকর্তৃক আনীত হইয়াছিল। আমরা যেরূপ গুরুভার বোর্ড বা কাষ্ঠ নির্মিত চতুস্কে খেলিয়া থাকি—সেইরূপ চতুস্কের পরিবর্তে সে সহজে বহনযোগ্য রেশম বা কার্পাস বস্ত্রে

---

* Adia = হিদ্দি—Hadiya = আহার্য দ্রব্যসম্ভারের উপঢৌকন (Notes by Pandit Gobindalal Banerjee and Rai M. M. Chakravarti Bahadur, quoted by Rev. Hosten.)

প্রস্তুত চতুস্ক আনিয়াছিল। এই সময়ে আমরা আমোদের সহিত সতরঞ্চ ক্রীড়া দেখিতেছিলাম এবং কয়েকটি উত্তম 'মাৎ' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বাস্তবিক এই অসভ্যেরা (barbarians) উত্তমরূপে দাবা খেলিতে পারে। সহসা ঘণ্টাধ্বনি আমাদের শ্রবণ গোচর হইল,—শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে ওই 'ক্ষুদে' রাজাকে (petty king) সঙ্গে আনিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। আমরাও একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই দ্বাররক্ষকেরা রৌপ্যের আসাশোটা লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র 'ফাদার' তাঁহার নিকটে গিয়া একটি গভীর অভিবাদন জানাইয়া আমাদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আনন্দজনক হাবভাব ও সৌহার্দের সহিত তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা তাঁহার সহিত দরবারে গমন করিলাম এবং তিনি আমাদিগকে বসিতে আদেশ করিলে তাঁহার সম্ভ্রান্ত পরিষদবর্গের মধ্যে উপবেশন করিলাম। গালিচা, কম্বল বা মাদুরের উপর হাঁটু গুটাইয়া উপবেশনই ইহাদের সাধারণ প্রথা।

'আমরা এইরূপে আসীন হইলে রাজা আমাদিগকে আমাদিঁগের অধিকৃত ভারতবর্ষ ও আমাদের ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি * সম্বন্ধে সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। এ বিষয়ে সন্তোষলাভ করিয়া তিনি মহাপাত্র (Mahapatro)† নামকধারী দুইজন রাজকর্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের

* ভারতীয় পোর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি গোয়ায় অবস্থান করিতেন। এই সময়ে (১৬২৮—১৬২৯) নুনো অ্যাল্ভারেজ্ বোটেলো, (Nuno Alvarez Botello), ডম্ লুরেন্কো-ড্যাকুন্হা (Dom Lourenco da cunha) এবং গন্ক্যালো পিন্টি-ড্যা-ফন্সিকা (Goncalo Pinti da Fonsica) এই তিনজন লইয়া গঠিত একটী কমিশনদ্বারা পোর্তুগীজদিগের ভারতীয় রাজকার্য পর্যবেক্ষিত হইত। D'Anvers, *The Portuguese in India, II, pp.* 271 *and* 488.

† তাজ খাঁ মসনদ্-ই আলার প্রতিষ্ঠাপন্ন দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র হয় ত এই দুইজনের অন্যতম হইতে পারেন। 'মহাপাত্র' শব্দে মন্ত্রী বা রাজকীয় সর্বপ্রধান কর্মচারী।

অধ্যক্ষ, 'ফাদার' ও প্রধান প্রধান বণিকগণের মধ্যে কেহ যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন এরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 'মহাপাত্র'গণ সর্বপ্রথম মালপত্রের তালিকা চাহিলেন;—আমরা তাহা তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলে তাঁহারা অবসর সময়ে উহা আরও ভাল করিয়া পড়িবার জন্য লইলেন এবং এই তালিকা বারংবার পাঠ করিয়া তাঁহাদের রীত্যনুযায়ী এ বিষয়ে মীমাংসা করিলেন। হুগলীর এই সব অসভ্য (barbarians) পোর্তুগীজদিগকে মানিয়া না চলিলে ব্যাপার ভাল হইত না;—কারণ এশিয়ার এই সমস্ত জাতি তাহাদের স্বার্থটি বেশ বুঝিয়া চলিতে অভ্যস্ত।

'মুক্তিপ্রাপ্ত ও অনাবশ্যকীয় লোকগণ ইতঃপূর্বেই হুগলী যাত্রা করিয়াছিলেন। হিসাব নিকাশ শেষ হইলে অবশিষ্ট সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর ঢাকার সুবাদারের* জনৈক 'ফাঁড়িদার' (postman) উপস্থিত হইয়া মসনদ্-ই-আলাকে সতর্ক করিয়া বলিল যে, জাহাজে ৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আছে, এই পণ্যদ্রব্যের অর্ধেক নবাবের অধিকারে ইহা যেন তিনি ভুলিয়া না যান। এই সংবাদে সেই ক্ষুদে নবাব খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। মুঘলেরা কিরূপে যথেচ্ছাচার ও উপদ্রব করিত এবং কিরূপে তাহাদের কর্মচারীগণ স্বার্থসম্পাদনের জন্য কোন যুক্তি বা বিচারের তোয়াক্কা রাখিত না,—তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং মসনদ্-ই-আলা নবাবের সম্পূর্ণ সন্তোষবিধানে স্বীকৃত হইলেন। এজন্য তিনি তাঁহার 'মহাপাত্র', জাহাজের অধ্যক্ষ, ধর্মযাজকগণ ও অধিকাংশ বণিকের সমক্ষে শপথ-পূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হইলে মালের তালিকা পুস্তক প্রেরণ করিলেন,

সুবাদারের ফাঁড়িদার

* ইহা ম্যান্‌রিকের ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। ঢাকার সুবাদার নহে—হিজলী উড়িষ্যার মুঘল সুবাদারের অধীন ছিল। কটক তাঁহার রাজধানী। ১৬২৮—১৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাকর খাঁ নজম্ সানি উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে ঢাকার (বাঙ্গালার) মুঘল সুবাদারের নাম কাসিম খাঁ জুব্‌নি।

এবং নবাবের অধিকতর সন্তোষ উৎপাদনের জন্য জাহাজে সমাগত ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে অন্যতমকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

'প্রাসাদের জনৈক খোজার সহিত 'ফাদার' ফ্রে ম্যানুয়েলের সম্প্রীতি ছিল, তিনি গোপনে ঐ খোজার নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া ফাদার ভিকার ডি লা ভেরাকে একটী 'পোর্কা' (porca)* নামক নৌকা প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিলেন। এই নৌকা ডিঙ্গির চেয়ে আকারে বৃহৎ, দাঁড় দ্বারা চালিত হয়। নৌকার ভাল দাঁড়বাহক সংগৃহীত হইলে তিনি আমাদিগকে নিঝুম রাত্রিতে চারি জন পোর্তুগীজ ও দুই জন ক্রীতদাসের সহিত গোপনে সেই নৌকায় তুলিয়া দিলেন। সকলের নিকট ভাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল। আমরা নদী † অতিক্রম করিয়া যে পর্যন্ত না সমুদ্রে উপস্থিত হইলাম,—সে পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ও নিস্তব্ধতার সহিত যাত্রা করিয়াছিলাম। ক্রমে প্রবল স্রোতপূর্ণ তিন লীগ পথ অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গঙ্গানদীর মোহানায় প্রবেশ করিলাম। এই মোহানা হইতে হুগলীনগর ৬০ লীগ্ দূরবর্ত্তী।' (Luard *Manrique* 10-25.)

অজ্ঞাতসারে পলায়ণ

*'A *Purgoo*, these use for the most part between Hugly and Pyplo and Ballasore. With these boats they carry goods into the roads on board English and Dutch etc'. Ships. 'Bowrey's *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal*, p. 228. বৌরীর অঙ্কিত পারগু নৌকার একটি চিত্রও এই পুস্তকে আছে। নৌকা অর্থে 'পোর্গো'—(Porgo) কোম্পানীর সময়ের কাগজপত্রে অনেক দৃষ্ট হয়। বৌরীর অঙ্কিত পারগুর চিত্র অনেকটা হিজলী অঞ্চলে প্রচলিত 'পাউখা' নৌকার ন্যায়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের একটী লিপিতে পারগুকে 'পোর্কা' (Porka) বলিয়া লিখিত আছে। (Temple's notes in '*Countries Round the Bay of Bengal*')। এই পোর্কা ও 'পাউখা' কি এক?

† এই নদীর নাম রসুলপুর নদী; ইহার কূলেই হিজলী নগর অবস্থিত।

নবম অধ্যায়

হিজলীর মসনদ্-ই-আলা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ

হিজলীর মসজিদের সনন্দ

হিজলীর মসনদ্-ই-আলার মস্জিদের বর্তমান খাদিম্ বা সেবকগণের নিকট একখানি সনদ বর্তমান আছে; এই সনদখানি তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার প্রদত্ত বলিয়া কথিত হয়। ইহার মূল ও অনুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। সনদখানি তুলট কাগজে লিখিত; শীর্ষদেশে তাজ্ খাঁর মোহরাঙ্কিত আছে। এই সনদের তারিখ ৯১২ হিজরীকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়। হিজলীর কালেক্টর ক্রোম্লীন্ সাহেবের পত্রোক্ত তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার সময়ের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে। আমরা এই সনদের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ মস্জিদ্-গাত্রের শিলালিপিতে ক্ষোদিত সাল ১০৫৮ হিজরী হইতে ইহা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ববর্তী। যে মস্জিদ্ ১০৫৮ অব্দে স্থাপিত হয়, তাহার পরিচারকনিয়োগ ৯১২ অব্দে হওয়া হাস্যজনকরূপে অসম্ভব। আমাদের মতে এই সনদপত্রখানি কৃত্রিম। কাগজখানির আকার প্রকার দেখিয়া উহার চারিশত বৎসরের প্রাচীনত্বে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। দেড়শতাধিক বর্ষের মধ্যে লিখিত মস্নদ্-ই-আলাসম্বন্ধীয় ফার্সী হস্তলিপি পুস্তকের পত্র ও লেখাগুলি দেখিলে এই সনদ্ অপেক্ষা সেগুলি স্বতঃই প্রাচীন বলিয়া ধারণা হয়। তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার প্রদত্ত প্রকৃত সনন্দখানি কোনক্রমে হৃত বা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে, ইহা বিচিত্র নয়;—কারণ এই প্রদেশ অনেকবার বন্যা ও প্লাবনের দ্বারা শ্রীসম্পদভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহাহউক, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর কালেক্টর ক্রোম্লীন সাহেব ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু

হইয়া হিজলীর মসৃজিদের সেবকগণের সনন্দ দেখিতে ও মসৃনদ্-ই-আলার ইতিহাসাদি জানিতে ইচ্ছুক হইলে মসৃজিদের তদানীন্তন খাদিম্ বা সেবক তুলট কাগজে ফার্সী হস্তলিপিতে কল্পিত সনন্দ দিয়া একটি সনন্দ লেখাইয়া ও বিশ্বস্ততার জন্য একটি কৃত্রিম মোহরের ছাপ দেওয়াইয়া সাহেবের নিকট দেখাইয়াছিলেন এবং মসনদ্-ই-আলাবংশের ইতিবৃত্ত কিংবদন্তীতে যতদূর জানা ছিল তাহাই লিখিয়া দিয়াছিলেন, ইহা স্বতঃই মনে হয়।

তাজ্ খাঁ মসৃনদ্-ই-আলার সমাধিমঞ্চের প্রাঙ্গনে একটি লিপিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। উহা অন্য কোনও স্থান হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। লিপি পাঠে জানা যায় উহা একটি মসৃজিদ সংলগ্ন ছিল (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ইখ্তিয়ার খাঁ নামক একব্যক্তি ৯৪৩ সনে (সম্ভবতঃ হিজরী —১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ) একটি মসৃজিদ্ দান করিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই প্রস্তরলিপি। ইখ্তিয়ারের পিতার নামটি অস্পষ্ট। পাটনা কলেজের আরবী ও ফার্সীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খান্ বাহাদুর মৌলবী মুহম্মদ্ ইয়াশীন্ মহোদয় ইহার যে পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা মুনও্ওর খাঁ বা গোহ্র খাঁ হওয়া সম্ভব বলিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ইহা বিশেষরূপে দেখিয়া মুনও্ওর খাঁ হওয়াই সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার পরিবর্তে অন্য কোন পাঠ অধিকতর আপত্তিজনক হইবে। মুনও্ওর খাঁই হউক—গোহ্র খাঁই হউক,—এই ইখতিয়ার খাঁ যে তাজ্ খাঁ মসৃনদ্-ই-আলার পিতামহ মন্সুর খাঁর এক পুত্র ইখ্তিয়ার খাঁ নহেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই মসৃজিদ্ স্থাপনের অব্দ হইতে তাজ খাঁ মসৃনদ্-ই-আলার মসৃজিদ স্থাপনের অব্দের মধ্যে শতাধিক বর্ষ ব্যবধান। পিতামহের মসৃজিদ্ স্থাপনের শতাধিক বৎসর পরে পৌত্রের মসজিদ্স্থাপন তর্কস্থলে সম্ভব হইতে পারিলেও সচরাচর এরূপ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া

সমাধিমঞ্চে রক্ষিত প্রস্তরলিপি

ইখ্‌তিয়ার খাঁর ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে মস্‌জিদ্‌স্থাপনের সময় উড়িষ্যারাজ্যের সংলগ্ন হিজলীতে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সময় সূর্যবংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। * উত্তরে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সময় হিজলীতে কোন মুসলমানের 'দেশপ্রভু'রূপে বর্তমান থাকা সম্ভব নহে। তাজ্‌খাঁর পিতামহ ইখতিয়ার খাঁ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হিজলীতে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

শিলালিপির ইখ্‌তিয়ার খাঁ

আমাদের মনে হয় এই ইখ্‌তিয়ার খাঁ স্বতন্ত্র ব্যক্তি; ইনি হিজলীর ইখ্‌তিয়ার খাঁ নহেন। বঙ্গ বা বিহারের কোনও স্থানে ইনি কর্তৃত্ব করিতেন। তাজ্‌খাঁর পিতামহের নামের সহিত ইঁহার নামের ঐক্য দেখিয়া কোনও বিদেশাগত ব্যক্তি বা বণিক তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ-ই-আলার নিকট এই লিপিখানি বিক্রয় করিয়াছিলেন বা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ইখ্‌তিয়ারের পিতার নামটি হয়ত 'মন্‌সুর খাঁ'তে পরিণত করিতে গিয়া প্রকৃত নামটি অস্পষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি মুসলমান আমলে দুই এক স্থলে অন্য স্থান হইতে জাহাজে করিয়া ভিন্ন মস্‌জিদের শিলালিপি আনয়নদ্বারা কোন কোন মস্‌জিদে সংলগ্ন করার বিষয় তাঁহার লক্ষ্যে আসিয়াছে। আমরা এখনও এই প্রথা দেখিতে পাই। হিজলী হইতে খ্বাজা শিব্‌লীর মস্‌জিদের শিলালিপি লইয়া কাঁথির ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকগত মৌলবী আবদুল কাদির সাহিব্‌ তাঁহার মেদিনীপুরস্থ বাসগৃহের নিকটে

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩১৯ পৃঃ।

'His country extended from the Ganges in the north to the mouth of the Krishna river in the south.' *Journal of the Bihar and Orissa Research Society. Vol, IV. Part. ii. p. 235.*

স্থাপিত মসৃজিদে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। শিলালিপিগুলিতে কোর্‌আনের লিপি উদ্ধৃত থাকে বলিয়া মুসলমানেরা উহা পবিত্র জ্ঞান করেন। যাহা হউক, ইখ্‌তিয়ার খাঁর শিলালিপি যে অন্য স্থান হইতে আনীত তাহা এই প্রস্তরখণ্ডটির বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্তমানতা যথেষ্ট সমর্থন করে। তারপর এই শিলালিপিতে ইখ্‌তিয়ারের পিতাকে দেশের (প্রদেশ বা জিলা হইতেও পারে) তৃতীয় অধিপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু তাজ্‌ খাঁ মসৃনদ্‌-ই-আলার পিতামহ ইখ্‌তিয়ার হিজলীর প্রথম নৃপতি, ইঁহার পিতার কোন রাজত্ব ছিল না। শিলালিপ্যোক্ত ইখ্‌তিয়ার যে স্বতন্ত্র স্থানের অন্য কোনও ইখ্‌তিয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শিলালিপিতে কয়েকটি ওড়িয়া অক্ষর ক্ষোদিত দেখা যায়, এই ওড়িয়া অক্ষরগুলি পরবর্তী সময়ে কেহ খামখেয়ালি করিয়া সংযোজিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের বিশ্বাস। ওড়িয়া অক্ষরগুলি যে ভাবে অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই লিপিটির অর্থ 'দিতে বা হইতে সমর্থ'।

এতদঞ্চলে হরিসাউ ও মসৃনদ্‌-ই-আলার আখ্যান সুপরিচিত। ভিক্ষুক ফকিরগণ এখনও এই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

হরিসাউর কন্যার উপাখ্যান

বিবরণটি এই :—কুলাপাড়ায় * হরিসাউ নামক তৈলিকের বাস ছিল। সে একদিন হিজলী বাজারে তৈল বিক্রয়ে যাইবার মানস করে। তাহার লাবণ্যময়ী ষোড়শী কন্যা 'রূপবতী' সঙ্গে যাইবার জন্য 'বায়না' ধরায় হরিসাউ কন্যাসমভিব্যাহারে হিজলীর বাজারে দোকান লইয়া গেল। তাজ্‌ খাঁ মসৃনদ্‌-ই-আলা হরিসাউর কন্যার সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া

---

* কুলাপাড়া কস্‌বা হিজলীর নিকটবর্তী নন্দিগ্রাম থানায় অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে এখনও তৈলিকের বৃহৎ পাড়া রহিয়াছে এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে তাহা স্থানীয় লোকে মসৃনদ্‌-ই-আলার অর্থসাহায্যে হরিসাউ কর্তৃক খাত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। হরিসাউ জাতি যাইবার ভয়ে ইহাতে অস্বীকৃত হইলে মস্নদ্-ই-আলা তাহাকে জাতিতে তুলিয়া লইবার ভার গ্রহণ করেন এবং কন্যাটিকে বিবাহ করেন। কন্যার বিবাহ দিয়া হরিসাউ পর্যাপ্ত টাকা পাইয়াছিল; সেই টাকা দ্বারা সে পুষ্করিণী খনন করে। স্বজাতীয়গণ জাতিচ্যুত করায় হরিসাউ মস্নদ্-ই-আলার শরণাপন্ন হইল। মস্নদ্-ই-আলা হরিসাউকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনযুক্ত ভাত রাঁধিতে বরাদ্দ করিয়া 'বাঘ' * লইয়া কুলাপাড়ায় উপস্থিত হইলেন। নিরুপায় তৈলিকদল প্রাণের ভয়ে হরিসাউর বাড়ীতে সাতদিনের পর্য্যুসিত অন্নব্যঞ্জন নিজ নিজ বাড়ীর কলাগাছের পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহাতে আহার করিল। হরিসাউর জাতি লইয়া আর তাহারা উচ্চবাচ্য করিল না। মস্নদ্-ই-আলা 'ব্যাঘ্র' লইয়া হিজলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার সমাধিস্থান ও মস্জিদ এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়নির্বিশেষে শ্রদ্ধার বস্তু জ্ঞান করিয়া শিরণি মানত করে ও পূজা দিয়া থাকে। মস্নদ্-ই-আলার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যার জল ইঁহার ইঙ্গিতে

মসনদ্-ই-আলার পীরত্ব

* মস্নদ্-ই-আলার সৈন্যসামন্তকেই 'মসন্দলীর গীতে'র কবি 'ব্যাঘ্র' বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহা নিছক কবি-কল্পনা সন্দেহ নাই। চণ্ডীকাব্য ও ধর্ম মঙ্গলে কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। ব্যাঘ্রাদিশ্বাপদসঙ্কুল নিম্নগঙ্গ-প্রদেশের অধিপতিকে ব্যাঘ্রের প্রভু বা দেবতা রূপে বর্ণনা করা পীরের গানের কবিদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। গাজি কালুর পুঁথিতে আছে, 'গাজি কতকগুলি ব্যাঘ্র লইয়া ব্রাহ্মণ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাঘ্রদিগকে মেষ করিয়া লইয়া গুপ্তভাবে নগরে প্রবেশ করিলেন। এ ব্যাঘ্র সুন্দরবনের চতুষ্পদ ব্যাঘ্র হইতে পারে।'—যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড; ৩৯২ পৃঃ।

এতদঞ্চলে 'দ্বিজ নিত্যানন্দের' এর ভনিতাযুক্ত দক্ষিণরায় বা কালুরায়ের পুঁথি দৃষ্ট হয়। উহাতে দক্ষিণরায় দেবতার সেনাপতি 'আট মুনিষে'র আঠার কাহণ বাঘের কথা আছে (আঠার কাহণ বাঘ আট মুনিষ রাখ, শরণে সত্বরে যাবে সাজ হয়ে থাক); দক্ষিণরায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বাঘ-পালকে মেষরূপে সঙ্গে লইয়া 'পয়োধিপুরের পুকুর আড়া'বাসী 'বেতাতপুরের ঘাটের পাটনি' হীরাধরকে ছলনার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

ইহার মসৃজিদ্‌সংস্পৃষ্ট ইঁদারায় প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।* বড়খাঁ গাজি, বনবিবি, গোরাগাজি, কালু-গাজি, দফর্‌গাজি,† প্রভৃতির ন্যায় মসৃনদ্‌-ই-আলাও কালে দেবত্বে উন্নীত হইয়া পীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং পূজা পাইয়া আসিতেছেন ও 'মুস্কিল আসান্‌' করিতেছেন দেখা যায়। লোকে স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য মসৃনদ্‌-ই-আলা পীরের উপর নির্ভর করে। দরিয়ার পাঁচ পীরের নামের সহিত মসৃনদ্‌-ই-আলার নামও এতদঞ্চলের নৌযাত্রী মাঝিমোল্লাগণ সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারণ করে এবং নির্বিঘ্নে নৌযাত্রার জন্য শিরণি দিয়া থাকে। স্থানীয় গুড়িয়াগণের নিকট শ্রুত হওয়া যায়, একসময় এই শিরণি প্রদানকারী নানা দেশীয় লোকজনে হিজলীর বাজার বা নিজকসৃবা মুখরিত হইয়া থাকিত এবং এই শিরণির বিক্রয়লব্ধ আয়ে সুবিস্তৃত গুড়িয়া বংশ অতিশয় স্বচ্ছলতার সহিত সংসার নির্বাহ করিত।

অন্যত্রও মসৃনদ্‌-ই-আলা পীরের আস্তানা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। লোকে হিজলীর মসৃনদ্‌-ই-আলাকে পীররূপে পূজিত হইতে দেখিয়া স্ব স্ব অধিগম্যস্থানে মসৃনদ্‌-ই-আলা পীরের আস্তানা গড়িয়া তুলিয়াছে। হিজলীর নিকটস্থ খেজুরীর প্রাচীন হাটখোলায় মসৃনদ্‌-ই-আলা পীরের আস্তানা আছে; মেদিনীপুর জিলার পটাশপুর, নন্দীগ্রাম থানার ধান্যখোলা ও

হিজলীর বাহিরে মসৃনদ্‌-ই-আলার পূজা

* 'There is a legend current in the neighbourhood that in the great cyclone of 1864, when a storm wave swept inland inundating the country for miles around, the sea miraculously failed to invade the small tank attached to the mosque.

Midnapore Dt. Gazetteer, p, 183.

† দফর্‌ গাজি বোধ হয় জফর্‌ গাজিরই অপভ্রংশ। সপ্তগ্রামবিজয়ী গঙ্গাভক্ত 'জফর্‌ খাঁর সমাধিগাত্রে (মৃত্যু ১৩১৩ খৃঃ) ছিদ্রমধ্যে এক লৌহ-কুঠার সংলগ্ন আছে। তাহা যতই নাড়াচাড়া করা যাক না কেন নড়িতে থাকে, কখনও স্থানভ্রষ্ট হয় না। এজন্ত লোকে বলে 'দফরা গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে না'। পথিক মাত্রেই তাহা না নাড়িয়া ছাড়িয়া যায় না। প্রবাদ এইরূপ, দফরখাঁই দফরা গাজি।'

'হুগলী বা দক্ষিণরাঢ়', শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত ১৭৩ পৃঃ।

গোকুলনগর গ্রাম দুইটিতে, কাঁথি শহরের সন্নিকটে একটি পল্লীতে এবং মস্‌নদ্‌-ই-আলার পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান চণ্ডীভেটীর 'মোকামগড়া' নামক অংশে এবং আরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ আস্তানা দৃষ্ট হয়। ২৪ পরগণা জিলার গঙ্গাসাগরের নিকটেও 'মসন্দলী সাহেবে'র আস্তানা আছে। তিনি এতদঞ্চলের অন্যতম ক্ষমতাশালী পীর বলিয়া গণ্য। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীটি এই,—একদা তিনি কোন এক নাপিতের নিকট ক্ষৌর হইবার সময় সহসা অদৃশ্য হন এবং কিয়ৎকাল পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় দর্শন প্রদান করেন। নাপিতকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন যে একটি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল; নাবিকেরা তাঁহার পূজা মানত করায় তিনি জাহাজটি উদ্ধার করিয়া আসিলেন; নাপিত এই কথায় অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন করায় অবিশ্বাসের শাস্তিস্বরূপ সে তদ্দণ্ডে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।*

মস্‌নদ্‌-ই-আলার প্রতাপশালিত্ব

তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা বিশেষ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। পাদ্‌রী ম্যান্‌রিক্‌ তাঁহাকে বঙ্গের তদানীন্তন দুর্ধর্ষ দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।† এককালে বারভূঞার প্রতাপে বঙ্গের মস্‌নদ্‌ প্রকম্পিত হইত। ভূঞাদিগের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ম্যান্‌রিক্‌ লিখিয়াছেন,—তাঁহারা সকলে এক্ষণে মুঘল সম্রাটের অধীন; পরস্পরের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না থাকিলে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিত। মুঘল বাদ্‌শাহ্‌ তাঁহাদিগকে এই সকল প্রদেশে প্রতিনিধিস্বরূপ নবাব নিযুক্ত করিতেন। এই সকল নবাব তাঁহাদিগকে স্ব স্ব শাসনসৌকর্যার্থ আবশ্যকীয় স্থলে শাসনকর্তা বা শিক্‌দার (siquidares) নিযুক্ত করিতেন। লোকের উপর

* *24 Parganas Dist. Gaz.* p 74.

† বাঙ্গালা (সুবর্ণগ্রাম), হিজলী, উড়িষ্যা (কটক ?), যশোর, চ্যাণ্ডিক্যান (সুন্দরবন), মেদিনীপুর, কত্রাভু (খিজিরপুর), বাক্‌লা, সলিমাবাদ, ভুলুয়া, ঢাকা ও রাজমহল ম্যান্‌রিকের মতে 'বারোভূঞা' বা 'দ্বাদশ ভৌমিক এর রাজ্য।

Manrique, Luard's trans. *i. pp.* 52, (Ch. vi.)

যথেচ্ছাচার বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা খাজনা বৃদ্ধি করিতেন, এবং তাঁহাদিগের শাসনকাল বাদ্‌শাহের ইচ্ছায় অপ্রত্যাশিতরূপে যে কোনও সময়ে সমাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় পাঁচ ছয় মাসের অগ্রিম খাজনা আদায় করিতেন। যে সমস্ত দরিদ্রব্যক্তি খাজনা প্রদানে অসমর্থ হইত, তাহাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষকে ইঁহারা প্রকাশ্য নীলামে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতেন।* প্রত্যুতপক্ষে ভৌমিকগণ দেশের সর্বেসর্বা ছিলেন। ম্যান্‌রিক্ বর্ণিত হিজলীর মসনদ্‌-ই-আলার বৃত্তান্তে জানা যায়, তাঁহার তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। পোর্তুগীজদিগের সহিত তিনি স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জায়গীরদার বা নামমাত্র করদ রাজার মত তাঁহার ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার দরবারসভার বিবরণ হিজলী রাজধানীর সমৃদ্ধি-সমারোহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিস্তৃত হিজলীরাজ্য শিল্পকৃষিসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। এখনও হিজলী অঞ্চলের লোকে সমুদ্রতীরে বালুকাগর্ভে নানারূপ কারুকার্যখচিত স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগ্ন সুগঠিত মৃৎপাত্র ও বিচিত্রগঠন ইষ্টকাদি মৃত্তিকা খননে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিজলীর কৃষিশিল্পজাত দ্রব্যসমূহ ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নানা দেশের বাণিজ্যপোত হিজলীর উপকূলে সুশোভিত থাকিত। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ্ ফীচ্ লিখিয়াছেন—'হিজলীতে প্রচুর চাউল, কার্পাস ও রেশমি বস্ত্রের ন্যায় তৃণজাত বস্ত্রবিশেষ প্রস্তুত হইত। এই বস্ত্র হিজলীবাসীরা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত। হিজলী বন্দরে ভারতবর্ষ, নাগাপট্টম্, সুমাত্রা, মালাক্কা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু অর্ণবপোত যাতায়াত করিয়া প্রচুর চাউল, কার্পাস ও পশমি বস্ত্র, চিনি, লঙ্কা, নবনীত ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যাইত।'† ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের

হিজলীর বাণিজ্যসম্পদ

* Manrique, Chap. VI.

† J. H. Ryley's *Ralph Fitch*, 1899, pp. 113-114.

ম্যান্‌রিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়—হিজলীতে বাণিজ্যব্যপদেশে এত বহুসংখ্যক বৈদেশিক বণিকের সমাবেশ হইত যে তাঁহাদিগের আবশ্যকতা সংকুলানের জন্য হিজলী শহরে এবং বানজাতে দুইটি গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বণিক হিজলীতে, চিনি, মোম, এবং গিঙ্গাম্ (Gingham) নামক তৃণ ও রেশম দিয়া প্রস্তুত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র ক্রয়ের জন্য আগমন করিতেন। * ওলন্দাজ ভ্রমনকারী ভ্যালেণ্টিন (Valentyn) ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—হিজলী পূর্বে ওলন্দাজদিগের সমৃদ্ধ উপনিবেশ ছিল। এইস্থানে পূর্বে পোর্তুগীজদিগেরও বাসস্থান এবং গীর্জা ছিল। প্রধানতঃ চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য এইস্থানে বিক্রীত হইত। তমলুক ও বানজাতে পোর্তুগীজদিগের গীর্জা ও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এইস্থানে প্রচুর মোমের ব্যবসায় ছিল। † সমসাময়িক ভ্রমণকারিদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে হিজলীর প্রাচীন শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদের বিশালতা উপলব্ধি হয়। হিজলীর সেই তৃণনির্মিত রেশমিবস্ত্রোপম পরিধেয় এখন স্বপ্নে পর্যবসিত হইয়াছে। কোন তৃণ বা উদ্ভিদের

* 'With their help the Lord's vineyard began to enlarge. Two churches were built in the Kingdom of Angelim (Hijili), viz. one in the very city of that name, the other in the Bandel or village of Banja, to be able to cope with the great numbers of merchants who gather there to buy sugar, wax and Gingham (*Guingones*) which as I have said, is a kind of cloth made of grass (*yerua*) and silk, a very nice and cooling texture to wear during the hot summer.'—Manrique, *Chap. V.*

† 'Hingeli was formerly one of the chief stations, and the Portuguese also had here their quarters and a Church. Rice and other articles were chiefly sold here, as also at Kindua, Kenka and Badrek, but we afterwards abandoned all these places. Tamboli and Banzia are two villages where the Portuguese have their southern trade. There is much dealing in wax here.'—Valentyn's *Memoir* p. 159.

তন্তু হইতে রেশমের ন্যায় সুসূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ সূত্র উৎপাদিত হইয়া সুন্দর বস্ত্র নির্মিত হইতে পারে এক্ষণে ইহা কল্পনারও অতীত।

কোম্পানীর আমলে হিজলীর লবণ দেশবিখ্যাত ছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্র্যাণ্ট্ সাহেবের বিবরণীতে জানা যায় হিজলীতে বৎসরে ৮॥০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইত; তৎকালীন বৃটিশাধীন সমগ্র দেশের ব্যবহার্য লবণের এক তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র হিজলী হইতে সরবরাহ হইত। * এ সমস্ত বিষয় গ্রন্থান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে। মুসলমান আমলেও হিজলীতে লবণ প্রস্তুত হইত। ঐতিহাসিক উইল্‌সন্ সাহেব ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাদ্রাজ কুঠীর গভর্ণর ষ্ট্রিন্‌শ্যাম্ মাষ্টারের ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের দৈনন্দিনলিপি † প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—'সাবধানে মগ্ন বালুকাচর অতিক্রমপূর্বক হুগলী নদীতে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার সাগরদ্বীপ হইতে দূরে জাহাজ নোঙ্গর করিলেন। তখন প্রাতঃকাল; ধীবরেরা নৌকা লইয়া মাছ বিক্রয় করিতে আসিল। মাছ টাট্‌কা ও সুলভ। চারিটি পয়সায় এত মাছ দিল যে তাহা দশ জনের খোরাকের পক্ষে প্রচুর। নদীর পশ্চিম পার্শ্বে হিজলী দ্বীপ; এই স্থানে

হিজলীর লবণ

* 'But still more valuable, as production of more than one third of the necessary quantity of salt manufactured and consumed annually within the whole British dominion depended on Fort William.' Firminger's *Fifth Report, Vol. ii.* p. 364. Vide also *Imp. Gazetteer, Vol XIV., p.* 116, etc.

† '1675, Sept. 7. This morning we came faire by the Arracan shoare, and by the Dutch boyes and came to an anchor at the mouth of the river the ile of cokes, and bought as much fish out of a boat for half a rupee as would serve four score men.' *The Diaries of Streynsham Master, Vol. i. p.* 321.

হিজলীতে সামুদ্রিক মৎস্য বহুদিন অবধি এইরূপ সুলভে বিক্রয় হইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এতদঞ্চলে যে সেটেল্‌মেণ্ট হইয়াছিল তাহার 'রোয়দাদ' বিবরণীতে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর লিখিতেছেন,—যে সকল বড় বড় ভেকুটি ও শালিয়া মৎস্য পড়ে তাহা কলিকাতা বা অন্যস্থান হইতে নৌকা যোগে যে সকল মহাজন লোক আইসে তাহাদিগের নিকট কুড়ি হিসাবে অর্থাৎ গড় ফি কুড়ি ৪৲ ও ৪॥ ও ৫৲ টাকা হিসাবে

বাদশাহী লবণের কারখানা রক্ষার্থ মুঘলদিগের নির্মিত একটি ছোট দুর্গ ছিল'। * ষ্ট্রীনৃশ্যাম মাষ্টারের রোজনামচায় ঠিক হিজলীর লবণ কারখানার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে তিনি হিজলীর লবণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই অনুমান হয়। মাষ্টারের ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের রোজনামচায় দৃষ্ট হয়, তিনি হুগলীনদীর পূর্বভাগে প্রচুর মোমের উৎপত্তি স্থান দেখিয়াছিলেন। কারণ সুন্দরবনের মধুচক্র হইতে মোম উৎপন্ন হইত। ঐস্থানে তাঁহাদের জাহাজের উপর মধুমক্ষিকার ঝাঁক উড়িয়াছিল। তাঁহারা নদী পথে বহুসংখ্যক লবণ প্রস্তুতের খাদ্ বা 'খালাড়ি' অতিক্রম করিয়াছিলেন। মোম ও লবণ উভয়বিধ দ্রব্যই মুঘল সম্রাটের একচেটিয়া পণ্যছিল। †

ও চিংড়ি মৎস্য ফি টাকায় দশসেরা মাণের ১৬।১৮।২০ কখন ও বা ৩০ মাণ হিসাবে এবং তেলতা-পুড়ি আদি মৎস্য ওজনে মনকরা ১৷৹ ও ২৲ ও ২৷৹ হিসাবে বিক্রয় করে।

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে বর্তমান সময়ে এদঞ্চলে মৎস্য দুর্লভ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ বড় ভেকুটি ও শালিয়া মাছ এক একটি ৪৲ ৫৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না।

* C. R. Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, Vol i*, p 52. হিজলীর দুর্গ লবণের কারখানা রক্ষার্থ—ইহা উইলসন্ সাহেবের অনুমান মাত্র। মাষ্টারের রোজ নামচায় কেবলমাত্র হিজলীর একটি দুর্গের উল্লেখ আছে। Cf. '1666 December 21. We sailed by Kedgeree (Khijiri) and the Island of Ingely (Hijili),, having the ile of Cockes and the Arracan shoare on our Larboard side to the East. At Ingely is a fort that was built by one captain Dudson, who came out in Squire curteins service, and lost his ship in Ballasore River, then served the Moores.'

—*Diaries of Streynsham Master, Vol, ii, p.* 66.

† '1676, Sept. 8, ... and sailed up the river Ganges, on the east side of which most part of the great quantity of bees wax is made, which is the King's commodity and none suffered to dealt therein but for his account; and swarms of bees flew over our vessel. Also we passed by great number of salt pits, and places to boil salt, which is also appropriated to the King Mogull, and none suffered to be made but for his account'.—*Diaries of Streynsham Master, Vol. i. p.* 82.

এই সমস্ত 'খালাড়ি' যে হিজলীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জোয়ারের জলে প্লাবমান ভূমিতে অর্থাৎ উপকূল ভাগেই লবণ প্রস্তুত হইত। হিজলী সুন্দরবন প্রভৃতি 'ভাটী' প্রদেশই লবণ প্রস্তুতের উপযোগী ছিল।

হিজলীর ভৌগোলিক অবস্থান বহিঃশত্রুর আক্রমণের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল বলিয়া এই স্থানে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সমসাময়িক বিবরণাদিতে আমরা হিজলী ও খেজুরী দুই স্থানে দুইটি দুর্গের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইহাদের মধ্যে খেজুরীর দুর্গ মৃন্নির্মিত ছিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে ইংরাজদিগের বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের প্রথম অধ্যক্ষ উইমিয়াম হেজেস্ জাহাজ হইতে নৌকাযোগে খেজুরীর কূলে অবতরণ করিয়া এই ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মৃণ্ময় দুর্গ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উহাতে দুইটি ছোট কামান ছিল।* ওলন্দাজ ভ্রমণকারী স্কাউটেন্ (Schouten) ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার মোহানাবর্তী অরণ্যের মধ্যে একটি মৃত্তিকানির্মিত দুর্গ দেখিয়াছিলেন, উহাতে কতকগুলি দুর্দশাপন্ন কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। ভ্যাণ্ডেন্‌ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খৃঃ) হিজলীর নিকট একটি মুঘল দুর্গ (Moorse F = Moorish Fort) চিহ্নিত আছে।† সম্ভবতঃ তাহা হেজেস্ উল্লিখিত খেজুরীর দুর্গ। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে জানা যায়—ইখ্‌তিয়ার খাঁ হিজলীতে দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ তাজ্‌খাঁ মসনদ্-ই-আলার সময়ে বর্তমান থাকিলেও

হিজলীর দুর্গ

* Hedges, *Diary, Vol, i. p. 67.*—বর্তমান থানাবেড়িয়া বা থানাবাড়িয়া গ্রামের অপরাংশ (দক্ষিণ থানাবাড়িয়া) এক্ষণে সমুদ্রগত। আমাদের অনুমান হয় এই দক্ষিণ থানাবেড়িয়াতে দুর্গের অবস্থান ছিল। দুর্গ ও প্রহরী সৈন্যাদি থাকিবার জন্য এই স্থানের নাম থানাবেড়িয়া (থানা বাটী অথবা থানা 'বেড়' বা বেষ্টন) হওয়া সম্ভব। ইংরাজ রাজত্বে এস্থানে থানা ছিল না। সম্ভবতঃ এইস্থানে ফৌজ্‌দারের দুর্গ থাকায় ইহার নাম থানাবেড়িয়া হয়।

† 'Therefore on our way we only saw one little clay fort where some negroes were existing wretchedly enough'.

Schouten's *Voiage aux Indes Orientales, Vol. ii, p.* 143. (Temple's translation).

সম্ভবতঃ তদীয় পুত্র বাহাদুরের রাজত্ব সময়ে উহা পুনর্নির্মিত হয়। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রীন্‌শ্যাম মাষ্টার লিখিয়াছেন হিজলীর দুর্গ ক্যাপটেন ডাড্‌সন নামক ইংরাজ কর্তৃক নির্মিত। ইনি বালেশ্বরের নিকট জাহাজ দুর্ঘটনায় রক্ষা পাইয়া মুসলমানদিগের অধীনে কার্য করিতে নিযুক্ত হন। বাহাদুরের রাজত্বাবসানের পূর্বে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই ডাড্‌সন্‌ বা ডর্ষ্টন্‌ হিজলীতে ছিলেন। * সম্ভবতঃ এই সময়ে বা তৎপূর্বে তৎকর্তৃক হিজলী দুর্গ নির্মিত হইয়া থাকিবে। ইউরোপীয় আদর্শে ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হিজলীর দুর্গ যে বিশেষ সুদৃঢ় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক উইলসন্‌ ও হাণ্টার হিজলীতে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে জবচার্ণকের সহিত বাদশাহী সৈন্যের যুদ্ধবর্ণনাপ্রসঙ্গে

* *Diaries of Streynsham Master, Vol, ii, p.* 166.

স্যার রিচার্ড্‌ টেম্পল্‌ মাষ্টারের রোজ নাম্‌চায় এইস্থানের পাদটীকাকার লিখিয়াছেন —'ডাড্‌সন্‌ সম্ভবত: ডর্‌সন্‌ বা ডষ্টন (Durson or Durston) হইবে। ইনি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে 'গ্রীস' ও 'আলেপ্পো মার্চেণ্ট' নামক দুই জাহাজ সমভিব্যহারে 'লয়াল্‌টী' (Loyalty) নামক জাহাজের কর্তা হইয়া আসেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডর্‌সন গোয়াতে ছিলেন। তাঁহার কর্মচারিগণের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল।……এই সালের এপ্রিল মাসে তিনি কৃত্রিম মুদ্রা চালাইবার জন্য (paying out of false pagodas) কার্‌ওয়ারের (Carwar) নিকটে কারারুদ্ধ এবং অতি নির্দয় ব্যবহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। তারপর ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বালেশ্বরস্থ এজেণ্ট্‌ ওয়াল্ডিগ্রেভের (Waldegrave) সহিত তাঁহাকে স্থলপথে বঙ্গদেশ হইতে বীরেশ্বরম্‌ (Verasheram) যাইতে দেখা যায়। তৎপরে তিনি নিশ্চয় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ; কারণ ফোর্ট সেণ্ট্‌ জর্জের কাউন্সিল কর্তৃক বালেশ্বর ঠিকানায় প্রেরিত ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখযুক্ত একখানি পত্র এইরূপ—'কোম্পানী তত্রত্য সমস্ত ইংরাজ কর্মচারীকে সে সময় দেশে প্রত্যাগমন করিতে দিবেন না। কিন্তু তত্রত্য কাপ্টেন ডর্‌সন ও অন্যান্য ব্যক্তি হইতে আপনারা কিরূপে রক্ষা পাইবেন জানি না। এই সমস্ত 'ভবঘুরে' (Straglers) ইত:পূর্বে কোম্পানীর কার্যে বড়ই হায়রান করিয়াছে। ইহাদিগকে বাদ দিলে বড়ই উত্তম কার্য হইবে।' ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডর্‌সন হিজলীতে ছিলেন এবং জুন মাসে তাঁহার বালেশ্বর আগমনের প্রত্যাহই আশা ছিল। ইহার পর কাগজপত্রে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না। See O. C. Nos. 2121, 2147, 2156, 2238, 2579, 2728, 2772.' কোম্পানীর সহিত বিবাদসূত্রেই ডর্‌সন মুসলমানদিগের কর্মচারিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়।

রসুলপুর নদীর সন্নিহিত হিজলী দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। * সে সময়ে দুর্গের ভগ্নাবস্থা।

মসনদ্-ই-আলার মসজিদ

হিজলীতে মসনদ্-ই-আলার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ্ সুকুমার স্থাপত্যের নিদর্শন না হইলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী এখনও তাহার স্বরূপ অটুট রহিয়াছে। ইহার সুউচ্চ মিনার-গুলি বঙ্গোপসাগরের সুদূর বক্ষ হইতে নাবিকগণের দৃষ্টিপথবর্তী হইয়া হিজলী বন্দর ও জলপথে বঙ্গদেশপ্রবেশের সিংহদ্বার ভাগীরথীর মোহানার অবস্থান নির্দেশ করিত। † মসজিদ্‌টি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, দৈর্ঘ প্রায় ৫০ ফুট ও প্রস্থ ২৫ ফুট; সম্মুখদ্বার পূর্বাভিমুখী। তিনটি সুগোল প্রকাণ্ড মিনার বা গুম্বুজ দ্বারা ছাদটি নির্মিত। সম্মুখে তিনটি দরজা; মধ্যস্থলের দরজার খিলানের একটু উপরে দেওয়ালের গাত্রে

* 'The so called fort at Hijili was a small house surrounded by a thin wall with two or three armed points. It stood in the midst of a grove of trees, and was hemmed in all sides by a thick town of mud houses.'

—Wilson's *Early Annals, Vol. i, p. 105.*

'Further down to the south, almost completely covered by the water of the river, lie the ruined walls of the old fort.'

—*Ibid, Vol. i. p.* 105.

'—his hunted four hundred seized a little Fort, a mere shell surrounded by a thin wall now nearly submerged by the river, but with their ships in front, and creeks all round.' —Hunter's *History of British India*, Vol. ii., p. 258.

† ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের ভয়ে ফোর্ট উইলিয়ামস্থ সিলেক্ট্ কমিটি হিজলীর মসজিদে কালো রং দিতে এবং তত্রত্য বৃহৎ বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। (That the pagoda at Ingelie should be washed black, the great tree at the place cut down, and the buoys removed.—Long, (158)। এই বৃক্ষটি জর্জ হিরোণের ভাগীরথীর নৌপথের মানচিত্রে (১৬৮২-৮৪) 'Kitesall or Barabulla tree' এবং টমাস বোরীর মানচিত্রে (১৬৮৭) 'Barabulla tree' বলিয়া চিহ্নিত আছে। 'বাবলা' কি বৈদেশিক উচ্চারণে এরূপ লিখিত হইয়াছে? যাহা হউক, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে যে এই বৃক্ষটি কর্তিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ১৭৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের রেনেলের ভাগীরথীর নৌপথের মানচিত্রে (sheet XIX) এই বৃক্ষটির নির্দেশ নাই।

প্রস্তরলিপি রহিয়াছে। মসৃজিদ্ একটি অবিভক্ত সম্পূর্ণ হল (hall), অভ্যন্তরে উপাসনাবেদিকা রহিয়াছে। এই নিম্ন ভূমিতে লোণা ধরার দৌরাত্ম্যে সমুদ্র হইতে সুদূরবর্তী স্থানেরও ইষ্টকালয় অচিরে জীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু এই মসৃজিদ্ প্রায় তিন শতাব্দীকাল সমুদ্রের বেলাভূমির সন্নিকটে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছে। ইহার একখানি ইষ্টকেও লোণা ধরিতে দৃষ্ট হয় নাই। মসৃজিদ সেবকগণের অযত্নে মসৃজিদাদি সমুদ্রবেলার উড্ডীয়মান বালুকারাশিতে আংশিক সমাহিত ও শ্রীসৌষ্ঠবহীন হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু লবণ সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ইহা এখনও 'লোণা ধরা' ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে; অথচ এই মসৃজিদে ব্যবহৃত ইষ্টক পোড়াইবার জন্য সেই সুদূর কালে পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহৃত হয় নাই। আমাদের প্রাচীন স্থপতিবিজ্ঞান কত উন্নত ছিল, ইহা তাহার একটি পরিচয়।

মস্‌নদ্-ই-আলার মহচ্চরিত্র

তাজ্ খাঁ অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তাঁহার প্রথম জীবনে ইন্দ্রিয়বিলাসের দুই একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, পরিণত বয়সে তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। সদনুষ্ঠানে তাঁহার দানের পরিসীমা ছিল না। তিনি হিন্দুমুসলমান ভেদচক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার রাজ্যের উচ্চ পদগুলিতে হিন্দুই সমাসীন ছিলেন। ধর্মান্ধতাবশতঃ কখনও তিনি হিন্দুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। এখনও হিন্দু মুসলমান সকলেই তুল্য সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার আস্তানায় শিরনি দিয়া থাকে। গুণবানের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব ছিল না। তিনি হিন্দুর দেবসেবার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিকগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। শেষ বয়সে তিনি বিপুল রাজ্য ও ভোগলালসা জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস ও বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার হৃদয়ের উন্নতভাবের পরিচায়ক। তাঁহার বংশীয় সকলের নাম বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম ও কীর্তি চিরোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

দশম অধ্যায়

মসনদ্-ই-আলা বংশের পর হিজলীর পরিণাম

হিজলীর গৌরবসূর্য অস্তমিত হইয়াছে, ইহার সে শ্রীসম্পদ্ আর নাই। যে হিজলীর সাগরকূলে একদিন নানা দিগ্‌দেশের সুসজ্জিত পোতশ্রেণী কত দেশবিদেশের উপভোগ্য-সম্ভার আহরণ করিয়া হিজলীপতির সম্পদ্-ভাণ্ডার পূর্ণ করিত; যাহার দরবার ভবনে কত বিভিন্ন দেশের আগন্তুক নবাবের তুষ্টিসাধনজন্য দুর্লভ উপঢৌকন রাজি লইয়া সমবেত হইত; যে হিজলীর নানা দ্রব্যজাতে সুসজ্জিত নয়নরঞ্জক বিপণিমালা বণিক ও ক্রেতাবিক্রেতার জনতায় নিয়ত সঞ্জীবিত থাকিত; যাহার সৈন্যের হুঙ্কারে আততায়িবৃন্দ সন্ত্রস্ত থাকিত, সে হিজলী আজ শোভাশ্রীবর্জিত হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য ও কৃষকপল্লীতে পরিণত! ইহার ভগ্ন ইষ্টকখণ্ড অতীতের কোন্ সুখোৎসবের স্মৃতি লইয়া বাসরস্বপ্নবিহ্বলা বিধবার ন্যায় জর্জর শোকে ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে কে জানে! রাশি রাশি বাদাম, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এই নবাবী লীলাক্ষেত্রের শ্মশানে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান! মসনদ্-ই-আলার রাজধানীর এই শোকাবহ পরিণতি, হিজলীর জীবন-নাট্যের এই অভাবনীয় পটপরিবর্তনের একটুকু বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি।

হিজলী রাজধানী

বাহাদুরের রাজত্বাবসানের পর হিজলীর উপকূল পোর্তুগীজ ও মগ-দস্যুগণের অত্যাচারে জনশূন্য হয়। আরাকানের রাজার মনস্তুষ্টির জন্য পোর্তুগীজেরা সুন্দরবন ও এতদঅঞ্চলের অধিবাসিগণকে দলে দলে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তদ্দেশে বসবাস করিতে বাধ্য করিত। তাঁহার ও

পোর্তুগীজ ও মগ দস্যু

তদ্বংশধরগণের রাজত্বকালমধ্যে পোর্তুগীজেরা হিজলীর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বলোপের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যল্পকালমধ্যে মগ ও পোর্তুগীজ উপদ্রবে হিজলী জনমানব শূন্য শ্মশানে পরিণত হয়। ইহারা মনুষ্যের প্রতি কিরূপ পশুর মত নির্দয় ব্যবহার করিত তাহা সমসাময়িক মুসলমান লেখক শিহাব্ উদ্দীন তালিশের বৃত্তান্তে জানা যায়। ইহারা বন্দীদিগের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং তাহাদিগকে উপর্যুপরি চাপাইয়া স্তূপাকারে জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। পাখীকে যেমন ভাবে আহার দেওয়া হয়, সেইরূপ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদিগের আহারের জন্য চাউল ছড়াইয়া দিত। এইরূপ অমানুষিক নির্যাতনে যাহারা বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদিগকে শারীরিক সামর্থানুযায়ী কৃষি বা অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত করিত। এইরূপে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ইহাদিগের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত; সদ্বংশীয় মহিলাগণ ইহাদিগের দাসী ও উপপত্নীরূপে গৃহীতা হইতেন।* এখনও মগদস্যুকর্তৃক এদেশীয় স্ত্রীলোক হরণের প্রবাদ এতদঞ্চলে বর্তমান। ইহাদিগের ভয়ে বহু

---

* 'They carried off the Hindus and Muslims male and female, great and small, few and many, that they could seize; pierced the palms of their hands, passed thin canes through the holes, and threw them one above another under the deck of their ships. In the same manner as grain is flung to fowl, every morn and evening they threw down from above uncooked rice to the captives as food. On their return to their homes, they employed a few hard-lived captives that survived [this treatment] in tillage and other hard tasks, according to their power, with great disgrace and insult.......Many highborn persons and Sayyads, many pure and Sayyad-born women, were compelled to undergo the disgrace of the slavery, service or concubinage (farash wa suhabat) of these wicked men.' —*The Firingi Pirates of Chatgaon*—in Sarkar's *Studies in Aur. Reign.*

হিজলীবাসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল। সমুদয় দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।* এই সমস্ত দুর্ধর্ষ দস্যুকে বাদশাহী 'নওয়ারা'র সৈন্যেরাও ভয় করিত। শিহাব্উদ্দীন তালিশ্ লিখিয়াছেন, দস্যুদিগের চারিখানি মাত্র তরণী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বাদশাহী নওয়ারার একশতখানি জাহাজও সন্ত্রস্ত হইত; নাবিক ও নৌসৈন্যেরা পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এবং কোনক্রমে ধৃত হইবার আশঙ্কা থাকিলে অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিয়া দস্যুদিগের হাতে পতিত হওয়া অপেক্ষা জলমজ্জনে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করিত। দেশের সাধারণ অধিবাসীর পক্ষে ইহারা কিরূপ ত্রাসজনক ছিল তাহা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। ওলন্দাজ স্কাউটেন্ বাহাদুরের রাজত্বাবসানের চারিবৎসর মাত্র পরে (১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) হিজলীর এই সমস্ত সমুদ্রপ্রান্তবর্তী স্থান হিংস্রজন্তু-পূর্ণ জঙ্গলময় দেখিয়াছিলেন।† অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহাদের অত্যাচার অপ্রতিহত ছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মগেরা বালকবালিকাসহ আঠার শত নাগরিককে ধরিয়া লইয়া যায়। উহারা আরাকানরাজের সমক্ষে নীত হইলে তিনি শিল্পকার্যকুশল ব্যক্তিগণকে বাছিয়া লইয়া নিজের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। অবশিষ্ট বন্দিগণকে গলায় রজ্জু দিয়া বাজারে লইয়া গিয়া কুড়ি হইতে সত্তর মুদ্রা মূল্যে দাসরূপে বিক্রয় করা হইল। ক্রেতারা দাসগণকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিয়া মাসিক পনর সের চাউল আহার্যব্যবস্থা করিল। আরাকানের প্রায় চারিভাগের তিনভাগ লোক বন্দীকৃত বাঙ্গলার অধিবাসী বা তাহাদের

* 'The rayats, abandoning their homes and leaving their fields untilled sought safety in fight, whole tracts became depopulated.'—*Midnapore Dt Gazetteer p.* 184.

† 'Here the shores of the Ganges are covered with bushes thickets and little woods, which extend some distance inland and in which there are many serpents, rhinoceros, wild buffaloes and especially tigers.' *Schouten* (*16th. Jan,* 1644), *vol. ii p.* 143.

বংশধর।* ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আলেক্জাণ্ডার হ্যামিল্টন্ লিখিয়াছেন, —'গঙ্গার মোহানার পশ্চিম দিকে মৎস্যজীবিদিগের বাসভূমি খেজুরী ও হিজলী পরস্পর নিকট-সন্নিবিষ্ট দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিতে প্রচুর শূকর পাওয়া যায়। আমি পঞ্চাশ হইতে ষাটি পাউণ্ড ওজনের একুশটি শূকর সতের টাকাতে ক্রয় করিয়াছিলাম।‡ ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমান হয়, এই সময় দস্যুদিগের দ্বারা উচ্ছিন্ন হিংস্রজন্তু-পূর্ণ হিজলীতে লোক-বসবাসের পুনঃপত্তন হইতেছিল। দস্যুদিগের অত্যাচার ব্যতীত হিজলীতে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষেও হিজলীর প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। এস্থলে এই যুদ্ধকাহিনী বিবৃত হইতেছে।

হিজলীর যুদ্ধ

মস্‌নদ্-ই-আলা-বংশের রাজত্বাবসানের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে হিজলীভূমিতে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জব্ চার্ণকের নেতৃত্বে ইংরাজদিগের সহিত মুঘলপক্ষের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যব্যবসায়ী মাত্র। চার্ণক্ প্রথমতঃ ইংরাজদিগের কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালার নবাব শায়েস্তা খাঁ সম্রাট্ আওরংজেব-নির্দিষ্ট শর্ত অমান্য করিয়া নানা প্রকারে ইংরাজদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর মাদ্রাজস্থ কর্তৃপক্ষের ভয়প্রদর্শনেও অবিচলিত রহিয়া তিনি ইংরাজ-দিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া এদেশীয় মহাজনেরা বাকী পাওনা আদায়ের জন্য নবাব পক্ষের নিকট চার্ণকের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিল। মুঘলরাজকর্ম্মচারী সমস্ত মোকর্দমা চার্ণকের বিরুদ্ধেই নিষ্পত্তি করিলেন। এদিকে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীর চীফ্ এজেন্টের মৃত্যু হওয়ায় চার্ণক্ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখন মহাজনদিগের পাওনার জন্য তিনি কাসিমবাজারে নজরবন্দী ছিলেন। পাছে চার্ণক্ মহাজনগণের ঋণ অপরিশোধিত

* A. Hamilton's *Account of the East Indies, vol. ii, chap. xxxiii, p. 5.*

‡ *Good old days of Hon. John Company, vol. i. p.* 465.

রাখিয়া পলাইয়া যান—এজন্য হুগলীর মুঘল সেনাপতি কাসিমবাজার সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন; চার্ণক্ কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া প্রহরীদিগের অগোচরে হুগলীতে পলায়ন করিলেন এবং হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ)। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে ক্যাপ্টেন জন্ নিকল্সনের অধীনে 'বো ফোর্ট' ও 'রচেষ্টার' নামক রণতরীদ্বয় আসিয়া পৌঁছিল। তখন হুগলীতে ইংরাজদিগের একদল যুদ্ধক্ষম লোকও ছিল। হুগলীর মুঘল ফৌজদার আবতুল গনী ইংরাজদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য কামান সন্নিবেশ করিলেন। অবশেষে তিন জন ইংরাজ সৈনিক খাদ্যদ্রব্যক্রয়ব্যপদেশে বাজারে গিয়া প্রহৃত হওয়ায় বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী ইংরাজ পক্ষেই ছিলেন। ভয়সন্ত্রস্ত আবতুল গনী ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। হুগলীর কুঠী ইতঃপূর্বে মুঘলকর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল;—নবাবপক্ষ যুদ্ধবিরাম ও সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলে চার্ণক্ বুঝিলেন—ইহা শক্তিসংগ্রহের অবসরগ্রহণের ছল মাত্র। চার্ণক্ নানা তুশ্চিন্তায় হুগলী ত্যাগ করিতে পূর্ব হইতেই মনঃস্থ করিয়াছিলেন। তিনি হুগলী ত্যাগ করিয়া দলবলসহ কলিকাতার নিকটে সুতানুটিতে উপস্থিত হইলেন। নবাব শায়েস্তাখাঁর জনৈক প্রতিনিধি পুনরায় সন্ধির কথাবার্তার জন্য চার্ণকের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের কয়েকটি শর্তে সম্মত হইলেন; কিন্তু পরে চার্ণক্ বুঝিতে পারিলেন, ইংরাজদিগের বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইবার অভিসন্ধিতে বৃথা সন্ধির ভাণ করিয়া নবাব সেই অবসরে যুদ্ধায়োজন করিতেছেন মাত্র। চার্ণক্ নবাবের কৌশল বুঝিতে পারিয়া বাদশাহী লবণগোলাগুলির ভস্মসাধনপূর্বক থিদিরপুরের নিকট থানাতুর্গ অবরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে নিকল্সন্ হিজলীদ্বীপ অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎকালে 'ভাগিরথীর মোহনাবর্তী হিজলীদ্বীপের সহিত সংযুক্ত দেশভাগে'র অধিপতির সহিত মুঘল শাসনকর্তার প্রকাশ্য যুদ্ধ চলিতেছিল। ইনি ইংরাজদিগকে সৈন্য, রসদ এবং তাঁহার রাজ্যে তুর্গ ও বাণিজ্যাগার নির্মাণোপযোগী সমস্ত উপকরণ সাহায্য করিতে

প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।* উইল্‌সন্‌ সাহেব তৎসঙ্কলিত 'বাঙ্গালার প্রাথমিক ইংরাজ ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের যে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে :—

'নিকল্‌সন্‌ উপস্থিত হইলে মুঘল সেনাপতি মালিক কাসিম হিজলী ত্যাগ করিলেন। অত্রত্য দুর্গ ও কামানসমূহ, বন্দুক এবং গোলাগুলি বিনাযুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। দ্বীপটি অধিবাসিপূর্ণ ছিল; গবাদি গৃহপালিত পশুও পর্যাপ্ত ছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চার্ণক্‌ তাঁহার অবস্থান সুরক্ষিত করিয়া তাঁহার সমস্ত যুদ্ধবাহিনী চতুর্দিকে সমবেত করিলেন। এই বাহিনীতে চারিশত কুড়ি জন সৈন্য,

---

* 'Nor did it prevent them from entering the negotiation with a local magnate, the owner of the country adjoining the island of Hijili at the mouth of the Hughli, who was in open war with the Mahomadan Government, and who offered to provide them with men, provisions and all things necessary to establish a fort and factories in his territories.'

C. R. Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol, i. p. 97*

'হিজলীদ্বীপের সহিত সংযুক্ত দেশভাগের' নাম হিজলীই ছিল; কারণ সমগ্র হিজলী প্রদেশ সুদূরবিস্তৃত ছিল। তৎকালে হিজলীর শাসনকর্তা মুঘলনিয়োজিত ব্যক্তিই ছিলেন; ইংরাজ কোম্পানীর ঢাকার বাণিজ্য কুঠির কাগজপত্রে জানা যায়, ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বরের শাসনকর্তা মীর্জা ওলী হিজলীর দেওয়ানের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ('In April, 1681, Mirzawali, Governor of Balasor, with great charge obtained the post of Diwan of Hijili.'—*Factory Records, Dacca, No. I.* Sir R. Temple's quotation) মুঘলরাজত্বে দেওয়ানদিগের উপর প্রধানত: রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল (Sarkar's *Mughal Administration,* Duties of the provincial Diwan, *pp.* 86-88)। মীর্জা ওলী শায়েস্তা খাঁর সেনাপতি হুগলীর শাসনকর্তা মালিক কাসিমের অধীনস্থ ছিলেন (Mirza Woolly, Deputy Governor to Mellick Cossim'—*Diaries of Streynsham Master, vol. ii,* p, *238* ইনি বালেশ্বর এবং পীপ্‌লী বন্দরের মুঘল শাসনকর্তা ও বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহার পিতার সহিতও ইংরাজদিগের মিত্রতা ছিল। (*Diaries of Streynsham Master, vol, ii, p, 68; vol, i, p. 300*) প্রত্যুতপক্ষে মীর্জা ওলীই হিজলীর মুঘলনিযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে সাহায্যদানে উদ্যত হিজলীর মুঘলবিদ্রোহী শাসনকর্তা কি এই মীর্জা ওলী?

ক্ষুদ্র তরীসহ 'বো ফোর্ট' নামক রণপোত এবং কেবলমাত্র দুইটি ব্যতীত কোম্পানীর সমস্ত সুলুপ (Sloop) নামক তরণী ছিল। এই দুইটি সুলুপের একটি হুগলীনদীর বাঁকে নদীপথের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, এবং অন্যটি বালেশ্বরে 'রচেষ্টার' ও 'ন্যাথানিয়েল্' নামক পোতদ্বয়ের সঙ্গে ছিল। ইংরাজেরা জানিতেন—তাঁহাদিগের অবস্থান নিরাপদ না করিলে যেরূপ সহজে ইহা বিজিত করিয়াছেন সেরূপ সহজেই ইহা হস্তচ্যুত হইবে। হিজলীদ্বীপে যে যে স্থানে শত্রুদিগের অবতরণ সম্ভাবনা ছিল, সেই সমস্ত স্থানে 'সুলুপ' রক্ষিত হইল; যাহাতে দ্বীপবাসীরা নদী পার হইয়া গবাদিসহ দেশভাগের দিকে পলাইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য দীর্ঘগঠন নৌকা ও 'পিনেস' নামক পোত (Pinnacis)* সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিতে নিযুক্ত হইল। হিজলীর তথাকথিত দুর্গ একটি স্বল্পপ্রসর প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ মাত্র; এই প্রাচীরের দুইটি কি তিনটি স্থান সুরক্ষিত ছিল। ঘনবসতিপূর্ণ মৃত্তিকানির্মিত গৃহশ্রেণীর বেষ্টনীর মধ্যে জলময় স্থানে এই দুর্গের অবস্থান। পশ্চিম-দিকে অন্ততঃ পাঁচশত গজ দূরবর্তী রসুলপুরের পারঘাট—স্বতন্ত্র কামানব্যূহ দ্বারা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজেরা তাঁহাদের হুগলীস্থিত ঘোলঘাটের প্রাচীন কুঠীর কথা ক্ষোভের সহিত স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই স্থান অপেক্ষা সেই স্থান তাঁহাদিগের যুদ্ধব্যাপারের পক্ষে কত সুবিধাজনক ছিল।

'চার্ণক্ সতেজে তাঁহার অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন; তিনি ইতঃপূর্বে হুগলী লুণ্ঠন, থানাদুর্গ আক্রমণ, বালেশ্বর ধ্বংস ও হিজলী অবরোধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও যে কোনও সময় অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে—

---

* 'পিনেস্' দুই মাস্তল ও দুইটী ক্যাবিন্ বিশিষ্ট সাহেবদিগের জন্ম ব্যবহৃত নৌকা বিশেষ।—Cf. Major Smith's *Geographical and statistical Report* —'The Pinnace is chiefly used for the accomodation of Europeans. It has usually two masts and two cabins and a crew of a serang and from twelve to sixteen men.' দেশীয় 'পান্সী' পিনিসের বিকৃত নাম বলিয়া মনে হয়।

ইহা তিনি নিঃসন্দেহে আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু বাদ্‌শাহ-পক্ষের নিকট এই সমস্ত ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া গণনীয় ছিল। আওরংজেব এই সময়ে হায়দরাবাদ-বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন; মার্চ্‌ মাসের আরম্ভ পর্যন্ত তিনি ইংরাজদিগের এই সমস্ত কার্যকলাপের বিষয় অবগত ছিলেন; পরে সমুদয় জ্ঞাত হইয়া মানচিত্রে হুগলী ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলির অবস্থান জানিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। শায়েস্তা খাঁও এ বিষয়ে তাঁহারই ন্যায় উদাসীন ছিলেন। যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবল হিজলী অভিযানে পাঠাইতে আদেশ করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ মনে ভাবিয়াছিলেন যে যথা-সময়ে এই সৈন্যবাহিনী হিজলীতে উপস্থিত হইয়া দোর্দণ্ড আক্রমণ-কারিদিগকে সমুদ্রপার করিয়া দিয়া আসিবে। ইংরাজেরা যে নিম্ন বঙ্গের একটি সংক্রামক পীড়ার বীজাণুপূর্ণ জলাভূমিতে আশ্রয় লইয়া আপনাদিগের মঙ্গলের কারণ আপনারাই হইবেন—এই কথা চিন্তা করিয়াও সবাই সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

'মার্চ ও এপ্রিল মাসে হিজলীতে অবস্থান ইংরাজদিগের পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন গ্রীষ্মের উত্তাপ ভয়ানক বাড়িতে লাগিল, দিনের পর দিন তাঁহাদিগের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস পাইতে লাগিল; কিন্তু শত্রুরা সংখ্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। মে মাসের প্রথমে রসদ ফুরাইয়া আসিল; গ্রীষ্মকালের অনুপযোগী গোমাংস ও সামান্য পরিমাণ মৎস্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার খাদ্য এই দ্বীপে প্রাপ্তব্য ছিল না। স্থলে ও জাহাজে প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অন্যূন একশত আশী জন সৈন্য পীড়িত হইয়া পড়িল। দ্বীপবাসীগণ প্রথমে বন্ধুভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদেরই সাহায্যে এই স্থানটি প্রায়োজনানুরূপ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া অথবা চাউলের দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ দ্বীপটি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি প্রথমতঃ চার্ণককে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যতঃ কোনও প্রকার সাহায্য দান করিলেন না। দ্বীপটি নিবিড়ভাবে মুঘল

সৈন্যদ্বারা পরিবৃত হইল। হিজলীর সম্মুখবর্তী রসুলপুর নদীর পরপারে মালিক কাসিম নদী, পারঘাট ও দুর্গ পর্যন্ত লক্ষ্যসীমা করিয়া কামান-শ্রেণী স্থাপন করিলেন। ইংরাজেরা বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। একবার দেশভাগের দিকে চড়াও হইয়া তাঁহারা পনর হাজার মণ চাউল লইয়া চলিয়া আসিলেন; দ্বিতীয় আক্রমণে তোপখানা অধিকারপূর্বক বৃহৎ বৃহৎ কামানগুলি ভগ্ন করিয়া বহু পরিমাণে গোলাগুলি ও বারুদসহ ক্ষুদ্র কামানগুলি বহন করিয়া আনিলেন। কিন্তু এই অবসর ক্ষণস্থায়ী; শত্রুরা শীঘ্রই বর্দ্ধিত সংখ্যায় ফিরিয়া আসিয়া পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও শক্তিশালী কামানব্যুহ রচনা করিল। এইবারের গোলাবর্ষণে জাহাজগুলি নোঙ্গর-ভ্রষ্ট হইল; এমন কি হিজলীর দুর্গমধ্যে গোলা নিক্ষিপ্ত হইল।

'মে মাসের মধ্যভাগে নবাবের সেনাপতি আব্দুস্ সমাদ্ হিজলীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত বার হাজার সৈন্য ছিল। ইংরাজের প্রতি তাঁহার বিবেচনানুরূপ বিধান সম্বন্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। নদীর অল্পপরিসর স্থানে আরও তোপশ্রেণী স্থাপিত হইল; মুঘলপক্ষ জাহাজগুলির উপর প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক গোলাই ফলপ্রদ হইল। ইংরাজ সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ছিল; ২৮শে মে অপরাহ্নে সাতশত মুঘল অশ্বারোহী ও দুইশত গোলন্দাজ রণোৎসাহ ও সিদ্ধিসেবনের মাদকতায় বিভোর হইয়া শহর হইতে তিন মাইল দূরে রসুলপুরের খেয়াঘাট উত্তীর্ণ হইল এবং চারটি কামানের অসমাপ্ত ব্যূহকে সহসা আক্রমণ করিল। গোলন্দাজ সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ এই আক্রমণের সংবাদ প্রদানের জন্য তাড়াতাড়ি গমন করিতে না করিতেই আব্দুস্ সমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রচণ্ড বিক্রমে শহর অবরোধ করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইংরাজদিগের জনৈক পীড়িত সামরিক কর্মচারী শত্রুকর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে কর্তিত হইলেন; মুঘল সৈন্যদল তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে বন্দিভাবে সঙ্গে লইয়া গেল। ইংরাজদিগের অশ্বশালা এবং নবাবের গৃহীত চারিটি হস্তী সহজে শত্রুকরতলগত হইল। তাহারা ইতঃপূর্বেই

পরিখাগুলিতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরাজেরা সত্বর একত্র হইয়া সমুদায় সন্ধ্যাকাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দুর্গরক্ষণে সমর্থ হইলেন।

'চার্ণকের অবস্থা এক্ষণে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক প্রতীয়মান হইল। ইতঃপূর্বে তিনি দুইশত সৈন্যের মৃতদেহ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দুর্বলপ্রায় একশত সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্য অবশেষ ছিল। চল্লিশজন সামরিক কর্মচারীর মধ্যে কেবলমাত্র একজন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ও চারিজন সার্জেণ্ট্‌ জীবিত ও কার্যক্ষম ছিল। 'বো ফোর্টা' রণপোতের আরও একটি বৃহৎ ছিদ্র হইয়াছিল; নিকল্‌সন্‌ বাধ্য হইয়া কামান, গোলাগুলি, রসদ ও আন্যান্য মালপত্র সরাইয়া জাহাজটি কাৎ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। কোনও জাহাজেই অর্ধেকের বেশী লোক ছিল না। দুর্গরক্ষা করিতে এবং নদীঘাট পর্যন্ত পথ উন্মুক্ত রাখিতে না পারিলে সর্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ দুর্গ ও নদীর মধ্যপথে একটি অট্টালিকা অবস্থিত ছিল, চার্ণক ঐ অট্টালিকাতে দুইটি কামান ও প্রহরী রক্ষা করিয়া উহা তোপখানায় পরিণত করিলেন। খেয়াঘাটও এইরূপে সুরক্ষিত হইল। এই সমস্ত ঘাঁটি যতক্ষণ রক্ষা করা যায় ততক্ষণ শেষ প্রান্তস্থিত সৈন্যদলের সহিত চার্ণকের সংযোগ নিরাপদ থাকিবে। পরদিন হিজলী দ্বীপের চতুষ্পার্শে পাহারায় নিযুক্ত ক্ষুদ্র জলযানগুলি প্রশস্ত নদীতে আনীত হইল; কোম্পানীর মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার জাহাজে তুলিয়া দিয়া আরও রসদ ও সৈন্য দুর্গে প্রেরিত হইল। এই সমস্ত সৈন্যের সাহায্যে চার্ণক শত্রুদিগকে দূরে তাড়িত করিয়া রাখিয়া নানারূপ প্রতিকুলতায় অবসন্ন হইয়াও চারি দিবস কাল আপনাদিগের অবস্থান রক্ষা করিলেন। সিদ্ধির মাদকতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল যোদ্ধগণের সাহসেরও অবসান হইল। আরও অনেক মুঘল সৈন্য দ্বীপে অবতরণ করিল। ইংরাজেরা তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইলেও দুর্গ এবং জাহাজ ঘাট পর্যন্ত পথরক্ষাকারী দুইটি তোপখানা শত্রুহস্তগত হইতে পারিল না। অবশেষে জুনমাসের প্রথম দিবসে ক্যাপ্টেন ডেনহ্যামের নেতৃত্বে পাঁচ জন

নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সাহায্য অতীব আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

'এক্ষণে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল; সময়োপযোগী সাহায্য আসায় চার্ণক রক্ষা পাইলেন। নূতন সৈন্যদল তেজ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল। ডেন্‌হ্যাম্ হিজলীতে উপস্থিত হইবার পরদিন দুর্গ হইতে কুচ্ করিয়া যাত্রা করিলেন এবং শত্রুদিগের কামানগুলি কাড়িয়া লইয়া ও গৃহগুলি জ্বালাইয়া দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই আহবে তাঁহাদের একজন মাত্র সৈন্য আহত হইল। চার্ণকের মাথায় এক ফন্দী যোগাইল। নূতন সৈন্য-সমাগম শত্রুগণের মনোভাবের উপর প্রবলভাবে কার্যকরী হইতে দেখিয়া তিনি তাহার পুনরভিনয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে দুই একটী করিয়া নাবিককে দুর্গের বাহির করিয়া নদীর অবতরণ-ঘাটে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ঐ স্থানে সমবেত হইয়া সদলে আড়ম্বরের সহিত পতাকা হস্তে ঢক্কা ও ভেরী নিনাদের সহিত উচ্চধ্বনি করিতে করিতে প্রথম দিনের নূতন সৈন্যসমাগমদৃশ্যের পুনরভিনয়পূর্বক দুর্গাভিমুখে কুচ্ করিয়া যাত্রা করিল। নেপোলিয়ন বলিতেন—'যুদ্ধে শারীরিক বলের তিনগুণ মানসিক বল আবশ্যক'; চার্ণকের কৌশলজাল সেই মুহূর্তেই ফলপ্রসূ হইল। শত্রুপক্ষ ইংরাজদিগের পুনঃ পুনঃ নূতন সৈন্যগমন অনুমান করিয়া নৈরাশ্যের সহিত হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ৪ঠা জুন প্রাতঃকালে তাহারা যুদ্ধ বিরামের জন্য পতাকা উত্তোলন করিয়া চার্ণককে জানাইল যে আব্‌দুস্ সমাদ সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক।

'ইংরাজ পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধ স্থগিত হইল। চার্ণক্ আলোচনার জন্য রিচার্ড ট্রেঞ্চ্‌ফীল্ডকে প্রেরণ করিলেন। ইনি কোম্পানীর অন্য কর্মচারী অপেক্ষা দেশীয় রাজপুরুষগণের নিকট অধিকতর প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৬ই জুন ম্যাক্‌রিথ ও জোলাগু্ নামক ব্যক্তিদ্বয়কে লইয়া ট্রেঞ্চ্‌ফীল্ডের সঙ্গে একটি কমিশন গঠিত হইল। ইঁহাদিগের সন্ধি-সম্পাদনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদত্ত হইল। শত্রুপক্ষের নিকট আরও দুইটি জামিন গৃহীত হইবার পর ইঁহারা তিনজন আব্‌দুস্

সমাদের নিকট যাত্রা করিলেন। যাহাতে এই সন্ধিতে সুতানুটীতে প্রস্তাবিত দ্বাদশটি শর্ত* যতদূর সম্ভব বজায় থাকে এবং কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারে হস্তক্ষেপকারিগণ ইংরাজদিগের হস্তে যে কোনও মতে সন্ধিসম্পাদনের জন্য ইঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিন দিন আলোচনার পর সন্ধিশর্তগুলি নির্দিষ্ট ও স্বাক্ষরিত হইল। ১০ই জুন তারিখে মুঘল সেনাপতি দুর্গে প্রবেশ করিলেন। পরদিন ইংরাজেরা মাসত্রয় শৌর্যবিক্রমের সহিত অবরুদ্ধ এই স্থান পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদের সমস্ত কামান ও গোলাগুলি লইয়া বাদ্যোদ্যম ও পতাকা-বহরসহ যাত্রা করিলেন।'†

এইরূপে এই যুদ্ধে মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ আব্‌দুস্‌ সমাদের লঙ্কাকাণ্ডে হিজলী নগরী ভস্মীভূতাবস্থায় শ্রীসম্পদ্‌বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। প্লাবন ও নৈসর্গিক বিপ্লবে রাজধানী হিজলীর কিছু অংশ প্রায় বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত হইয়াছিল। ম্যান্‌রিক হিজলীর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত ৩ লীগ্‌ বা ৯।১০ মাইল স্থান সমুদ্রতীর হইতে পদব্রজে হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। এই দূরত্ব সোজাসুজি না হইয়া বক্রভাবে হইলেও হিজলী-রাজধানীর আয়তন সুবিস্তৃত ছিল বলিয়াই মনে করিতে হয়। হিজলীর পোর্তুগীজ গীর্জা, রাজধানীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা-শ্রেণী, সুবিশাল রাজপ্রাসাদ—সমস্তই সমুদ্রবক্ষে সমাধি লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র স্মৃতির শেষ নিদর্শনস্বরূপ মস্‌নদ্‌-ই-আলার সংস্থাপিত মসজিদ্‌টি এখনও সমুদ্র কবলিত হয় নাই। হিজলীর নগরোপকণ্ঠের ইষ্টক প্রাসাদাবলী বালুকাস্তূপে নিমজ্জিত, হিজলী শহর নিবিড়

* এই দ্বাদশটী শর্তের প্রধান চারিটি এই:—(১) নবাব তাঁহার অধিত ভূভাগের মধ্যে একটি সুবিধাজনক স্থানে ইংরাজদিগকে দুর্গনির্মাণে সম্মতি দিবেন। (২) ইংরাজেরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইবেন এবং টাকশালে টাকা তৈয়ারি করিবেন। (৩) মালদহের কুঠী লুঠ করিয়া নবাবপক্ষ ইংরাজদিগের যে টাকাকড়ি লইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং কুঠী পুনঃনির্মাণ করিয়া দিবেন। (৪) ইংরাজেরা বাণিজ্যসূত্রে নবাবের প্রজাদের নিকট যে সমস্ত টাকা পান তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

† *Early Annals of the English in Bengal, vol. i, pp. 107-110*

অরণ্যে পরিব্যাপ্ত। এই গভীর অরণ্য স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত করিয়া বর্তমান সময়ে লোকবসবাসের বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র।

কালের কঠোর নিয়মে হিজলীর কত নবাব জমিদারবংশ আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে,—কিন্তু তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলা স্বীয় উদারতা, ন্যায়পরতা, ধর্মপ্রাণতা, প্রজাবাৎসল্য ও দানশীলতাদি গুণসমন্বিত সদন্তঃকরণের জন্য এখনও এতদঞ্চলবাসীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। এককালে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা এই হিজলীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ফরাসীরাও রসদ সংগ্রহ ব্যাপদেশে সাময়িকভাবে খেজুরীতে অভ্যুদিত হইয়াছিল;* হিজলীর লবণ একদিন সমগ্র বঙ্গের অবলম্বনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল; ইতিহাসের পত্রে ভিন্ন এইকাহিনী কাহারও পরিচিত নহে। হিজলীর নবাবের বিশাল রাজহর্ম্ম, বিস্তীর্ণ দরবারগৃহ, প্রাসাদ ও সম্পদ্ শ্রীময়ী রাজধানী সকলই বঙ্গোপসাগরের লেলিহান ঊর্মিমালার রাক্ষসী ক্ষুধায় আত্মবিসর্জন করিয়াছে, কিন্তু বিজয়ী কাল সাধুতা ও সুনামের উপর রেখাপাত করিতে পারে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার মহিমান্বিত স্মৃতি এ প্রদেশের নরনারী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছে। তাজ্ খাঁর রাজৈশ্বর্যের আড়ম্বর, আমির-ওমরাহ্-সৈন্যসামন্ত-স্তাবক-সভাসদ-দাসদাসীমুখরিত ধনরত্নময়ী হিজলীর কথা লোকে জানে না,—জানে ধার্মিক, পরার্থপর, ন্যায়বান, সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী রাজর্ষি পীর মস্‌নদ্-ই-আলার কথা,—যিনি অধ্যাত্ম সাধনার নিকট বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগ ও বিলাস-লালসা বলি দিয়া,—স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের স্নেহ-মমতা বিসর্জন করিয়া—নিঃসম্বল ফকিরের কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবন অবলম্বনীয় মনে করিয়াছিলেন;—যিনি খোদাতালার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবিজয়ী হইয়াছিলেন।

---

* 'Mr. Bateman had written to say that upon inquiry he found there was great deal of rice at Khajri belonging to the French, and several peons with it. As the people seemed to be quite under the Frence, he thought it is not impossible that they might move the rice into the Jungles.' *Notes on the History of Midnapore, by J. C. Price, vol. i, p. 79.*

একাদশ অধ্যায়

বাংলার অন্যান্য মসনদ্-ই-আলাগণ

হিজলীর অধিপতি একজন মাত্র মসনদ্-ই-আলা নামক উচ্চ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু পাঠানদের মধ্যে রাজার নীচেই এই সর্বোচ্চ উপাধি বাঙ্গলার অন্যত্র কয়েকজন সামন্তও বহন করেন। পাঠকেরা তাঁহাদের সঙ্গে এই হিজলীর শাসনকর্তার বংশের কোন সম্বন্ধ কল্পনার বশে যেন প্রয়োগ না করেন, এজন্য অপর সব বিখ্যাত মসনদ্-ই-আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিলাম, নতুবা হিজলীর ইতিহাসে তাঁহাদের নাম উল্লেখ একেবারে অবান্তর।

(১) কর্‌রাণী বংশীয় তাজখাঁ মস্‌নদ-ই-আলা। বিখ্যাত শের শাহের পুত্র ইসলাম (সলিম) শাহের অধীনে ইনি একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার না-বালক পুত্রকে হত্যা করিয়া তাঁহার কুটুম্ব মুবারিজ খাঁ, মুহম্মদ শাহ্ আদিল নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু ঐ সব দুরন্ত স্বার্থপর পাঠান সেনাপতিদের বশে রাখা তাঁহার শক্তির বাহিরে ছিল। বারবার ঝগড়া হইবার পর একদিন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার গোয়ালিয়র দরবারেই বিদ্রোহ আরম্ভ হইল, অনেক উচ্চ সামন্ত নিহত হইল, অপর অনেকে দেশত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল (১৫৫৩ খৃঃ)। তাহাদের মধ্যে তাজ খাঁ কর্‌রাণী প্রথমে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদী (দায়ার) প্রদেশ ও পরে চুণার দুর্গের নিকট স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, দিল্লীশ্বর আদিল শাহের সেনার নিকট পরাজিত হইয়া, অবশেষে বিহার প্রদেশ হইতে নিজভ্রাতা সুলেমান কর্‌রাণীকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় পাইলেন (১৫৫৪ খৃঃ)। সেখানে ক্রমে অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া অবশেষে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শেষ সুর-বংশীয় শাসনকর্তাকে বধ করিয়া নিজে সুলতান হইলেন। পরবৎসর তাজখাঁর মৃত্যু হইল,

এবং তাঁহার ভ্রাতা সুলেমান কর্‌রাণী বাঙ্গলার সুলতান হইলেন (রাজত্ব কাল ১৫৬৫-৭২ খৃষ্টাব্দ)।

ইনি উড়িষ্যা-বিজয়ী এবং প্রবল পরাক্রান্ত অথচ ন্যায়পরায়ণ রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র দাউদ খাঁ কর্‌রাণীর হাত হইতে আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন। দাউদের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী কুৎলু খাঁ উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেন। ইনিই দুর্গেশনন্দিনীর কুৎলু খাঁ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal, Vol. II, pp. 179-208,-এ পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে।

(২) সোনারগাঁয়ের ইসাখাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা। ইঁহার বিশুদ্ধ বিবরণ আকবরনামা ও জেস্যুইট পাদ্রীদের কাহিনীতে পাওয়া যায়। ইঁহার রাজধানী কাত্রাভু, তাহার সংলগ্ন খিজিরপুর (যেখানে নৌকায় মীর জুমলার মৃত্যু হয়, ১৬৬২ খৃঃ), বর্তমানে হাজিগঞ্জ নামে বিখ্যাত বন্দর নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে। অধ্যাপক বোরা বহারিস্থান-ই-ঘায়েবীর যে ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার শেষে টীকায় এই স্থান সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

মস্‌নদ্‌-ই-আলা উপাধিধারী সামন্তদের মধ্যে এই ইসা খাঁই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও পদ অর্জন করেন। কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈস্‌-ক্ষাত্রিও অযোধ্যা-প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া গৌড়ে পাঠান রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করেন এবং বিখাত সুলতান হুসেন শাহের বংশীয়া ফতেমা খানম্‌ নাম্নী কোনও রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে ও বীরত্বে সমস্ত ভাটী প্রদেশ অর্থাৎ ঢাকা জেলার অধীশ্বর হন। তাঁহার পুত্রদ্বয় ইসাখাঁ ও ইসমাইল খাঁ, ভাগ্য বিপর্যয়ে দেশত্যাগী ও অনাথ হইয়া পড়েন। পরে ইসাখাঁ বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌড়েশ্বর বয়াজি কর্‌রাণীর অধীনে (১৫৭২ খৃঃ) প্রথমে সামান্য সৈনিকরূপে ঢুকিয়া পরে আড়াই হাজারী সেনানায়কের পদ লাভ করিয়াছিলেন। বয়াজিদের পরবর্তী সুলতান দাউদ্‌

মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলে দাউদের বহু সৈন্য ইসাখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসাখাঁ সেই সৈন্যদলের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করেন। ইনি প্রথমতঃ বাদ্‌শাহের আনুগত্য স্বীকারে বাজুহা ও সোনার গাঁ নামক সরকারদ্বয়ের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সোনার গাঁয়ে ও পরে লক্ষণ হাজো নামক কোচ্‌ রাজার নিকট হইতে বিজিত জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে ইঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শাহবাজ্‌ খাঁ ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া অকৃতকার্য হইলে রাজা মানসিংহ ইসাখাঁর শৌর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং দিল্লীতে লইয়া যান। বাদ্‌শাহ ইসাখাঁকে বিদ্রোহী বলিয়া কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু পরে মানসিংহের নিকট ইসাখাঁর গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি-দানপূর্বক 'দেওয়ান্‌ মস্‌নদ্‌-ই-আলা' উপাধি ও ২২টি পরগণার অধিকার প্রদান করেন। ইসাখাঁ শ্রীপুরের রাজা চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে দেখিয়া রূপে মোহিত হন এবং চাঁদরায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে উহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করেন। বিবাহের পর সোনামণি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। * ইনি প্রজারঞ্জক ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে সোনার গাঁ অঞ্চলে বহু খাল ও পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছিল। প্রজাদিগের অবস্থা অতিশয় স্বচ্ছল ছিল। এই সময়ে টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইত। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে† ইসাখাঁর মৃত্যু হইলে মগ, ত্রিপুর ও শ্রীপুরের রাজগণ সোনার গাঁ আক্রমণ করেন। ইসার হিন্দুপত্নী সোনামণি বা সোণাবিবি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে তিনি মগ্‌দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। ইসাখাঁর‡ পুত্র মুসাখাঁ।

---

* বারভূঞা, কেদার রায়, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, এবং শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় কৃত স্বর্ণ গ্রামের ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† প্রবাসী, ১৩২৭ কার্তিক।

Beveridge, Akbarnamah, vol iii.

‡ প্রবাসী, ১৩২৯ ভাদ্র।

[৩] মুসাখাঁ মসনদ্-ই-আলা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় আলাউদ্দীন ইস্পাহানী শিতাব খাঁ রচিত 'বহারিস্তা-ই-ঘাইবী' নামক ফার্সী হস্তলিপি হইতে সঙ্কলন পূর্বক 'প্রবাসীতে' 'প্রতাপাদিত্যের পতন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'যখন ইস্‌লাম খাঁ নৌযানে চড়িয়া রাজমহল হইতে গোয়াশ ও গোয়াশ্ হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত শাহ্‌পুর থানার নিকটে আত্রেয়ী নদীর পারে পৌঁছিলেন, তখন শেখ্‌বদীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।* ২৬শে এপ্রিল, ১৬০৯ খৃঃ ইসলাম খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। তাহার পর এই সর্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নাওয়ারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন ; এবং যখন বর্ষার শেষে স্বয়ং ভাটী-প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদশাহী সেনাপতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম আদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষাশেষে স্বয়ং আরও একশত নৌকা (একুনে পাঁচশত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দল খাঁ নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসাখাঁ মসনদ্-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন ; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।' †

মুসাখাঁ মসনদ্-ই-আলা

* প্রবাসী, ১৩২৮ অগ্রহায়ণ।

‡ ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে স্তার্ টমাস্‌রোর মানচিত্রে 'Isle de Chandecan' বা চাঁদকোন্ দ্বীপ আছে। টেরীর (Terry) *Voyage to East India* (*London, 1777*) গ্রন্থের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় চাঁদেকাম্ দৃষ্ট হয়। Father Monserrate's (১৫৮০-১৬০০) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। Van Linoshoten চাঁদেকান্ দ্বীপে হিজলীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছে (Fr. Hosten's notes on Chandecan, *Bengal : Past* and *Present, vol. xii No.* 24)। কিন্তু হিজলী চ্যাণ্ডিকান্ দ্বীপে নহে ; ম্যান্‌রিকের জাহাজ চ্যাণ্ডিক্যান্ রাজ্যের উপকূলস্থ চরে আহত হইয়া ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল ; পরে রাত্রির জোয়ার ও বাতাসে ভাসমান হইয়া হিজলীর উপকূলে উপস্থিত হয়।

সোণাবিবির মৃত্যুর পর দেওয়ান্ মুসাখাঁ পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই মুসাখাঁ বাঙ্গালার লোকবিশ্রুত স্বাধীন জমিদার প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। পিতার উপাধির অনুকরণে মুসলমান ইতিবৃত্তলেখক ইচ্ছাপূর্বক বা ভ্রমক্রমে ইঁহাকে 'মস্নদ্-ই-আলা' উপাধিবিশিষ্ট লিখিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। ফাদার জন্ ক্যাব্র্যাল নামক পোর্তুগীজ মিশনারী মুসাখাঁকে বাঙ্গালার সম্রাট্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীর নিযুক্ত বাঙ্গালার সুবাদার ইস্‌লামখাঁর তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল (১৬০৮ খৃঃ)। অধ্যাপক সরকার মহাশয় 'প্রবাসী'তে 'বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিযানের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মুসাখাঁ, ইস্‌লাম্‌খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। মুসাখাঁ, 'বারভূঞা'দিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই বাদশাহী অভিযানে মুসাখাঁ ও অন্যান্য অধীন জমিদারগণ নিজ নিজ নৌবহর ও সৈন্যসহ যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মুসাখাঁর সহিত ইস্‌লামখাঁর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাপাস্‌গড়ের মোহানার এই সংগ্রামকাহিনী 'বহারিস্তান-ই-ঘায়েবী'তে বর্ণিত আছে। এই যুদ্ধে মুসাখাঁ বিপুল বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সহিত বাদশাহী সৈন্যদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সমস্ত জমিদারবর্গ মুসাখাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিলেন। মুসাখাঁর তোপের গোলায় সুবাদারের শিবির বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে জয়লক্ষ্মী বাদশাহের অঙ্কগত হইবে জানিতে পারিয়া মুসাখাঁ বশ্যতা স্বীকারে চেষ্টিত হইলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে পুনরায় বিবাদ বাধিয়া যায়। ইস্‌লাম্ খাঁর এক নর্তকীর স্বামী মুসাখাঁর অধীনে চাকরী করিয়া প্রভুর কার্যে জীবনদান করে। নর্তকীর অভিযোগে ইস্‌লাম্‌খাঁ মুসাখাঁকে তিরস্কার করিলে, তিনি অপমানিত বোধ করায় পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মুসাখাঁর যাত্রাপুরের দুর্গ বাদসাহীসৈন্য দখল করিল। মুসাখাঁ পলাইয়া লক্ষ্যা নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,

এই স্থানে নবাবের সৈন্যের সহিত মুসাখাঁর ভীষণ জলযুদ্ধ সংঘটিত হইল ; মুসাখাঁ বাদশাহী অক্রমণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও সহযোগী জমিদারগণের সহিত রাজধানী সাজকামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোদালিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইঁহার পরাজয় ঘটিল। অবশেষে মুসাখাঁ, পরিজনবর্গসহ আত্মসমর্পণ করিলে, ইস্‌লাম্‌খাঁ ইঁহাকে ঢাকায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে আর কোনও বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না।

[৪] যশোহরের জমিদার চাঁদ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা

চাঁদখাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা

শ্রীযুক্ত রামরাম বসু মহাশয় তদীয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' লিখিয়াছেন যে প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্তরায় দক্ষিণসমুদ্রের সান্নিধ্যে যশোহর নামে চাঁদ্ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার জমিদারীতে রাজ্য স্থাপন করেন ; কারণ চাঁদ্ খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় তাঁহার পরিত্যক্ত জমিদারী জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সাহেবের নাম অনুসারে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাটের নাম মিশনারিগণোক্ত 'চ্যাণ্ডিক্যান' বা 'চাঁদেকান্'* হইয়াছিল। সতীশ মিত্র প্রমাণিত করিয়াছেন— হুগলীনদীর পূর্ব তীর হইতে পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় ভূভাগই চাঁদেকান্ নদী ছিল। সাগর-চাঁদেকান্ একটি দ্বীপ ছিল।† ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে হুগলীর পোর্তুগীজ গীর্জা চাঁদেকান্ জেলায় অবস্থিত বলিয়া পোর্তুগীজদিগের বৃত্তান্তে আছে।** সুতরাং চাঁদ্ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্য যে দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। ফাদার পিয়ার ড্যু জারিক্ (Peirre Du Jarric) নামক

---

* 'In 1604, the Jesuit Reisdence at Hugli was designated as situated in the Chandecan district.' *J. A. S. B.* 1913, *No.* 10, *p.* 441.

† অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান্ পাদরী' প্রবন্ধে ড্যু জারিকের বিবরণীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, ১৩২৮, আষাঢ় ; ৩২১-৩২৫ পৃঃ।

** 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—রামরাম বসু, ৫৮ পৃঃ।

দক্ষিণ ফ্রান্স্‌বাসী একজন জেস্যুইট্‌ পাদরী এসিয়ায় খৃষ্টধর্মের একখানি বিরাট ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; তাঁহার পুস্তকের (L' Histoire des Choses plus memorables advenues taut es Indes Orientales etc.) তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য (১৬০০—১৬১০ খৃঃ) সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতাপাদিত্যকে চাঁদেকানের রাজা বলা হইয়াছে। বারভূঞার উল্লেখে গ্রন্থকার চাঁদেকান্‌, বাক্‌লা ও শ্রীপুরের রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন, যশোহরের রাজার স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে প্রতীত হয় চাঁদেকান্‌ কেবলমাত্র সাগরদ্বীপকে বুঝাইত না, যশোহর পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গকে বুঝাইত। ফাদার ম্যান্‌কিয়র্‌ ফন্‌সেক নামক পাদরী চাঁদেকান্‌ পৌঁছিয়া পরিদর্শককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাক্‌লা হইতে চাঁদেকান্‌ আসিবার যে পথের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া উহা সুন্দরবন বলিয়া সহজে ধারণা হয়। এই পুস্তকে লিখিত আছে যে মগ রাজা সোন্‌দ্বীপ অধিকারের পর বাক্‌লা রাজ্যের (বাকরগঞ্জ) কিয়দংশ দখল করিয়া চাঁদেকান্‌ রাজ্য আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। সোন্‌দ্বীপের পর বাকরগঞ্জ এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে যশোহর, খুলনা ও ২৪-পরগণার সুন্দরবন রাজ্য। বাক্‌লা জয়ের পর মগরাজার চাঁদেকান্‌ আক্রমণের সঙ্কল্প বেশ উপলব্ধি হয়—চাঁদেকান্‌ যশোহর হইতে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত সুবিস্তৃত সুন্দরবন রাজ্য।* চাঁদ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা প্রথম এই রাজ্য সংস্থাপন করেন বলিয়া ইহা 'চাঁদ খাঁ রাজ্য' বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবে। খৃষ্টান পাদরীগণ সেই নামের অনুকরণেই চাঁদেকান্‌ করিয়াছেন। এই চাঁদ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যই পরে বঙ্গগৌরব প্রতাপাদিত্যের রাজ্য হয়।

* ব্লকম্যান লিখিয়াছেন বাকরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বস্থ সুবিস্তৃত চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর নাম হইতে উৎপন্ন 'চন্দ্রদ্বীপবন', 'চন্দর বন' হইয়া ক্রমে সুন্দরবনে পরিবর্তিত হইয়াছে। Blockman's *contributions to the History and Geography of Bengal* p. 18.

[৫] হিজলীর ইসা খাঁ মসনদ্-ই-আলা

এই মসনদ্-ই-আলার পরিচয় লইয়া এতাবৎ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উক্তি

হিজলীর ইসা খাঁ মসনদ্-ই-আলা

শ্রীযুক্ত রামরাম বসু মহাশয়ের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' দেখিতে পাই। বাংলার বিখ্যাত প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বসু মহাশয়ের গ্রন্থই সর্বপ্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, হিজলীর মসনদ্-ই-আলার সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণ অষ্টাদশদিবসব্যাপী যুদ্ধ করিয়া হিজলী করতলগত করিতে সমর্থ হয়।

যশোহরের প্রতাপাদিত্য

এই যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে বঙ্গবীরকেশরী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক। পিতার মৃত্যুর পর নানাকারণে প্রতাপাদিত্য নিজ পিতৃব্য বসন্তরায় (রাজ্যের ছয় আনা অংশীদার) এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। প্রথমে বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরায়কে, এবং তৎপরে পিতৃব্য বসন্ত রায় ও তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণকে হত্যা করিলেন। একমাত্র বালকপুত্র রাঘবকে বসন্তরায়-মহিষী প্রতাপের জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে রক্ষার জন্য কচুবনে লুকাইয়া রাখেন। কচুবনে লুক্কায়িত রাখিয়া প্রাণরক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া রাঘবের নাম 'কচুরায়' হয়। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রূপরাম বসু রাজা বসন্তরায়ের 'পাগড়িবদল' বন্ধু দক্ষিণদেশীয় রাজা 'ইছা খাঁ মছন্দরী'র * শরণাপন্ন হইলেন। 'মছন্দরী' বা মসনদ্-ই-আলা তদীয় সেনাপতি বলবন্ত খোজার সাহায্যে রাজকুমার কচুরায়কে যশোহর হইতে মুক্ত করিয়া নিজরাজ্যে স্থান প্রদান করেন। এই ব্যবহারে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া ইসা খাঁর রাজ্য হিজলী আক্রমণ করিলেন, অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর ইহা তাঁহার করতলগত হয়।

---

* যশোহর খুলনার ইতিহাস ; ২য় খণ্ড ৩৯৯ পৃঃ.।

এক্ষণে দেখা যাউক, হিজলীর এই ইসা খাঁ মসনদ্-ই-আলা কে? আমরা দেখিয়াছি, হিজলীর বিখ্যাত তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার বংশে ইসা খাঁ মসনদ-ই-আলা নামক কেহ রাজত্ব করেন নাই। * এতদ্ব্যতীত হিজলীর তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলাবংশীয়গণ প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব-কালের পরবর্তী; কারণ প্রতাপাদিত্য ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্তৃক ধৃত ও ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। † তিনি মুঘল সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু হিজলীর তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলাবংশীয়গণ শাহ্ জাহান ও আওরংজেবের সমসাময়িক ছিলেন।

ইসাখাঁ মসনদ্-ই-আলা বলিলে কত্রাভু বা খিজিরপুরের প্রসিদ্ধ ইসা খাঁ মসনদ্-ই-আলার কথাই স্মরণপথে উদিত হয়। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ইসা খাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি হিজলীর অধীশ্বর ছিলেন না। ভাটী বা বিক্রমপুরের জমিদার কখন যে হিজলী শহরে আসেন তাহার কোন ও প্রমাণ নাই, সম্ভাবনা পর্যন্ত নাই। কারণ এই সময়ে হিজলীর জমিদার বা মণ্ডলেশ্বর বলভদ্র মহাপাত্র ও তদ্বংশীয়গণ ছিলেন। ইঁহারা যে উড়িষ্যার পাঠান ও মুঘল সুবাদারগণের অধীন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের সমসাময়িকরূপে উড়িষ্যায় লোহানীবংশীয় ইসাখাঁকে কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায়। রাজমহালের যুদ্ধে (১৫৭৫ খৃঃ) মুঘলকর্তৃক বন্দীকৃত হইয়া দাউদ নিহত হইলে, পাঠানেরা কিছুকাল শান্তভাবে অবস্থানপূর্বক ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে দাউদের অনুচর কৎলুর নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহাবলম্বন করে। কয়েক বৎসর যুদ্ধ বিদ্রোহের পর বঙ্গের

ইসাখাঁ লোহানী

* 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'কার যোগেশ বাবু তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলার পুত্র বাহাদুর খাঁকে ইসা খাঁ মসনদ্-আলা অনুমান করিয়া ইঁহার সহিত বসন্ত রায়ের সংস্রবের উল্লেখ করিয়াছেন (১৪৯-১৫৩ পৃঃ)। কিন্তু বাহাদুর খাঁ বসন্ত রায়ের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে হিজলীর জমিদার ছিলেন, পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-বিবৃতি' নামক সামাজিক পুস্তকেও বাহাদুর খাঁকে ইসা খাঁ মসনদ্-ই-আলা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে (১৩৪ পৃঃ)। ইহা যে ভ্রমাত্মক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

† যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড; ৩১৯ পৃঃ।

সুবাদারের সহিত সন্ধিক্রমে উড়িষ্যার করদ-রাজরূপে স্বীকৃত হইয়া কৎলু কিছুকাল শান্তভাবে অবস্থান করেন। পুনরায় পাঠানেরা কৎলুর অধীনে হিজরী ৯৯৮ সালে (১৫৮৯-৯০ খৃঃ) বিদ্রোহী হইয়া কৌশলপূর্বক মানসিংহের সৈন্যদলকে পরাস্ত করে। কিন্তু পাঠানের এই জয়োল্লাস স্থায়ী হয় নাই; কারণ ইহার কয়েকদিন পরেই রোগাক্রান্ত হইয়া কৎলু প্রাণত্যাগ করিলে, পাঠানেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া কৎলুর প্রধান মন্ত্রী খোজা ইসার সহায়তায় মুঘলের সহিত সন্ধিস্থাপন করে।* এই সন্ধির দ্বারা পাঠানেরা উড়িষ্যায় জগন্নাথের শ্রীমন্দির ও তৎসম্বলিত জমিদারী মানসিংহকে প্রদান করে।† খাজা ইসা বা ইসার্খাঁ লোহানী প্রধান মন্ত্রীরূপে কৎলুর নাবালক পুত্রগণের অভিভাবকস্থানীয় হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যুতপক্ষে ইসার্খাঁই উড়িষ্যার কার্যতঃ রাজা ও পাঠানদিগের নেতা ছিলেন।** ইনি মুঘলদিগের সহিত সন্ধিসূত্র বজায় রাখিয়া শান্তভাবে রাজকার্য চালাইয়া এই ঘটনার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

'কৎলু বাদশার গড়'

নিখিলবাবু এবং সতীশবাবু উভয়েই এই ইসার্খাঁ লোহানীকেই বসু মহাশয়োক্ত ইসার্খাঁ মসনদ্-ই-আলা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উড়িষ্যার জমিদার বা অধীশ্বররূপে হিজলী যে ইসার্খাঁর অধীন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ

---

* 'Fortunately for the royal cause, Cutlu Khan, who had been for sometime much indiposed, died a few days after this event; and his children were not arrived at the age of manhood, the Afghan chief released the son of the Raja, and through him, used for peace.' Stewart's *History of Bengal, Sec VI*, *p. 209.*

† '—They agreed to give up to him the temple of Jaggannath and its domain, held sacred by all Hindoos.' *Ibid, p. 209.*

'—That Jaggannath, the celebrated place of worship, should with its dependencies become subject to the royal exchequer—.' *Akbarnama, Elliot, vol. vi, p. 87.*

** 'Miyan Isa Khan Lohani, who after the death of Qutlu Khan was the leader of the Afghans in Orissa and Southern Bengal.'—Blochmann's *Ain-i-Akbari, p. 520.*

নাই। উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশ হিজলীতে দেশরক্ষার জন্য পূর্ব হইতে দুর্গ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ইসাখাঁর পূর্ববর্তী পাঠান সুবাদার কৎলুখাঁর সময়ে হিজলীতে কৎলুর যে দুর্গ ছিল তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। হিজলীর অরণ্য মধ্যে এখনও একটি পরিখাচিহ্নিত ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে, উহাই কৎলুখাঁর দুর্গ ছিল, স্থানীয় লোকে এখনও ঐ স্থানকে 'কৎলু বাদ্‌শার গড়' বলিয়া থাকে।* উড়িষ্যার জমিদার বা মুঘলদিগের সামন্তরাজরূপে ইসাখাঁর কর্তৃত্ব সময়ে হিজলীর এই দুর্গে সমসাময়িকভাবে ইসাখাঁর অবস্থান অসম্ভব নয়।

ইসাখাঁ লোহানীর সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধে অসামঞ্জস্য

কিন্তু ইসাখাঁ লোহানীকে ইসাখাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা বলিয়া ধরিলেও কয়েকটি অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। যশোহরের ঘটকগণের মতে ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃষ্টাব্দে† বসন্তরায় নিহত হন। মিয়ান ইসাখাঁ লোহানী (কেহই তাঁহাকে মসনদ্‌-ই-আলা উপাধি দেন নাই) ইংরাজী ১৫৯২ খৃঃ অথবা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান। কিন্তু দুই বৎসরই মুঘলের সহিত পাঠানদিগের বশ্যতাস্বীকারজনক সন্ধি উপভোগের সময় বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই সময়ে রাজা মানসিংহের ন্যায় মুঘলপক্ষীয় পরাক্রান্ত শাসনকর্তার বর্তমানতায় প্রতাপের পক্ষে হিজলী আক্রমণ ও স্বচ্ছন্দে হিজলী অধিকার অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। অসামঞ্জস্যের আরও একটি কারণ এই যে, রামরাম বসু মহাশয় এই যুদ্ধে ইসাখাঁর নিধনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার ইতিহাসে ইসাখাঁ লোহানীর কোনও যুদ্ধে মৃত্যুর বিষয় অবগত হই না। ষ্টুয়ার্ট

* কৎলুখাঁর সময় হিজলী দ্বীপ জঙ্গলভূমিরূপে বর্তমান রহিলেও দেশরক্ষার জন্ম এস্থানে দুর্গ নির্মিত হওয়া বিচিত্র নয়। ইহা লোকালয়বিহীন হইলেও হিজলী দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান উড়িষ্যার-রাজ্যরক্ষার জন্ম দুর্গনির্মাণের আবশ্যকতা আনয়ন করিয়াছিল।

† যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেষু চ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্য নামাসৌ জায়তে নৃপাত মহান্‌॥ —ঘটকারিকা।

তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'এই শক্তিশালী ব্যক্তি দুইবৎসর পরে অনিত্য সংসার ত্যাগ করেন।' এই উক্তির দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুই সূচিত হয়। এতদ্ব্যতীত জেসুইট্ পাদ্রীগণের কাহিনী ও ড্যু জারিক্ প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট ঘটকগণের নির্দিষ্ট বসন্তরায়ের হত্যার অব্দ আজও আমরা ভ্রমাত্মক বলিতে দ্বিধা বোধ করি।

এই সকল কারণের জন্য প্রতাপাদিত্যের হিজলী বিজয় সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঘটকগণের গ্রন্থেও প্রতাপের হিজলী বিজয়ের কোন কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। হিজলীতে প্রতাপাদিত্যের আগমন সম্বন্ধে কোন প্রকার জনপ্রবাদের বিষয়ও স্থানীয় অধিবাসী-রূপে আমরা অবগত নহি। 'হিজলীর' ইসাখাঁ মসৃনদ্-ই-আলা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

প্রতাপাদিত্যের হিজলীবিজয়ে সন্দেহ

পরিশিষ্ট (ক)

(১)

হিজলীর মসনদ্-ই-আলার সমাধিমঞ্চে রক্ষিত প্রস্তর-লিপির

অনুবাদ

১ম লাইন—পয়গম্বর বলিয়াছেন, জগদীশ্বরের নামে মস্জিদ্‌নির্মাণকারী ব্যক্তি তাঁহার আশীর্বাদ ও প্রশংসাভাজন হইবেন। জগদীশ্বর স্বর্গে তাঁহার জন্য একটি গৃহনির্মাণ করাইয়া রাখিবেন।

২য় লাইন— ... ... এবং মসজিদ্ নির্মাতা ও তাঁহার পিতামাতার পাপ মার্জনা করিবেন।

৩য় ও ৪র্থ লাইন—দেশের তৃতীয় অধীশ্বর মুনও্‌ওর* খাঁ (পাঠান্তর গোহ্‌র খাঁর) পুত্র ইখ্‌তিয়ার খাঁ ৯৪৩ সনে দানধর্মের জন্য নির্মাণ করিলেন।

(২)

হিজলীর মস্জিদ্-গাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরলিপির

অনুবাদ

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। পরমেশ্বর, প্রেরিত পুরুষ এবং আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রভুত্বশালী তাঁহাদিগের আদেশ মান্য

---

* পাটনা কলেজের আরবী ফার্সীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাদুর মৌলবী মুহ্‌ম্মদ্ ইয়াসীন্ সাহেব 'গোহ্‌র খাঁ' ও 'মুনও্‌র খাঁ' দুই প্রকার পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রস্তরলিপিটির কর্দমনির্মিত ছাপ পরীক্ষা করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক লিখিয়াছেন, 'মুনও্‌র খাঁর পুত্র ভিন্ন অন্যপাঠ গ্রহণ করিতে পারি না। যদিও তে 'ন' এর চিহ্ন প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য, তথাপি ইহার পরিবর্তে অন্য কোন পাঠ আরও অধিকতর আপত্তিজনক হইবে। ফলকের শেষ লাইন বলিয়া খোদা পূর্ণাঙ্গযুক্ত হয় নাই; মুনও্‌ওর ভিন্ন অন্য নাম হওয়া আমার মতে অসম্ভব।' সম্ভবতঃ 'মুন্‌ও্‌ওর' কে 'মুন্‌সুরে' পরিণত করিবার চেষ্টায় এই অস্পষ্টতা ঘটিয়াছে ইহার কারণ এই পুস্তকের নবম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

† শেষের লাইনে ক্ষোদিত যে ওড়িয়া অক্ষরটি আছে তাহার অর্থ 'সমর্থ দবারে'; ইহার বঙ্গানুবাদ=দিতে সমর্থ।

করিতেছি। আল্লা ভিন্ন ঈশ্বর নাই ;—মুহ্ম্মদ্ই আল্লার প্রেরিত। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন—(তিনি শান্তিতে থাকুন)—'আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নগর, আবুবক্র (১ম খালিফ্) ইহার ছাদ, ওমর্ (২য় খালিফ্) ইহার দেওয়ান, ওস্মান (৩য় খালিফ) ইহার শোভা এবং আলী (৪র্থ খালিফ্) ইহার দ্বারস্বরূপ। এই মস্জিদ্ অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহার নির্ম্মাণারম্ভ দ্বিতীয় 'সাহেব কিরাণ' * শাহ্জাহানের রাজত্বকালে হইয়াছিল। .... আপনারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা তাজ্ খাঁর নাম হইতে মস্জিদ্-নির্ম্মাণ-সমাপ্তির অব্দ প্রাপ্ত হইবেন। .... ১০৫৮ সন।

(৩)

হিজলীর খ্বাজা সিব্লীর মস্জিদে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপির অনুবাদ

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। পরমেশ্বরের বাণী (এই):—পরমেশ্বর, প্রেরিত পুরুষ ও তোমার উপর প্রভুশক্তিশালিগণের আদেশ মান্য কর। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; মুহ্ম্মদ্ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বর মহান্, ঈশ্বর মহান্,—এক ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান্, ঈশ্বর মহান্, যাবতীয় প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। এক হাজার উনিশ সন খাজা সিব্লী, ১০১৯, ওণাওবাসী শেখ্ কমরুদ্দীনের পুত্র।

(৪)

কর্‌রাণীবংশীয় তাজ্খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার মস্জিদ্-লিপি

(কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়মে রক্ষিত)

বঙ্গানুবাদ

পরমেশ্বরের দয়া ও প্রশংসাভাজন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন ;—এই পৃথিবীতে যে কেহ একটি ঈশ্বরারাধনা-স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, স্বর্গে পরমেশ্বর তাঁহার জন্য সত্তরটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন। ন্যায়বান ও মহানুভব সম্রাট্ বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে এই মস্জিদ্ নির্ম্মিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার সাম্রাজ্য ও সম্রাট্ পদবী অক্ষয় করুন। ৯৬৭ অব্দে মস্নদ্-ই-আলী তাজ্ খাঁ জমাল্ কর্‌রাণী কর্ত্তৃক মস্জিদ্ প্রতিষ্ঠিত।

* 'সাহেব কিরাণ'=সাহিব-ই-কিরাণ (Sahib-i-qiran)=Lord of the fortunate conjunction (of Mercury and Venus ? or two other auspicious stars)=মহাশুভক্ষণে জাত। প্রথম সাহেব কিরাণ=তাইমুর ; দ্বিতীয় সাহেব কিরাণ=শাহ্জহান।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট অর্থটি পরিজ্ঞাত)

হিজলীর মস্‌জিদের খাদিম্‌গণের সনন্দ

(বর্ত্তমান খাদিম্ শ্রীযুক্ত নেসার্‌-উদ্দীন মিয়াঁর পরলোকগত পিতা গাফিল্‌-উদ্দীন মিয়াঁর নিকট প্রাপ্ত)

[পাটনা কলেজের আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাদুর মৌলবী মুহ্‌ম্মদ্ ইয়াসীন সাহেব কর্তৃক মূল ফার্সীর ইংরাজী অনুলিখন (transliteration) ও তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল] *

(Front)

Choon Mohammad Jamál, mard-i-kabi-l-i istidád, fazilat wa balághat dárad, nazoor bar fazilat-i oo na-mooda, bakhidmat-i-khademi wa moazzini wa jarobekashi-i masjidi-Dámjansa (?) Ke dar pargana-i-Kasba i-Hijli, matalleka-i-chakla-i-Hijli waké ast mokarrar wa mofawway namooda shud. Báyad-ké momá elaihe, badéyanot wa takwá wa amánat, khida-mat-i markooma rá anjám wa ékdám mi namooda báshad. Wa subil-i Motasuddian-i-mohimmát wa Umál-i-hál wa istekbál wa chowdhariyán wa kanoongoyán wa reyáyán wa mozáréán wa saér-i-sakana-i-Jamhoor-i anám mustaw tenán-i-chakla-i-markoom ánké moozélæhé ra khadim wa moazzin wa járobe kosh-i-masjid musta kil dánista az sokhan-i-saláh (wa) swábdid-i-oo béroon narawand, wa digaré ra sahim wa sharik-i-oo nagárdánand. Wa Kadim-i-mo-Karram élaéhé bá ál wa awlad-i-khud, bakár-i-khidmat-i mastoora mokayyad wa sargarm báshad Ba pécha washin—minal wofoob taghayyur wa tabaddul bar abwál-i-oo wa barál-o-awlád-i-oo manzoor (wa) motabar na báshad Darin bale takid-i-akid dánista bamoojibe ké kalami qushta ba amal árab.

Tahrir fittárekh-i-dowázdahum shahr-i-Ramazan-ul-Mobárak sana 912 Hijri nabawi.

---

* মূল সনন্দখানি উহার অধিস্বামী ছাড়িয়া দিতে না চাওয়ায় ফার্সীতে অনভিজ্ঞ গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক ট্রেসিং কাগজে উহার যে অবিকল প্রতিলিপি গৃহীত হইয়াছিল, এই অনুলিখন তদ্দৃষ্টে করা হইয়াছে। মোহরের মধ্যবর্ত্তী নামটি এই প্রতিলিপিতে অস্পষ্ট হওয়ায় শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব মূল সনন্দখানি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা উপরোক্ত কারণে পাঠান সম্ভব হয় নাই। পটাশপুর নিবাসী মৌলবী অবুল হসন সাহেব মূল সনন্দের মোহরদৃষ্টে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ—মুহম্মদের অনুগত তাজ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা আমি সন্তুষ্টমনে মোহর করিলাম' বলিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন। এই পুস্তকে সনন্দের যে হাফটোন প্রতিচিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা ট্রেসিং কাগজের এই অনুলিপির ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত।

(Reverse)

Mokarrar sharh-i-zimn baism-i-Mohammad Jamál, ba khid-mat-i-khádémi wa moozzeni wa Járobe koshi-i-masjid ké der Pargana-i-Kasba-i-Hijli motaalleak-i-chakla-i-Hijli wáké ast mo-karrar wa mofawwaz namooda shud.

Molábeéza shud
Nakal beqirand

Batárikh i-
12th, Ramazan sana 912
nakal ba daftar rasid.
H.

মোহর (অস্পষ্ট)
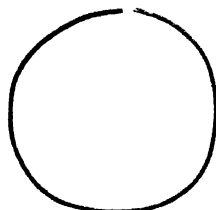
বঙ্গানুবাদ

মুহম্মদ্ জমাল্ পারদর্শী, সুযোগ্য, সুবিদ্বান্ ও সুবক্তা বলিয়া তাঁহার বিদ্যা-বত্তার জন্য তাঁহাকে চাক্‌লা হিজলীর পরগণা কস্‌বা হিজলীর [দমজাংসী *] মস্‌জিদের তত্ত্বাবধান, 'আজান্' (প্রার্থনা) দেওয়া ও সম্মার্জনের কার্যে নিযুক্তি ও ভার প্রদত্ত হইল। উল্লিখিত ব্যক্তি সততা, ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও বিশ্বস্ততার সহিত এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। এতদ্ব্যতীত বর্তমান ও ভাবী আম্‌লা কর্মচারিগণ, চৌধুরী, কাননগো, রায়ত, কৃষক এবং এই পরগণাও চাক্‌লার অধিবাসী সমস্ত ব্যক্তি ইঁহাকে মস্‌জিদের স্থায়ী পরিচায়ক, 'আজান্'দার ও সম্মার্জক গণ্য করিবে, এবং ইঁহার পরামর্শ অমান্য করিবে না ও ইঁহার সহিত কাহাকেও অংশভাগী বা সহযোগী করিবে না। এই নিযুক্ত ব্যক্তিও তাঁহার সমুদয় ভাবী বংশধরগণ উল্লিখিত কর্তব্যগুলি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবেন। কোনও ক্রমে তিনি বা তাঁহার ভাবী বংশধরগণ পরিবর্তিত হইতে পারিবেন না। ইহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া তিনি এই লিপি অনুযায়ী কার্য করিবেন। ৯১২ হিজরী, ১২ই রমজান তারিখে লিখিত।

(পৃষ্ঠলিপি)

মুহম্মদ্ জমালের নামে চাকলা হিজলীব কস্‌বা-হিজলী পরগণার মস্‌জিদের পরিচারক, আজানদার ও সম্মার্জকের কার্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

দৃষ্ট হইল,
নকল লইবে।

৯১২, ১২ই রমজান
নকল অফিসে পৌঁছিল।

---

* প্রতিলিপির অস্পষ্টতার জন্য এই শব্দটি অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট (খ)

[১]

প্যারিসে রক্ষিত ফার্সী হস্তলিপি 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'তে হিজলীর প্রসঙ্গ

—:০:—

(Paris Bibliothéque Nationale Ms.)

(আচার্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম. এ., পি. আর. এস., এফ. আর. এইচ. এস., সি. আই. ই., মহাশয়কৃত ইংরাজী অনুবাদ)

[Folio 6 *b*] Islám Khán, on arriving in Bengal (1608) sent Shaikh Kamál to invade Hijli, after the Shaikh had secured the submission of the Rajah of Birbhum (Bir Hambir) and the Zaminder of Pachet (Shams Khan) from the Pachet hills, Shaikh Kamál invaded Hijli and tried to bring its Zamindar Salim Khan under control. Though the turbulent Afghans wanted to fight the Mughals, yet Salim Khan wisely felt that he would not succeed in war. So, he did not listen to the words of the Afghans, but came out of Hijli, waited on Shaik Kamál, gave him many presents, and thus secured his good wishes. The Shaikh leaving the territories of these three Zaminders to them, returned to the Subadar's court with their tributes and presents.

[Fol. 272 *a*] During the viceroyalty of Ibrahim Khan (about 1620 ?) Bahadur, the Zamindar of Hijli, had been summoned to the court of Ibrahim Khan, for rendering imperial service, but by entering into a concert with Makarram Khan (Subadar of Orissa), he had failed to attend. Therefore, the Bengal Subadar sent Muhammad Beg Abákash to bring Bahadur to Ibrahim Khan by persuasion, or, failing by plundering his territory and making him a prisoner, or beheading him. 200 war boats of Muse Khán (of Vikrampur) were sent to aid Muhammed Beg.

[Fol. 273 *a*] Hijli campaign.—

Muhammad Beg Abakash marched with his troops from Burdwan. Bahadur wrote to Makarram Khán, who, not heeding the fact that Hijli appertained to Bengal and was not in the jurisdiction of the Orissa Subadar, promised to send 1,000 horsemen to assist him. Two or three battles were faught with Muhammad Beg Abákash. Abákash plundered some villages of Hijli and reported to Ibrahim Khán.

[Fol. 273 *b*] Ibrahim Khán himself marched to Kagarghata, 3 Kos from Jessore (city) towards Hijli, and sent vast reinforcements under......(imperial officers) and Musa Khán and the 12 bhuiyas of Hijli, with a letter of advice to Bahadur Khán Hijli fort besieged by the Mughals. Bahadur Khán was pressed hard.

[Fol. 274 *a*] Bahadur Khán, in despair, submitted to Muhammad Abákash and came to kiss the toes of Ibrahim Khán. He was restored to his Zamindari on undertaking to pay 3 lakhs of rupees. Bahadur Khán was taken to Dacca in the Subadar's company.

[২]

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুরের নবাবের লাইব্রেরীতে রক্ষিত ফার্সী হস্তলিপি 'মরকৎ-ই-হাসানে' হিজলীর প্রসঙ্গ

(অধ্যাপক সরকার মহাশয়কৃত ইংরাজী অনুবাদ)

[Fol. 130] Khán-i-Daurán reached Medinipur on 26 Sept. 1660 and would soon start to subdue Bahadur of Hijli who had rebelled and usurped (lands).

[Fol. 131] The *wakil* (envoy) of Bahadur waited on Mansing, faujdar of Remuna, and was sent back to his master with conciliatory treatment. A trusty envoy of Bahadur had come to the court of the Subadar of Orissa with a petition, and had been reassured and sent back on the promise that he [Bahadur] should wait on the Subadar at Jalesar.

[Fol. 116] Hijli has been conquered by the imperial forces. Bahadur with his family has been captured as a punishment for his disobedience (*i.e.*, rebellion)—[probably in Jan. or Feb. 1661.]

[৩]

ওয়াবিসের 'পাদিশাহ্ নামা'য় হিজলীর প্রসঙ্গ

[পাটনা খুদাবক্শ্ লাইব্রেরীর ফার্সী হস্তলিপি]

(অধ্যাপক সরকার মহাশয়কৃত ইংরাজী অনুবাদ)

[Fol. 50 *b*] On 22nd April, 1651, the Emperor learnt from a despatch of Prince Shuja that the country of Hijli and its fort had been conquered by him Hijli is a dependency of the province of Orissa; its Zemindar is stationed with the Governor of Orissa for the Emperor's service, and pays tribute suited to the condition and administrative vigour of the Governor. When Orissa was assigned to the Prince [Shuja] he demanded a larger tribute than the Zemindar used to pay to the Governor [of Orissa]. He delayed payment. So, the prince wrote to Jan Beg (his deputy in charge of Orissa) to arrest him and to send a force to conquer Hijli. Jan Beg hastened there and captured the country and fort of Hijli.

পরিশিষ্ট (গ)

মসনদ্-ই-আলার গীত

ভিক্ষুক ফকিরেরা হিজলীর তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলা সম্বন্ধীয় এই গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহার রচয়িতা 'জয়নুদ্দি' বা জৈন্-উদ্দীনের কোনও পরিচয় জানিবার উপায় নাই। এই গীতটি প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে নন্দিগ্রাম থানার জনৈক অধিবাসী কর্তৃক 'মসন্দলীর গীত' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহাতে প্রকাশক হরিসাউর কন্যার নাম 'রূপবতী' স্থলে 'সত্যবতী'তে পরিবর্তিত করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে নন্দিগ্রাম থানার শেখ্ বসিরুদ্দীন্ নামক জনৈক গ্রাম্য কবি এই গীত রূপান্তরিত করিয়া 'মছন্দলীর পুঁথি' নামক মুসলমানী পুথির আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত গীতটি গায়ক ফকিরগণের নিকট শ্রুত হইয়া অবিকল লিখিত হইল। ইহা কল্পনাপ্রসূত সংযোগ-বিয়োগ বা সংশোধন বর্জিত।

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম। (১)
কদমেতে (২) লিখে রাখ অভাগার নাম॥

(১) কোথায় বাবা মসন্দলী হাজারে শেলাম, পাঠান্তর।

(২) কদম—চরণ।

আমি জানি তোমারে আমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে॥
পহেলা বারাম্ (১) দিল বাহিরী মোকাম্। (২)
তারপরে বারাম্ দিল হিজলী মোকাম্॥
চৌদিকেতে লোণা পাণি মধ্যেতে হিজলী।
তাহাতে বাদ্শাহী করে বাবা মসন্দলী॥
লয়া (৩) বাজার বসিয়াছে হিজলী শহরে।
বহুৎ বেচাকেনা হবে সেই সে বাজারে॥
হরি সাউ নামে তেলী কুলাপাড়ায় ঘর।
রাত্রিকালে পাইল তেলী বাজার খবর॥
খবর পাইয়া তেলী কসে' বান্ধে দড়ি।
হিজলী শহরে গেলে বহুৎ হবে কড়ি॥
তার কন্যা রূপবতী মহলেতে (৪) ছিল।
বাপ যাবে বাজারেতে জিদ্ পাতাইল॥
রূপবতী বলে পিতা তোমারে সুধাই।
হিজলী বাজার বলে কভু দেখি নাই॥
হরি সাউ বলে ঝি বাজারেতে যাবে।
দেখিলে পাঠান তোরে আগেতে হরিবে॥
রূপবতী বলে পিতা কপালেরি লেখা।
সেখানেতে তার সঙ্গে যদি হবে দেখা॥
বাপের বচন কন্যা কভু না মানিল।
অলঙ্কার পরি কন্যা সাজান হইল॥
বাপের মাথার পরে দোকান তুলিল।
পাছানেতে (৫) রূপবতী যাইতে লাগিল॥
পিতা কন্যা দুইজনে চলিয়া যে যায়।
তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায়॥

(১) বারাম্—(ফার্সী) বার্-আম্—কাছারি।
(২) মোকাম্—মকান্—গৃহ।
(৩) লয়া—নয়া—নব, নূতন।
(৪) মহল—গৃহ (পুর)।
(৫) পাছানেতে—পশ্চাতে।

কি নাম বলিয়া পীর জিজ্ঞাসা করিল।
তোমার সঙ্গে হৈয়া কেবা বাজারে আইল॥
হরি সাউ নাম মোর কুলাপাড়ায় ঘর।
দোকান এনেছি তোমার বাজার উপর॥
মোর কন্যা রূপবতী মহলেতে ছিল।
বাজার দেখিতে মোর সঙ্গেতে আইল॥
ওরে বাপু হরি সাউ বলি হে তোমারে।
দোকান নামায়ে দাও পূর্বের কিনারে॥
পূর্বধারে হরি সাউ দোকাম খুলিল।
শত চন্দ্র সেইখানে উদয় হইল॥
মসন্দলী বসিয়াছে তকৃত (১) উপরে।
আগেতে নজর করে বাজারে বাজারে॥
এতদিন মোর বাজার অন্ধকার ছিল।
হরি সাউর বেটী এসে করিয়াছে আলো॥
মসন্দলী পীর তখন অধীর হইল।
সেকেন্দর ভাইরে ডাকি বলিতে লাগিল॥
যাও যাও ওরে ভাই বলি গো তোমারে।
হরি সাউকে ধরি আন আমার হুজুরে॥
সেকেন্দর বলে ভাই বাই (২) হৈল তুমি।
কেমনেতে হরি সাউকে ধরে আনি আমি॥
কামাল জামাল দুই জমাদার ছিল।
ছোট ভাই সেকেন্দরে তার সঙ্গে দিল॥
তিন জনে এক সঙ্গে চলিয়া যে যায়।
বসিয়াছে হরি সাউ দেখিবারে পায়॥
সেকেন্দর বলে তেলী বলি গো তোমারে।
তোমারে লইয়া যাব বাদশার হুজুরে॥
এত শুনি হরি সাউ গাম্‌জাদা (৩) হইল।
এতদিনে রূপবতী মাথা যে খাইল॥

(১) তকৃত—সিংহাসন।
(২) বাই—(বাতিক) পাগল।
(৩) গাম্‌জাদা—দুঃখিত ; (ফার্সী) ঘম্‌জদা।

হরি সাউ বলে কন্যা কি কর্ম করিলি ।
এত দিনে জাতিকুল সব মজাইলি ॥
বাপের মাথার পরে দোকান তুলিয়া ।
পাছে পাছে রূপবতী যায় যে চলিয়া ॥
তখন সে হরি সাউ আগে চলে যায় ।
তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥
দেখিয়া সে মসন্দলী হাসিতে লাগিল ।
শ্বশুর আইস বলি বসিতে আসন দিল ॥
বৈস বাপু হরি সাউ বলিগো তোমারে ।
তোমার কন্যা রূপবতী বিভা দাও মোরে ॥
হরি সাউ বলে আমি কেমনে বিভা দিব ।
জাতে তবে তেলী আমি জাতি মজাইব ॥
মসন্দলী বলে রে তোর জাতি নাহি যাবে ।
যবনেরে বিভা দিলে আগে জাতি পাবে ॥
সাজ বেদী ত্বরা করি তখনি বাঁধিল ।
সেই দিনে হরি সাউ কন্যা বিভা দিল ॥
বলদে করিয়া টাকা মসন্দলী দিল ।
বলদ লৈয়া হরি সাউ ডেরাতে (১) চলিল ॥
বলদ লৈয়া হরি সাউ চলিয়া যে যায় ।
রাধু সাউ পরামানিক দেখিবারে পায় ॥
ওরে বাপু হরি সাউ কি কর্ম করিলু ।
ঝিয়েরে বেচিয়া টাকা বলদে আনিলু ॥
এত শুনি হরি সাউ টাকা ভাঙ্গাইল ।
বাড়াকে (২) চার চার কড়া বসাইয়া দিল ॥
আড়াই দিন মধ্যে তেলী পুষ্করণী খুলিল ।
সাতাশ তেলীরে যে গুয়া (৩) পাঠাইল ॥
তেলীগণ বলে মোরা গুয়া নাহি লব ।
হরি সাউ সঙ্গে কেন জাতি মজাইব ॥

(১) ডেরা—ভবন ।
(২) বাড়াকে—মাটির কাজে খাদ মাপিবার দণ্ড বা বাড়ী
(৩) গুয়া—গুবাক, নিমন্ত্রণার্থ প্রেরিত গুপারি ।

হরি সাউ বলে আমি বসে' কি করিব।
বাদশার আগেতে গিয়া খবর জানাব ॥
খবর লৈয়া হরি সাউ চলিয়া যে যায়।
তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥
দেখিয়া যে মসন্দলী জিজ্ঞাসা করিল।
বৈস বাপু শ্বশুর গো কি জন্যে আইল ॥
ভাল কন্যা রূপবতী তোমায় বিভা দিলি।
জাতে তেলী তবে আমি জাতি মজাইলি ॥
সাতাশ তেলীর মধ্যে নাম হরি সাউ।
কড়াকে (১) কিনিয়া আন ছ' ছ' বুড়ি লাউ ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তুমি রশুই করিবে।
তিন বিশি চাউল রেঁধে জল ঢালি দিবে ॥
সাত দিনের পচা ভাত তেলীরে খাওয়াব।
তবে ত বাদশাহী করি হিজলী বলাব ॥

এ সকল সামগ্রী যে তৈয়ার করিল।
আশী হাজার ব্যাঘ্র লইয়া মিয়াঁ চলি গেল ॥

লেতুয়া (২) বনের বাঘ বনে শুয়েছিল।
সাত শত তেলী তায় দেখিতে পাইল ॥

ব্যাঘ্র দেখি তেলিগণ দয়শৎ (৩) করিল।
কুলাপাড়া মজাইতে বাঘ মাঙ্গাইল ॥

হুমা হুমা দুই বাঘ বিচার করিয়া।
গোয়াল ভিতরে গিয়া রহিল শুইয়া ॥

রাধু সাউর বধূ গেল গোয়াল কাড়িবারে।
লাফ দিয়া ব্যাঘ্র তবে ধরে তার ঘাড়ে ॥

সন্ধ্যাকালে মড়িয়া (৪) বাঘ বিচার করিয়া।
গেড়িয়া (৫) ঘাটে বিড়াল হৈয়া রহিল শুইয়া ॥

(১) কড়াকে—প্রতি কড়া বা কড়িতে।
(২) লেতুয়া—(লতানে) হিজলী অঞ্চলে এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ বন্য লতাগাছের নাম 'লেতুয়া'।
(৩) দয়শৎ—ফার্সী দয় শক্ (দয় = in শক্ = doubt) = সন্দেহ।
(৪) মড়িয়া—মড়ার ন্যায় কাহিল।
(৫) গেড়িয়া—পুকুর, (গর্ত—গড়—গড় বা খাদবিশিষ্ট বলিয়া সম্ভবতঃ গাড়িয়া বা গেড়িয়া নাম হইয়াছে)।

হটু সাউর বধু গেল কাঁসা ধুইবারে।
লাফ দিয়া ব্যাঘ্র তবে ধরে তার ঘাড়ে॥
ঝাউ বনিয়া বাঘ আইল নাম তার ঘোঙ্গা।
বকৃড়া (৬) বনিয়া বাঘ আইল দুই চক্ষু রাঙ্গা।
নাগেশ্বর বাঘ ধায় বাদশার হুজুরে।
ছকু সাউর বাড়ী গিয়া লম্ফ ঝম্ফ করে॥
কতগুলি বাঘ মিলে বিচার করিল।
নিশারাত্রে ঢেঁকিশালে ধান ভানাইল॥
তেলিগণ বলে বিধি কি হ'লো গো মোরে।
এত রাত্রে ধান কেবা ভানিছে দুয়ারে॥
আর সব ব্যাঘ্র মিলে বিচার করিয়া।
সাতশ তেলীর পাড়া গিয়াছে ঘেরিয়া॥
বাঘ দেখি তেলিগণ বলে বাপ বাপ।
হরি সাউর জ্বালাতে কি হইল প্রতাপ॥
ওরে বাপু হরি সাউ বলিগো তোমারে।
তোমার ঘরের পচা ভাত খেতে দাও মোরে॥
হরি সাউ বলে আমি পাত কোথা.পাব।
সাত শ' তেলীরে আমি কেমনে খাওয়াব॥
যে যার বাড়ীর পাত আনিল কাটিয়া।
মুষ্টি মুষ্টি পান্তাভাত লইল খসিয়া॥
হরি সাউকে মধ্যখানে বসাইয়া দিল।
মুখে বস্ত্র দিয়া মিঁয়া হাসিতে লাগিল॥
হরি সাউ জাতি পাইয়া ঘরেতে রহিল।
মসন্দলী বাঘ লৈয়া ঘরেতে চলিল॥
পীরের কদমতলে মজাইয়া চিত।
গাহেন জয়মুদ্দী কবি মসন্দলীর গীত॥

সমাপ্ত

(৬) বকৃড়া—হেঁতাল।

পরিশিষ্ট (ঘ)

মখ্‌দুম্ সাহিবের মস্‌জিদ্-লিপি

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল্‌ওয়ালী খাঁ সাহিবের প্রাগুক্ত প্রবন্ধে তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার ধর্মগুরু মখ্‌দুম সাহিবের আস্তানার শিলালিপির মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ :—

পৃথিবীর এই মস্‌জিদ্ নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাসী আত্মার (Angel Gabriel) অবতরণস্থান।

এইস্থানে নিষ্ঠার সহিত তোমার প্রার্থনা সম্পন্ন কর,—কারণ এইটিই তোমার মুক্তির পথ।

মখ্‌দুম্ শিহাবুদ্দীন্ আউলিয়া দৃঢ় ধর্মমতের (ইস্‌লাম) অবলম্বী বলিয়া তাঁহার জন্য (ইহা নির্মিত হইল)।

আমি অদৃশ্য দূতকে ইহা নির্মাণের তারিখ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আনন্দের সহিত উত্তর করিলেন—ইহার তারিখ এই জগদীশ্বর তাঁহার সমর্থক—১০৭২ হিজরী (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ)* *J. A. S. B., p. 515.*

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে—এই মস্‌জিদ্ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। আমরা এই পুস্তকে আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি—তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলা ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র বাহাদুরের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সন্ন্যাসধর্মের আশ্রয়ে সংসার ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার গুরুর জন্য নির্মিত মস্‌জিদ ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার সংসার-ত্যাগের দ্বাদশ বৎসরমাত্র পরে নির্মিত হওয়া অসমীচীন নহে। মখ্‌দুম্ সাহিবের মস্‌জিদ হিজলীর মস্‌জিদ নির্মাণের ১৩ বৎসর পরবর্তী। জনরব—মখ্‌দুম্ সাহিবের মস্‌জিদ্ তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলাকর্তৃক প্রদত্ত। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলাবংশীয়গণের রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলা ইতিপূর্বেই পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মখ্‌দুম্ সাহিবের মস্‌জিদ্ সাক্ষাৎরূপে তাজ্ খাঁ বা তদ্বংশীয়গণের তত্ত্বাবধানে নির্মিত না হইলেও তাঁহাদের

* ১০৭২ হিজরীকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে ১৬৬১—৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

রাজ্যসমৃদ্ধিসময়ে গুরুদেবকে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও অর্থই যে এই মস্‌জিদ নির্মাণের ভিত্তি—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মৌলবী সাহিব্ তাঁহার প্রবন্ধে মখ্দুম্ সাহিব্ সম্বন্ধে জনশ্রুতির যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন—তাহা এইস্থানে প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বেলদা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কাঁথি পর্যন্ত ৩৬ মাইল একটি সাঁকোযুক্ত পাকা রাস্তা আছে। এগ্রা গ্রাম (অন্য নাম এগ্রা পাটনা) এই ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল। এগ্রা বা নাগোঁয়াতে জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট্ ছিল। আমি অবগত হইলাম এই এগ্রার পরিদর্শন বাংলোতে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' লিখিয়াছিলেন। আমি ১১ই ও ১৭ই মে কাঁথি যাতায়াতপথে এগ্রাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কস্‌বা অমর্শি (সাধারণতঃ অমর্শি পটাশপুর নামে অভিহিত) কেবলমাত্র 'কস্‌বা' নামেও পরিচিত—এগ্রার উত্তরে ৫ মাইল দূরবর্তী। কস্‌বা-ই-অমর্শিতে মখ্দুম্ সাহিবের কবর একটি মস্‌জিদে সংলগ্ন, ইহাতে একটি শিলালিপি সন্নিবিষ্ট আছে। ঐ সাধু পুরুষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ আমাকে স্থানীয় লোকে প্রদান করিয়াছিল :—

মখ্দুম্ শিহাবুদ্দীন চিস্‌তী ১১০২ বা ১১০৩ হিজরীতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অমর্শিতে অবস্থান করেন। সেই সময়ে অমরসিংহ নামে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা ছিলেন, তিনি তাঁহার রাজ্যে মুসলমানের বসবাস সহ্য করিতে পারিতেন না এবং প্রাতঃকালে কোন মুসলমানের মুখ দর্শন করিতেন না। কথিত আছে, তিনি একটি পাদুকা তাঁহার সিংহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিতেন ; তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রত্যেক আগন্তুককে প্রথমতঃ ঐ পাদুকাকে প্রণাম করিতে হইত। মখ্দুম্ সাহিব ইহা শুনিয়া ঐ রাজার দর্শনোদ্দেশ্যে গমন করিলেন। দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে ফটকে লম্বমান পাদুকাটির প্রতি প্রণাম করিতে আদেশ করিল। তিনি তাহাদের অন্যায় আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া অসি নিষ্কাষণপূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ ও নিধন করিলেন। রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া আততায়ীর শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন। কেহই তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। পক্ষান্তরে মখ্দুম্ শিহাবুদ্দীন্ স্বহস্তে রাজাকে নিধন কারলেন। রাজার লোকজন পলায়ন করিল। রাজার এই অসহনীয় যথেচ্ছাচার ও মুসলমানের ধর্মোন্মত্ততা বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তারের অন্য এক কারণ।

এই ঘটনার পর ধনী-দরিদ্র আবালবৃদ্ধ সকলে এই সাধু পুরুষের নিকট গমন করিল। তখন তিনি তাঁহার অনুচর ও শিষ্যগণসহ শ্যামগোলা বা শিহাব্‌পুর গ্রামে একটি মৃন্নির্মিত 'হুজ্‌রা' বা আশ্রমে বাস করিতেন। জায়গীরদার ও জমিদারগণ এই সাধু ও তাঁহার লোকজনের জন্য ১২০ 'বাটি' জমি প্রদান করেন। রাজার মৃত্যু এবং অমর্শিতে মখ্‌দুম্‌ সাহিবের অবস্থানের জন্য মুসলমানসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাঁহার অলৌকিকতা ও অসাধারণ শৌর্যসম্বন্ধে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল।

তাঁহার সুখ্যাতির বিষয় শ্রুত হইয়া চাকলা হিজলীর শাসনকর্তা মস্‌নদ্‌ আলি শাহ্‌ মখ্‌দুম্‌ শিহাবুদ্দীন্‌কে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে মস্‌নদ্‌ আলী তাঁহার রাজত্বের শেষে দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করেন। মস্‌নদ্‌ আলী সম্বন্ধে অদ্ভুত বৃত্তান্ত এখনও লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহার সমাধি হিজলীর সমুদ্রোপকূলে এখনও বর্তমান আছে। 'হুজ্‌রা' মস্‌জিদ্‌ ও মখ্‌দুম্‌ শিহাবুদ্দীনের সমাধি হজরৎ মস্‌নদ্‌ আলী সাহিব্‌ নির্মিত। সাধুর সহিত আগমনকারী শিষ্যবর্গ ও তদ্বংশীয়গণকর্তৃক এই সমস্ত পরিচালিত হইত। বর্তমান সময়ে মস্‌জিদরক্ষকগণের আত্মকলহ এবং গবর্ণমেণ্টের রোড্‌ সেস্‌ প্রদানে অবহেলার জন্য আওলিয়ার আস্তানার পীরোত্তর জমিগুলি বিক্রীত হইয়া বাঙ্গালী ক্রেতাগণের হস্তগত হইয়াছে। আস্তানার বর্তমান ধ্বংসাবস্থা। মখ্‌দুম্‌ সাহিবের সমাধিসংলগ্ন মস্‌জিদসংস্পৃষ্ট শিলালিপিতে নিম্নলিখিত ফার্সী কবিতা আছে। লিপিগুলি উচ্চ অক্ষরে ক্ষোদিত; সর্বদা রৌদ্র-বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকায় এই শিলালিপির কতকাংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছে। এইজন্য লিপির কিয়দংশ অনুমানদ্বারা পঠিত হইল। ঊর্দ্ধরেখ অংশগুলি অশুদ্ধ, ইহা দেখিলে বোধ হইবে।—*J. A. S. B. pp. 513-15.*

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত জনশ্রুতির অব্দ প্রকৃত নহেই, তা'ছাড়া রাজা অমরসিংহের আখ্যায়িকার সত্যতা পরীক্ষারও কোন উপায় নাই। অতি সামান্যমাত্র সত্য হয়ত' জনশ্রুতিতে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে ইহাও বিচিত্র নহে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

বান্‌জা

হিজলীর অন্তর্গত বান্‌জা নামক স্থান সমৃদ্ধিপূর্ণ পোর্তুগীজ শহর ছিল; এখানে একটি পোর্তুগীজ গীর্জাও ছিল। এই বান্‌জার অবস্থান লইয়া নানা প্রকার অভিমত দেখা যায়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর বান্‌জাকে টোডল্‌মলের সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত বাঁশদা মহাল বলিতে চান। এই বাঁশদা মহাল উড়িষ্যার মাদ্‌লা পঞ্জীতে উল্লিখিত রেমুনা দণ্ডপাটের বাঁশদা এবং আরও ছয়টি 'চৌর' লইয়া গঠিত ছিল। 'চৌর' উড়িষ্যার অন্যতম দেশবিভাগের নাম। মনোমোহনবাবু বলেন, জলেশ্বরের নিকটস্থ বৃহৎ গ্রাম 'বাঁশডিহা' এই মহালের নিদর্শন-জ্ঞাপক। (১) সুতরাং তাঁহার মতে বর্তমান বাঁশদা গ্রামই 'বান্‌জা'। ঐতিহাসিক ব্লক্‌ম্যান সাহেব ভ্যালেন্‌টীনের মানচিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে অনুমান করেন, হল্‌দী নদীর তীরবর্তী যে স্থান রেনেলের ম্যাপে (২) বাসুলীচক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে,— তাহা অথবা তমলুকের দক্ষিণস্থ বাসুদেবপুর গ্রামে বান্‌জার অবস্থিতির স্থান হইতে পারে। (৩) সম্ভবতঃ এই মতের অনুবর্তী হইয়া পাদ্‌রী হোষ্টেন্ সাহেবও বান্‌জাকে হল্‌দী নদীর তীরবর্তী বলেন। (৪)

আমাদের মতে ইঁহারা সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। নাম-সাদৃশ্যে বাঁশদা 'বান্‌জা'র রূপান্তর হইতে পারে না। করমণ্ডল ও বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ম্যাথিউ ভ্যান্‌ডেন ব্রুক্ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্‌সোয়া ভ্যালেন্টীনের স্মারকলিপির পঞ্চম খণ্ডে বঙ্গদেশের একটি মানচিত্র সংযোজিত করেন। ঐ মানচিত্রে কেঁদুয়া বা কাঁথি (৫) ও তাম্বোলী বা তমলুকের মধ্যপথে একটু পশ্চিমে হেলাইয়া

---

(১) Notes on the Geography of Orissa in the Sixteenth Century. *J.A.S.B., New series, Vol. XII., 1916, No.* 1.

(২) Renell's Atlas, sheet *XIX*.

(৩) Blochmann's Geo. & Hist. notes on the Presidency Division of Lower Bengal in *Hunter's S.A.B., Vol. I, p. 377.*

(৪) *Bengal : Past and Present, Vol. XIII, Chap. III, p. 20.*

(৫) কাঁথির অদূর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরতীরে 'দক্ষিণ কাদুয়া' গ্রাম বর্তমান। ইহার নিকটেই 'উত্তর কাদুয়া', 'পশ্চিম কাদুয়া', 'কাদুয়া মকুন্দপুর', 'কেঁদুয়া' প্রভৃতি

বান্‌জার অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) ভ্যালেন্টীন্ তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন,—বান্‌জা অন্যতম পোর্তুগীজ পল্লী, এই স্থানে তাঁহাদের গীর্জা ও লবণব্যবসায় ছিল। উহা পোর্তুগীজদিগের দক্ষিণ দেশীয় বাণিজ্যস্থান এবং প্রচুর মোম ব্যবসায়ের আড্ডা ছিল বলিয়াও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রাম আছে (Thana Contai *Jurisdiction list*—Village Nos. 586, 616, 617, 618, 494)। বিদেশীয়েরা 'কাহুয়া'কেই 'কেঁহুয়া' করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইংরাজদিগের বঙ্গদেশীয় কুঠীর কাগজপত্রে বহু স্থলে কেঁহুয়ার উল্লেখ আছে (*Bowrey's Countries round the Bay of Bengal, p. 87, ne., Hedges' Diary vol. ii, p. 131* প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কাঁথি নাম কেঁহুয়ার রূপান্তর বলিয়া বোধ হয় না। কাঁথির প্রচলিত ভাষায় গাবগাছের নাম কেন্দু। গাছের নামে এই অঞ্চলের অনেক গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। কেঁদুয়া নাম গাবগাছের সংস্রব হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। এই মহকুমাতেই 'সাত কেন্দু' তৎপার্শ্বে কশাড়িয়া ('কশ্'ও গাবগাছের অন্যতম স্থানীয় প্রতিশব্দ) প্রভৃতি গাবগাছের সহিত সংসৃষ্ট নাম বর্তমান আছে (*Khajri Thana Jurisdiction list*, Village Nos. 59 and 47). শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে (১৩১৭, আশ্বিন) 'গ্রামের নাম' প্রবন্ধে বালুআড়ি বা বালুর কাঁথের অস্তিত্বের জন্য 'কাঁথি' নাম অনুমান করিয়াছেন। 'রসিকমঙ্গলে' হাতী ধরিবার খেদাকে 'কাঁথি' বলা হইয়াছে।

॥ 'হাতীগণ সঙ্গে সঙ্গে লয়ে গজরাজ।
প্রবেশ করায় লয়ে তারে কাঁথি মাঝ।
দ্বার হইতে আপনি বাহুড়ি বলে গেলা।
চতুর্দশ হাতী কাঁথি মাঝে প্রবেশিলা।'

—রসিকমঙ্গল, ১১শ লহরী। হাতী বা অন্য কোনও বন্য জন্তুর 'খেদা'র সহিত কাঁথি নামের সংস্রব আছে কি না দেখিবার বিষয়। হাতী না থাকিলেও এই সমস্ত স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর অভাব ছিল না, তজ্জন্য দুর্গের ন্যায় প্রাচীর বা কাঁথ দ্বারা ঘেরাও করিয়া লোকে বাস করিত বলিয়া স্কাউটেন্ একস্থানে লিখিয়াছেন—'The sixteenth of January (1664) we passed by the river of Jillisar, which was on our left. Hence the shores of the Ganges are covered 'with bushes, thickets, and little woods, which extend some distance inland and in which there are many serpents, rhinoceros, wild buffaloes and especially tigers. For these reason the people of Bengal not dare to dwell in these parts of their country nearest to the sea. Therefore, on our way we only saw one little clay fort, where some negroes were existing wretchedly enough.' Schouten's *Voiage aux' Indes Orientales* (*1658—1665*), *vol. ii. p. 143*, Temple's translation) এই 'কাঁথ' বা প্রাচীরবেষ্টনের জন্য কি কাঁথি নামের উৎপত্তি?

(১) Valentyn's *Ost Indien*, *vol. v.*

পোর্তুগীজ মিশনারী ম্যান্‌রিক্‌ (১) লিখিয়াছেন—চিনি, মোম এবং এক প্রকার তৃণ ও রেশমনির্মিত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য সুসূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য সমাগত বহুসংখ্যক বণিকের সুবিধার নিমিত্ত হিজলী রাজ্যে দুইটি গীর্জা নির্মিত হইল। একটি হিজলী শহরে এবং অন্যটি বান্‌জার ব্যাণ্ডেল্‌ বা গ্রামে ('Bandel or village of Banja')। (২) পোর্তুগীজেরা বন্দরকে 'ব্যাণ্ডেল্‌' বলিত। পাদ্‌রী হোষ্টেনের মতে পোর্তুগীজেরা ক্রমে দেশমধ্যভাগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে 'ব্যাণ্ডেল্‌' শব্দ 'বন্দর' অভিধানের সহিত সংস্রব হারায়; ম্যান্‌রিকের সময়ে বিদেশীয়দিগের অধ্যুষিত স্থান বুঝাইতে ব্যাণ্ডেল্‌ প্রযুক্ত হইত। ম্যান্‌রিক্‌ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্‌জা, তমলুক (Tombolin) ও মহিষাদলে (Moxodol) গমন করেন। ভ্যান্‌ডেন্‌ব্রুকের মানচিত্রানুযায়ী বান্‌জা (৩) তমলুকও মহিষাদলের সন্নিকট; সুতরাং ম্যান্‌রিক্‌ এই পরস্পর নিকটবর্তী স্থানগুলির একসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মনোমোহনবাবুর নিরূপিত বাঁশদহ হিজলী রাজ্যের সীমান্তবহির্ভূত এবং তমলুক ও হিজলীর মধ্যপথ হইতে অতি সুদূরে পশ্চিমে বালেশ্বরের সীমান্তে অবস্থিত। ব্লক্‌ম্যান্‌-নির্দিষ্ট বাসুলীচক বা বাসুদেবপুরও বান্‌জা নহে।

বান্‌জার বর্তমান নাম 'বায়ন্দা'। ইহা ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রনির্দিষ্ট স্থানেই অবিকল অবস্থিত। অবশ্য এই মানচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত নহে বলিয়া ইহাতে আনুমানিক স্থান নির্দেশ রহিয়াছে। যে চারিখানিমাত্র গ্রাম লইয়া বায়ন্দাবাজার পরগণা গঠিত, তাহার মধ্যে 'কস্‌বা বায়ন্দা' (৪) একটি বলিয়া মিঃ বেলীর সেটেল্‌মেণ্ট্‌ রিপোর্টে উল্লেখ আছে। ফার্সী 'কস্‌বা' অর্থে শহর বা নগর। কস্‌বা বা শহর বায়ন্দা এবং বায়ন্দা বাজার নামগুলি যে বায়ন্দার পূর্ব গৌরবের স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিজলী শহরের বর্তমান নামও কস্‌বা হিজলী। সমৃদ্ধিশালী নগরের পূর্বেই 'কস্‌বা' বিশেষণ যুক্ত হইত। বর্তমান সময়ে এই বায়ন্দা বাজার পরগণাভুক্ত কস্‌বা বায়ন্দা (৫) গ্রাম কেবলমাত্র 'কস্‌বা' নামে অভিহিত হয়। ইহা কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত। ইহার অবস্থান ২২°০´৫৭" অক্ষাংশ উত্তরে এবং ৮৭°৪৪´৩" দ্রাঘিমাংশ পূর্বে। কস্‌বা গ্রামের ঠিক অব্যবহিত পরে দক্ষিণ

---

(১) *Ibid, p. 158.*
(২) Manrique's *Itinerario, chap. V.*
(৩) *Bengal : Past and Present, vol. xiii, Nos. 25—26, p. 16.*
(৪) Bayley's *Jellamootah Report, p. 71.*
(৫) Thana Bhagabanpur *Jurisdiction list,* Village No. *267.*

দিকে সংলগ্ন দক্ষিণ বায়ন্দা গ্রাম এখনও বর্তমান। কস্‌বার ঠিক (১) পূর্ব পার্শ্বে গড়বাড়ী নামক গ্রামও ঐ স্থানের সুখসমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করিয়া আছে। বায়ন্দাই যে বিদেশীয় উচ্চারণধারার বৈশিষ্ট্যে 'বান্‌জা' হইয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বায়ন্দার প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন বা ভগ্নাবশেষ কিছুই নাই; কালক্রমে তাহা ভূসমাধি লাভ করিয়া থাকিবে। বায়ন্দা কোন নদীতীরবর্তী নহে। ভ্যান্‌ডেন্‌ব্রুকের মানচিত্রেও বান্‌জার নিকটে কোন নদীর অস্তিত্ব নাই; সুতরাং ইহা পোর্তুগীজদিগের স্থলবাণিজ্যের অন্যতম আড্ডা ছিল। দূর স্থলভাগের পণ্যাদি সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে খালপথে লইয়া যাইবার সুবিধা ছিল। ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রে বান্‌জা যেরূপ কাঁথি ও তমলুকের মধ্যে ঈষৎ পশ্চিমে হেলাইয়া চিহ্নিত আছে,—বর্তমান মানচিত্রে বায়ন্দার অবস্থানও অবিকল সেইরূপ। ইহা কাঁথি হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে এবং তমলুক হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন হিজলী প্রদেশের মধ্যে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ্‌ ফীচ্‌ হিজলীতে প্রাপ্তব্য যে সমস্ত পণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন—অর্ধ শতাব্দীর অধিক পরে ম্যান্‌রিক্‌ বান্‌জার পণ্যপ্রসঙ্গে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। (২) পণ্যের ঐক্য স্থানের ঐক্যের সমর্থন করে।

১৬৮২-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত ইংরাজ নাবিক জর্জ্‌ হীরোণের হুগলী নদীর নৌপথের মানচিত্রে (Pilot's chart) বীরকুল ও সেলু্ নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বান্‌জার শৈলশৃঙ্গ ('Paps of Banja') দেখা যায়। (৩) ইহা কোন্‌ বান্‌জা? এই মানচিত্র প্রকৃত পরিমাপদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং ইহার স্থাননির্দেশগুলি নিভু্র্ল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই সময়ে সম্পাদিত বৌরীর (Thomas Bowrey) মানচিত্রে বান্‌জা নাই। এই মানচিত্রে বীরকুলকে 'সোরিকুল' (Sorricol) বলা হইয়াছে এবং হীরোণনির্দিষ্ট সেলু্ নদীর অবস্থানস্থানে একটি নদীমোহানার চিহ্ন দিয়া 'সেলু্ প্যাগোডা' (Selu Pagoda) লিখিত আছে। (৪) হীরোণ ও বৌরী উভয়েরই

(১) Village No. *268.*

(২) Hurton Ryley's *Ralph Fitch, p. 114.*

(৩) *Hedge's Diary, Vol, III, Appendix,* Hakulyt Society's edition.

(৪) Bowrey's *Countries Round the Bay of Bengal. (1687), Appendix.*

মানচিত্র নৌচালনোদ্দেশ্যে প্রস্তুত। সমুদ্রকূলে ও নদীমুখে জাহাজ হইতে পরিদৃশ্যমান বৃহৎ বৃক্ষাবলী এবং নৌচালনের পথ নির্ণয়ের জন্য তীরদেশে নির্মিত স্তম্ভগুম্বজাদির অবস্থান এই মানচিত্রগুলিতে নির্দিষ্ট আছে। এই সেল্ নদীর মোহানাস্থানে একটি নৌপথ-নির্দেশক গুম্বজ ছিল; তজ্জন্য বৌরী উক্ত গুম্বজটিকে 'Solu Pagoda' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে বীরকুল নদীর নাম দীঘা মোহানা; এই স্থানেই গবর্ণর-জেনারাল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রিয় গ্রীষ্মাবাস ছিল। ইহার পূর্বদিকে ক্রমান্বয়ে মন্দার মোহানা ও সোলা মোহানা অবস্থিত। এইগুলি পূর্বে নদী ছিল—কালক্রমে মজিয়া গিয়া খালে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন মানচিত্রের 'সেল্ নদী' বা 'সোলু গুম্বজ' যে বর্তমান 'সোলা মোহানা' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রেনেল্ সোলা মোহানাকে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে অঙ্কিত করিতে ছাড়িয়াছেন। এই মানচিত্রে মন্দার মোহানা 'মন্দারবনি খাড়ি'-(Munderbunny Creek)-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) আমাদের মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে কাঁথি হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান বালু-আড়ির পার্শ্বেই সমুদ্র ছিল। হীরোণের মানচিত্রোল্লিখিত 'বীরকুল' ও সেল নদীর মধ্যবর্তী Paps of Banja-র অবস্থিতিস্থানে বর্তমান মাজনা নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। এই বানজা 'মাজনা' নামের বিকৃত বৈদেশিক উচ্চারণ। মাজনা গ্রাম বর্তমান বীরকুল ও সোলা মোহানার প্রায় মাঝামাঝি স্থান হইতে উত্তরদিকে অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্রে হামিরা মাল (Hamira mal) ও বেতবনির (Batebunny) সন্নিকটে প্রাগুক্ত বালু আড়ির অনেকটা স্থান চক্রাকারে ব্যাপিয়া বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত দেখা যায়। মাজনা গ্রাম বর্তমান হামিরমাল ও বেতবনি গ্রামের নিকটেই অবস্থিত। হীরোণ Paps of Banja-র দ্বারা মাজনার এই অধিকতর প্রশস্ত ও উচ্চ বালুকাশৈলশ্রেণীর কথা বলিয়াছেন; কারণ সমুদ্রপথে বালু-আড়ির এই বিস্তীর্ণ স্থানটি বেশ চিহ্নিতভাবে দৃশ্যমান ছিল। হিরোণোক্ত এই বান্জা বা মাজনার সহিত শহর্ বান্জার বা বায়ন্দার কোনও সম্বন্ধ নাই।

(১) Renell's Map Sheet VIII.

পরিশিষ্ট (চ)

একটি জাল সনন্দ

এই পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় মেদিনীপুর বসন্তিয়া নিবাসী ৺মোহান্ত রায় রাধাশ্যাম দাস অধিকারী বাহাদুরের পুর্বপুরুষ বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়কে তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলাকর্তৃক শ্রীশ্রী৺গোকুলচন্দ্র রায় বিগ্রহের সেবাপূজার্থ ভূসম্পত্তিদানের সনন্দের কথা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত ফার্সী সনন্দখানি দেখিবার সুযোগ গ্রন্থকারের হইয়াছে। উহাতে এই শ্রীবিগ্রহ ও অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্য তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলা হিজলী চাক্‌লার কেওড়ামাল, দক্ষিণমাল, ইড়ঞ্চ, বালিশাহী, বাহিরিমুঠা, পাইকপুর, ভোগরাই, মাজনামুঠা, কস্‌বাহিজলী, বালিযোড়া, দন্তখড়াই ও পটাশপুর মহালগুলির মধ্যে ১৩০ বাটি ১২ বিঘা বাস্তর (পতিত) দানের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত সনন্দের তারিখ ৯৯৫ হিজরী, ২রা মহরম। এই সনন্দকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

এই সনন্দখানির তারিখের অঙ্ক দেখিয়া হিজলীর মস্‌জিদের খাদিমের সনন্দের ন্যায় ইহাও কৃত্রিম বলিয়া সহজে উপলব্ধি হয়। বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় শ্রীমৎ রসিকানন্দের শিষ্য ও অনুচর ছিলেন। রসিকানন্দের প্রভাবেই ইনি বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'রসিকমঙ্গল' পাঠে অবগত হওয়া যায়—১৫১২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। রসিকানন্দের জন্মের তিন বৎসর পুর্বে বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজার্থ তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার নিকট সনন্দ গ্রহণ করিতেছেন তাহা অবিশ্বাস্য। তাহা ছাড়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পরে তাজ্ খাঁ হিজলীর নবাব ছিলেন, ইহা এই পুস্তকপাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার সমসাময়িকই ছিলেন এবং তাঁহাকে তাজ্ খাঁ কর্তৃক ভূসম্পত্তিদান সত্য হইতে পারে, কিন্তু সেই দানের মুল দলিল আলোচ্য সনন্দখানি কিছুতেই নহে। সম্ভবতঃ মুল সনন্দখানি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বৈকুণ্ঠনাথ দাসের উত্তরাধিকারী কেহ ইংরাজ সরকারে প্রদর্শনের জন্য কাল্পনিক সন তারিখ দিয়া এই সনন্দখানি প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। মস্‌জিদের খাদিমের বর্ত্তমান সনন্দখানিও এইরূপে প্রস্তুত তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

—সমাপ্ত—